গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোকসঙ্গীত ঃ ঐতিহ্য ও অনুশীলনের ইতিহাস

পরিশিষ্ট - ১

(গম্ভীরা, খন, আলকাপ, ডোমনী)

পরিশিষ্ট-১

(গম্ভীরা)

বন্দনাগীত

(১)

কোথা হইতে আইলেন গোঁসাই, কোথায় তোমার স্থিতি।
আহার নাই পানি নাই আস নিতি নিতি।।
জল নাই স্থল নাই সকল শূণ্যাকার;
কর্পূরেতে ভর কর পবন আহার।।

শিবনাথ কি মহেশ।

হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, পৃ১১-১৩

(২)

না ছিল জল স্থল দেবের মন্ডল।
কোনরূপে ছিল ধর্ম হয়ে শূণ্যাকার।।
কাঁকড়া পাঠালের মৃতিকার তলে।
কাঁকড়াকে আনিল মৃত্তিকা কিছু পরিমাণ।
বিন্দু পরিমাণ মধ্যে তিল পরিমান।
তিল পরিমাণ মধ্যে বেল পরিমান।
কূর্ম্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল সৃজন।
কহন ত গুরু গোঁসাই সরস্বতীর বরে।
পৃথিবীর জন্ম-কথা কহি সভার ভিতরে।।

- ঐ

(৩)

জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়াশিবের গম্ভীরা বন্দ
আর বন্দ সরস্বতীর গান।
বাসুয়া বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম।

দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

মুষা বাহনে গনেশ এলেন তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

মৌর বাহনে কার্ত্তিক তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

প্যাঁচা বাহনে লক্ষ্মী তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

মকর বাহনে গঙ্গা তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

সিংহ বাহনে দূর্গা তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

মোষ বাহনে যম তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

হংস বাহনে ব্রহ্মা তাঁর চরণে প্রণাম

দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

উল্লুখ বাহনে ত্রিশকোটী দেবতা তাঁর চরণে প্রণাম

দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

যাঁহার নাম না জানি তাঁদের চরণে প্রণাম।

দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

(৪)

জয় জয় জগত্তারণ শম্ভু,

শিবে গরজত গঙ্গা অম্বু,

সুচারু কণ্ঠ জিনি সুকম্বু,

লম্বিত আছে রুদ্রমাল।

কিবা অরুণাধর কুন্দবদন হাস্যবদন শোভিত ভাল।।

লম্বিত জটা লটাপট শিরে,

নয়ন যুগল ঢুলুঢুলু করে,

ধক ধক জ্বলে ভাল সে অনল।
কিবা কটিতে বেষ্টিত শোভা বাঘাম্বর—
ত্রিভূবণ জিনি গতি মন্থর,
তরিতে অপার ভবসাগর,
বামন মাগিছে ও পদ কেবল।
নিজস্ব সংগ্রহ, প্রশান্ত শেঠ, মালদা।
(৫)
বলি ও ফনিভূষণ ভালে ত্রিনয়ন
বাঘাম্বর পরিধান, আমাদের, আমাদের দুঃখ কর ত্রান
পেটের জ্বালায় মোরা হলেম দিশেহারা
(মোরা) হারাণু মনি সম্মান।

- ঐ

রিপোটিং

ভারত পূর্ণ সোনা চাঁদি ছিল যত
একে একে দেখি সব গেল জলের মত
ভারতবাসী এবে হয়ে অবনত
(এবার) পেলে চরম প্রতিদান।
(খ)
সওয়া প্রহর সোনা বর্ষে ছিল যেই দেশে
সে দেশের লোক দেখি আজ অতি দীনবেশে
পরিণামে আর কিবা হবে অবশেষে
(মোদের) আতঙ্কে শিহরে প্রাণ।

(গ)

বি.এ,এম.এ, পাশ করে কত বঙ্গ সন্তান
চাকুরি খুঁজে খুঁজে হয়ে গেল হয়রাণ।
করিতে পারে না তারা নিজ পেটের সংস্থান
(তারা) হতাশে সদা ম্রিয়মান।।

(ঘ)

হিন্দু মুসলমানে দা কুমড়া সমন্ধ
সর্ব্বত্রহ লেগে আছে উভয়েতে দ্বন্দ্ব
এই গৃহ বিবাদ শিবো না করিলে বন্ধ
(হবে) দুই জাতিরই অবসান।

(ঙ)

যুদ্ধ বেধে গেছে দুই বছর হল প্রায়
হয় না কোন দিকের জয় বা পরাজয়।।
জার্মানির ধ্বংস শ্রীঘ্র সুনিশ্চয়
(সগর্বে) ব্রিটিশ ওড়াবে নিশান।

(চ)

করজোড়ে মোদের এই শেষ মিনতি
যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ কর হে সম্প্রতি
সৃষ্টি রক্ষা কর ওহে গৌরীপতি
(ওপদে) গোবিন্দের এই আকিঞ্চন।

- ঐ

(ছ)

বলি ও কৃত্তিবাস কেন হা হুতাশ
কিসের চিন্তা নিশিদিন ভেবে তনু হল ক্ষীণ
নিজের দোষে গেলে মারা
মোদের করে দিলে সারা
(তোমার) মেয়াদ বা আর কতদিন।

(ক)

কতদিন আর নিজের ছিদ্র করে রাখবে গুপ্ত
সমস্তই জ্ঞাত মোদের নহি মোরা সুপ্ত
থেকোনা আর ও বিশ্বেশ্বর অত্যাচারে লিপ্ত
(দিও না আর) চাঁদির বিনিময়ে টিন।

(খ)

ভারতবাসী মোরা সবে থাকি বহু দূরে
তব হিতচিন্তায় আছি মোরা পড়ে—
এই যুদ্ধে জয়ী তুমি হবে কি প্রকারে
(ভাবি) জার্মান কেমননে হবে লীন।

(গ)

হিতাকাঙ্খী প্রজা মোরা তোমার অনুগত
তোমারই পীড়নে অশ্রু ফেলি অবিরত
আশা দিয়ে আশা প্রদীপ করলে নির্বাপতি
(মোরা) চিরকাল রইনু পরাধীন।

(ঘ)

তোমারই দৃষ্টান্তের পরে মুসলমান আর হিন্দু
পরস্পর খড়্গ হস্ত মিল নাই এক বিন্দু
আবহমান কাল ধরে ছিলাম দুই ভাই বন্ধু
(হলাম) তোমার দৃষ্টান্তেই বুদ্ধিহীন।

(ঙ)

বন্ধ কর সবে ভাই সাম্প্রদায়িক দ্বন্ধ
এ দুর্দিনে ক্রোধ বশে হয়ো না কেউ অন্ধ
কর জোড়ে সবার কাছে বলে শেঠ গোবিন্ধ
(কর) ধর্মের পতাকা উড্ডীন।

- ঐ

(৭)

তুমি হয়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর।
তোমার কর্মক্ষেত্র এই ব্রহ্মান্ড ক্ষেত্র তব হর।।
ব্রহ্মা যিনি বিষ্ণু কুমার,
বীজ বুনানি মজুর তোমার,
কতই যে বীজ হয়নি সুসার
ওহে গঙ্গাধর।
মন আত্মা দুই বলদ বেঁধে
কর্ম জোয়াল চাপিয়ে কাঁধে
মায়া রজ্জু নাসায় ছেঁদে
কতই না আর তাড়।।
সুখ দুঃখ দুই শক্ত যোধা
সেই জোয়ালে আচে যোতা,
তুমি আশা লাঠির দিচ্ছ গোঁতা,
ওহে দিগম্বর।
সৃষ্টি হতে লয় পর্যন্ত,
চাষের কি হবে না অন্ত,
তুমি কিঞ্চিৎদপি হও না ক্ষান্ত,
ওহে বিশ্বেশ্বর।
তব ক্ষেত্র এ সংসার।
দিনে দিনে হচ্ছে আসার
হরিমোহন বলে ও সারাৎসার
সার বিতরণ কর।

- ঐ

(৮)

শিব তোমার লীলা কর অবসান

বুঝি বাঁচে না আর জান।
অনাবৃষ্টি কর‍্যা সৃষ্টি
মাটি করল্যা নষ্ট কর‍্যা
দেখছ নাকি কষ্ট হে
মিষ্ট কথায় তুষ্ট কর‍্যা
করল্যা মোদের গুষ্টি ছাড়া।
শুন বলি পষ্ট কর‍্যা
তার পরে ম্যালেরিয়ায়
হলাম হালাকান
বুঝি বাঁচে না আর জান

—ড. ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য ৩য় খন্ড-২৫৮

(৯)

(তুমি) কেন উদাসী, কাশিবাসী, ওহে কাশীশ্বর।
দুনিয়াটা যায় রসাতলে, রক্ষা কর হর।।
কামার কুমার ছুতার চাষা
ছাড়ল তার জাত ব্যবসা
চাকরি লয়ে বাবু ভাবছে কত বড়।
গায়ের মাটি শিল্প হলো মাটি
বাংলার মাটি হলো খাঁটি
কৃষি শিল্পে শিখাও মোদের
(তুমি) দেশকে তুলে ধর।
চাষ উন্নতি করতে হলে
চলবে না আর পুরাণ চালে
দেশ বিদেশের নতুন নিয়ম
আমদানি সব কর।

ঐ-পৃ-২৬১

চার-ইয়ারি

(১)

(ক)

প্রথম ঃ হায়রে ভাবছি কবে হবে মরণ যুদ্ধের শেষ

দ্বিতীয় ঃ চাটগাঁয়ে শত্রুর লক্ষ্য বেশ

তৃতীয় ঃ এই কি ছিল কপালে
আসাম জাপান কবলে

চতুর্থ ঃ তাই ভাবছি বসে ভাগ্যে কিবা আছে আর
মরছি একজনার তাপে

(খ)

প্রথম ঃ তারপর একজনে চাপে

দ্বিতীয় ঃ দেখে প্রাণ ভয়ে কাঁপে

তৃতীয় ঃ যুদ্ধ ঢোঁড় গহমা সাপে

চতুর্থ ঃ ঢোঁড়ার ফোঁস ফোঁসানি সার
গহমা করে দিবে সাবাড়

(গ)

প্রথম ঃ বুঝতে নারি কবে নিভবে এ আগুন

দ্বিতীয় ঃ কভু নিভবে না আগুন
আগুনের শিখা চর্তুগুন

তৃতীয় ঃ দেখে প্রানে হচ্ছে ভয়
ভারত ভস্ম সুনিশ্চয়

চতুর্থ ঃ তাই তো দেখছি চেয়ে দাড়ায়ে শিয়রেতে
এ যম অতি নিকটে

প্রথম ঃ ভারতকে গ্রাস করবে বটে

দ্বিতীয় ঃ মোদের যা ছিল অর্থ ধন

তৃতীয় ঃ বিদেশি করল সব শোষণ

চতুর্থ ঃ এ শোষণ হলনা হজম

তাই তো ফেলছে ও পরদম।

(ঘ)

প্রথম ঃ সোনার ভারত হায়রে পুড়ে হল শশ্মান

দ্বিতীয় ঃ তাইতো কণ্ঠাগতি প্রাণ

এ দুঃখের নাইকো অবসান

তৃতীয় ঃ আর সয়না পাপের বার

যত অন্যায় অবিচার

চতুর্থ ঃ তাইতো আছি এমন সুখে নিত্য অনাহার

ধন্য রক্ষকের কীর্তি।

(ঙ)

প্রথম ঃ করি সবে ভিক্ষাবৃত্তি

দ্বিতীয় ঃ নিজের হাতে কিছু নাই

তৃতীয় ঃ তাইতো পরের মুখে চাই

চতুর্থ ঃ যিনি রক্ষক হন সবার

তাকে রক্ষা করাই ভার।

(২)

ইন্দিরা গান্ধী ঃ করে বাংলাদেশের মুক্তি, নিজের চুক্তি, যুক্তি

সারে করেছি নিজে কাজ।

মুজিবররহমান ঃ বাংলাদেশ ভুলবে না তোমায়, থাকতে

বাংলা সমাজ।

জুলফিকার আলি ভুট্টো ঃ আমি লড়ে দেখব একবার,

করতে প্রতিকার।

উচিত বক্তা ঃ সেই দুধে দই জমবে না আর

খেলে খাওয়া হবে তোমার সার।
যতই লাফান ঝাপান, আরাতরপান
সব হয়ে গেল বেকার।।

(খ)

ইন্দিরা গান্ধী ঃ যত রকম সাহায্য দেবার, যা হয় দরকার,
দিয়ে যাব তার হবে না কোন আন।

মুজিবর রহমান ঃ থাকতে জীবন রাখবে বাংলা তোমারই সম্মান

জুলফিকার আলি ভুট্টো ঃ সহায় চীন, আমেরিকা—ভয়ের কারণ নাই

উচিত বক্ত ঃ সেই গুড়ে বালি পড়েছে ভাই
বন্ধুরা সব হবে না সহায়—
ভিয়েত নামের মুক্তি আমেরিকা দিল
পড়ে দেখ সবার ঠেলায়।

(গ)

ইন্দিরা গান্ধী ঃ বিশ্বের সকল দেশ মিলে, স্বীকৃতি দিলে, মেনে নিলে
সবাই বাংলাদেশের বিধান

মুজিবর রহমান ঃ নির্বাচনই দেখিয়ে দেবে এর সঠিক প্রমান।

জুলফিকার আলি ভুট্টো ঃ সৈন্যদল না হলে ফেরান, স্বীকৃতি দিবে না পাকিস্তান।

উচিৎ বক্তা ঃ পাকিস্তান ধুয়ে মুছে হবে সাবাড়, চারিদিক ঘিরে ভাঙবে তোমার ঘাড়,
দেখ সীমান্ত গান্ধী,

ইন্দিরা গান্ধী — ভারতের প্রধানমন্ত্রী

মুজীবুর রহমান— স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী/পূর্বপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী

জুলফিকার— অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

উচিত বক্তা— সাধারণ জনগন।

(৩)

(ক)

১। অজয় মুখার্জী ঃ এবার ফসল ভাল হবে সবাই খাবে
সে দিনের আর বেশী দেরী নাই।

২। জ্যোতি বসু ঃ কৃষক শ্রমিক সুখে থাকুক
এটিই দেখতে চাই।

৩। জাহাঙ্গীর কবীর ঃ ভারত ক্রান্তিদলে যোগ দাও সকলে।

৪। বাঙালী ঃ তোদের দল তন্ত্রই হল সার
দেশবাসী শুধু করলে হাহাকার
অষ্টমাসে অষ্টরম্ভা যুক্তফন্টের উপহার।

(খ)

১। অজয় মুখার্জী ঃ বাংলা কংগ্রেস করেছে অশেষ
দেশবাসীকে বাঁচাবার।

২। জ্যোতি বসু ঃ কর্মচারীদের বেতন আমার মতন
কেউ ছিল কি বাড়াবার?

৩। জাহাঙ্গীর কবীর ঃ কমিউনিস্টদের জ্বালায় মোদের মন্ত্রী থাকা দায়

৪। বাঙালী ঃ দলে দলে করিস বিবাদ গদী রাখবারতরে
এই গদীর মোহ ছেড়ে মোদের দেখবি কি প্রকারে
দুর্ণীতিমুক্ত করবি শাসন দূর হবে প্রবলের শোষণ
এই আশাতেই দেশবাসী তাড়িয়ে ছিল সব কংগ্রেসী।
আজ আটমাস পরে সত্য করে বলতো কি বা ফলল
ফল্
খাদ্য সমস্যা দিনে দিনে প্রবল।

(গ)

১। অজয় মুখার্জী ঃ দেশবাসীর সেবা ছাড়া আর করবো কিবা
এই পরিনত বয়সে।

২। জ্যোতি বসু ঃ মজুতদারী ধনতন্ত্র খতম কোরবোই শেষ

৩। জাহাঙ্গীর কবীর ঃ মোদের দলে সারা দেশে শান্তি আনিবে

৪। বাঙালী ঃ চোদ্দ দলেরই চোদ্দদশা
বাঙালীর আর নাইকো ভরসা
খেতে পাবো ভালো থাকবো নির্মূল হল সব আশা।
অর্থমন্ত্রী দাঁড়িয়ে শূন্য অর্থভান্ডার নিয়ে
রাইটার্স বিল্ডিং বিক্রী হবে সরকারী দেনার দায়ে।
কর্মচারীরা পাবে না বেতন, বেড়ে হল যন্ত্রনা
ঘেরাও লুটপাটও হল পুলিশ গুলিও চালালো
খাদ্যমন্ত্রীর খাদ্য অনবদ্য — অনাহারে মরে দেহ।
এদের দ্বারা হবে না পাপের শেষ।

ক্ষেত্র সমীক্ষা, প্রশান্ত শেঠের কাছ থেকে, কুতুবপুর, মালদা। ১৮/৮/১৪ - ঐ

(৪)

(ক)

ব্রাহ্ম ঃ গেল এবার জীবন যে মহারণ
বেঁধেছে ভূ-মন্ডলে।

জৈন ঃ অহিংসা পরম ধর্ম মোর যায় রসাতলে।

মুসলমান ঃ বিধি হল বাম তাই এই ভীষণ সংগ্রাম

হিন্দু ঃ এসব কৃতকার্যের পরিণাম
হল বোধ হয় যুগের অবসান
ভাবি কত দিনে মহারণে পাবো মোরা পরিত্রাণ।

(খ)

ব্রাহ্ম ঃ আমার এক ব্রহ্ম ব্রাহ্ম ধর্ম
দ্বিতীয়ে বিশ্বাস নাই

জৈন ঃ জৈন আমায় বলে সকলে রই জীর্ণ উপাসনায়।

মুসলমান ঃ আমাদের ধর্ম ইসলাম জাতি মুসলমান

হিন্দু ঃ পরম সনাতন হিন্দু সন্তান
সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ভগবান
তিনি হয়েছেন রুষ্ট তাইতো কষ্ট
ওষ্ঠাগত সবার প্রাণ।

(গ)

ব্রাহ্ম ঃ ভুলে ধর্ম অধর্ম কর্তব্য কর্ম
কর সম্রাটের সাহায্য।

জৈন ঃ থাক না রাজা লন্ডনে এ তো মোদেরই রাজ্য

মুসলমান ঃ নিজ রাজ্য রক্ষায় দ্বিধা কেন ভাই

হিন্দু ঃ একবার হও যদি সব আগুয়াণ
দেখি কেমন জাপান আর জার্মান
তাদের যত গর্ব করব খর্ব
নইলে দিব আপন প্রাণ।

- পূর্বোক্ত

(৫)

চারইয়ারি

কংগ্রেস নেতা — আমি একজন রাজ্যহার বঙ্গেশ্বর

জনসংঘ নেতা — আধাঁরে রইলে ঘরে, স্বাদ পেলেনা আলোর

আই.এল.ডি. এস নেতা — সুখের জোড়া পায়রা গেল উড়্যা

সাধারণ মানুষ — ও ভাই দেখবি এদিক ওদিক আয়
ফাঁদে পইর‍্যা বগ্যা কাঁদে হায়

এরা দেখাচ্ছে ঘু,-ঘু ফাঁদ দেখ্যানি
বাইরত কাত্তা বরাই।।

(খ)

কংগ্রেস নেতা — আমার সাধের সাজান বাগান শুকিয়ে গেল
জনসংঘ নেতা — আচমকা ঝাড়ে প্রদীপটিরে নিভাইয়া দিল
আই.এল.ডি. এস নেতা — আমার মুখে নাই শব্দ জামানত জব্দ
সাধারণ মানুষ — আর কি হবে ভ্যাইবা ভাই
গলদ ছিল তোরে গোড়ায়
ঘরের দুষমন সাধু বিভীষণ
রামায়ণে পাউন নাই।

(গ)

কংগ্রেস নেতা — আমি আজীবন কাটায় জনগনের সেবায়
জনসংঘ নেতা — হিন্দু মায়ের ছেলে আমি হিন্দু আমার ভাই
আই.এল.ডি.এস নেতা — আমাদের ধর্ম মানুষের সেবা ধর্ম
সাধারণ মানুষ — তোমাদের সারমর্ম্ম বুঝেছে মানুষে ভাই
তাইতো তোদের কাঁচ কলা দেখায়
খুব খাওয়ালি আলু কলা
মনে করে দেখনা ভাই।।

(ঘ)

কংগ্রেস নেতা — আমি থাকব না আর নিমক হারাম বঙ্গে
জনসংঘ নেতা — বাংলার হিন্দু বেজায় ঠাট্টা করল আমার সঙ্গে
আই.এল.ডি.এস নেতা— আমি নইতো শিয়াল রাখব বোয়াল
সাধারণ মানুষ — চোয়াল বেড়িয়ে যাবে ভাই
গোয়ালে আর আর গরু তোদের নাই
দুখ খাবি কোন গরু মায়ের

বলদের আর দুধ নাই।।

সংগ্রহ, পুলকেন্দু সিং, মুর্শিদাবাদ

(৬)

চারইয়ারি

আমানতকারি ঃ হায় কি হলো রে ও কি করব রে
কি হবে উপায়? চিটফান্ডে ট্যাকা রাখ্যে
পড়েছি সমস্যায়।

সুযোগসন্ধানি ঃ চিট্‌ফান্ডে যখন লাগ্যেছে কাজিয়া
ঢুকে যাছি সবজ্ঞান লিয়া
ল্যাপটপ, এসি খুলে লিছি
বেচে দিছি সস্তায়।

পোষ্টাল এজেন্ট ঃ আমাদের ধান্দা একেবারে মান্দা

চিট্‌ফান্ড এজেন্ট ঃ হামার মটর সাইকেল লিলে কাড়হা
প্রেমিকা ওরে হামাকে গেলো ছাড়্যা
গেল আম ছালা ও গ্যালো
বাঁচব বলো ক্যামন কর্য্যা।

(বানান অপরিবর্তীত)

—ক্ষেত্র সমীক্ষা, অমর মণ্ডল, ১৫.৬.১৪, মালদা,

(৭)

লটারী বিক্রেতা ঃ সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে লটারি সত্য
শত শত লোক্ষপতি।

ইঞ্জি নিয়ার ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে টাকার জোড়ে হলাম কোটিপতি

কনট্রাক্টর ঃ আমরা দুজনাই সমান
জম্বু-হনুমান।

বেকার গ্রাজুয়েট ঃ তোমরা এসে বি.এ. পড়না হে
চাকরি পাওয়া কি কঠিন ব্যাপার
আমি পড়ে বি.এ. পেটের দায়ে
ভাঙ্গছি কত লোকের ঘাড়।।

(খ)

লটারি বিক্রেতা ঃ হয়োনা নিরাশা
লটারির উপর রাখ ভরসা
এই হবে সার।

ইঞ্জিনিয়ার ঃ আমরা দুইজনে মিলে
পেমেন্ট বিনে ভাই
করি ভাগ বাটোয়ারা

কনট্রাক্টর ঃ রাস্তাঘাট আর কালভার্ট
এদের বদলে দিই-ঠাট-বাট।

বেকার গ্রাজুয়েট ঃ এরা চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
অফিসারদের তাতে লক্ষ্য নাই
এরা যা বোঝায় তাই বোঝে
থুথু দিয়ে ছাতু মাখা চাই।।

(গ)

লটারি বিক্রেতা ঃ কত গরীব লটারি পেয়ে
বড় লোক হল
বড় বড় ব্যবসা ছাদল
সুখে দুবেলা খেয়ে বাঁচল
না করে ছল জুয়াচুরি।

ইঞ্জিনিয়ার ঃ এ যুগে বাঁচতে গেলে
মিলে মিশে করতে হয় চুরি

কনট্রাক্টর ঃ পাঁচশো বস্তার কাজ
দুশোতেই সারি।

বেকার গ্রাজুয়েট ঃ পেটের দায়ে অপরাধ করলে
পুলিশ ভাই নিয়ে যাই জেলে
এদের সাথে গলায় গলায় পিড়িত
মোদের কথা শুনলে কেবল জ্বলে।।

—ব্যক্তিগত সংগ্রহ, প্রশান্ত শেঠের কাছ থেকে (বানান অপরিবর্তীত)

ডুয়েট

(১)

বেকার স্বামী ও চাকুরে স্ত্রীর কলহ

স্ত্রী ঃ লাভ ম্যারেজ করে সারা জীবন ধরে
জ্বলে মরলাম হায়!
আস্ফালন তার শোভে কি যার
একটি পয়সার মুরাদ নাই!

স্বামী ঃ এ কথা ভাবোনি তখন
বিয়ে করেছিলে যখন,
বাসায় ডাকিয়ে চিঠি পাঠিয়ে (কত) প্রেম নিবেদন
তোমার তরে বাপ-মা ছেড়ে আমার এমন দশা হায়!

স্ত্রী ঃ হুজুর বলে ডাকবে
চলবে হুকুম তামিল করে
এদিক ওদিকে চললে দিব চাকরী খতম করে
তখন টো টো করে মরবে ঘুরে খাবে কি বল আখার ছাই।

স্বামী ঃ সরকারে যায় বলিহারী
এ যুগে আমারাই আনাড়ী
পুরুষেতে পায় নাকো কাজ চাকরী পায় নারী
এরা ছেড়ে হাঁড়ী, দুলিয়ে শাড়ী সব কাজই দখল করতে চায়।

স্ত্রী ঃ শক্তিস্বরূপিনা নারী
ইংলিশ চ্যানেল দিচ্ছে পাড়ি
হাতী নেয় বুকে রেবা রক্ষিতে দেখ বাহাদুরী
এই দেশের নাট সাহেব নারী আরো কত প্রমাণ চাই।

স্বামী ঃ আমার মত আছে যারা বেকার
আগে করতে শেখো রোজগার
তারপরে লাভ ম্যারেজ্ব করো নৈলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার

স্ত্রীর রোজগারে ভরসা করলে আমার দশা হবে হায়।

স্ত্রী ঃ এতকাল ছিলে উপরে
নামিয়েছে স্বাধীন সরকারে
শাসন গর্জন চলিবে না আর পত্নীর উপরে
ভাল না লাগিলে যাব চলে— পতির মোদের অভাব নাই।

সংগ্রহ - ড. প্র.ঘোষ, মালদা

(২)

পুরুষ ঃ আধুনিক যুগের নারী তোদের সেলাম
তোরা মোদের পেয়ে সোজা চাপিয়ে বোঝা করছিস গোলাম।।
আধুনিক যুগের নারী তোদের সেলাম, তোদের সেলাম।

নারী ঃ হয়ে আধুনিককার স্বামী তুমি থাকছ 'ওল্ড ফ্যাসান'
মদ মাতালের সঙ্গে গাইছো গম্ভীরা গান
যার নাই কোনও সম্মান।
দেখ গাইছি আমি পপ ভাঁঙ্গারা আর 'ডিস্কো বিটে
জনতা উঠছে মেতে, করছে সম্মান, দিচ্ছে সেলাম।।

পুরুষ ঃ দুদিনের বৈরাগী হয়ে ভাতকে বলিস অন্ন
তোদের পপ ভাঙ্গারা বেঁচে আছে লোকগীতির জন্য
তোরা সব হয়েছিস বন্য।
কবিগুরু আর সুভাষ, চেখে এর শ্বাস, করেছে নাম
মালদাকে দিয়েছে সম্মান রেশম গম্ভীরা আর ফজলি আম।

স্ত্রী ঃ এতই যখন গম্ভীরা নিয়ে করছ ভাবনা
ইয়ংচ্যাপ'রা কেন এগিয়ে আসেনা
অন্যদেশে লোকসংস্কৃতির আছে তরিজুত।
গম্ভীরা নিয়ে কেউ ভাবো না সবাই শুধু রাজনীতির গোলাম।

ক্ষেত্র সমীক্ষা, রবিশংকর ঘোষের কাছে প্রাপ্ত, মালদা।

(৩)

ক্রেতা ও বেগুনবালি

ক্রেতা ঃ বেগুনবালী নাম্‌হা ডালি
দেখিও তোর বাইগন
নবাবগঞ্জ কি আছে
চাঙ্গা বাইগন?
বেগুনবালি...

বেগুনবালি ঃ লিবি লে দেরি করাস না
যাব বাবু পাড়া
এ বাইগন বেচবো টাকা জোড়া।

ক্রেতা ঃ বেগুন কানা লিব না
খুল্যা দেখা না
কইরবো টে লয়া-লবান
বাগুনেরকি লিবি তুই দাম

বেগুনবালি ঃ শুনেক ছোঁড়া তুই আমারকাছে
আগে আয়গে রে বাজার যাইচে
মুখ লাড়্যা কথা বলিস পাচ্ছে
বাগুন আছে তাজা আছে খিঁচা
নাইখো রে কানা—খোদ্‌রা।

ক্রেতা ঃ এমন কোন বাবু আছে জানা
দর করে না তোর বাগুনে
তোর দরে ল্যায় আদর করে।

বেগুনবালি ঃ ক্যারিং-এর ম্যানেজার বাবু অনিল রায়
সায়েদ মিয়া, জিয়া উকিল যে ল্যায়

দীলসুক মাড়ওয়ারি আর ধরমু চাঁদ যে ল্যায়
আবার দ্বারকা বিহানী করে টানাটানি
রাখবে বেগুন বিছন কর‍্যা।
এই বাইগন বেচবো টাকা জোড়া...

সংগ্রহ, পুষ্পজিৎ রায়, মালদা।

(৪)

নিরক্ষরতা অভিযান

জামাইবাবু ঃ সুনীতা, শুন হামার একটা কথা
দিস না বক্তৃতা
হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে
সন্ধ্যার পরে
আসি ঘরে
ক্যামনে করি লিখ্যা পড়্যাটা।।

শালি ঃ কেরালায়
এর্নাকুলাম জেলায়
সরকারি প্রচেষ্টায়
সবাই সাক্ষর
কেউ সেখানে নাই নিরক্ষর
সেখানে কর্মরত
চাষী-মজুর
তোমাদের মতো
(সেথা) দূর হয়েছে নিরক্ষরতা।

জামাইবাবু ঃ গাঁয়ে ইশকুল খুল্যায়ে
শিক্ষা দিচ্ছে

শুন্যাছি কানে
কোনদিন করে না ইশকুল
মোদের মাস্টার গানে
সরকার বৃথা বেতন গুনে।
এসব মাস্টার মশাই
করে বেতন আদায়
ডিউটির দরকার নাই
দূর করবে এরা নিরক্ষরতা।

শালি ঃ বহু মাস্টার
ডিউটি করে না
সত্য ঘটনা
(আবার) বহু ইশকুলে
বহু গ্রামে
ছাত্র জুটে না
এটাও সত্য ঘটনা।
জনমানসে
শিক্ষা বিকাশে
চেতনা জাগাতে
চাই গ্রামবাসীর সহযোগিতা।

জামাইবাবু ঃ লিখাপড়্যা
শিখ্যা কিবা
হবে উন্নতি
হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম
অবাব অনটন
চাষীর নিয়তি।

গরীবের এই তো নিয়তি।

লিখাপড়্যা শিখ্যা

কলম ঘুসতে যাব না

অফিসেতে

শিক্ষাতে নষ্ট হবে সময় বৃথা।

শালি ঃ যতদিন নিরক্ষরতার

থাকবে অন্ধকার

ভারতবর্ষে

ঘুচবে না কুসংস্কার

পরিবার-পরিকল্পনা

সফল হবে না

এই ভারতে

ঘুচবে না অস্পৃশ্যতা।

জামাইবাবু ঃ টিপ সহি দিয়্যা

লিলে ঠকিয়্যা

আমার জমিটা

চড়্যা সুদে

চল্যা গেল বাস্তু ভিটাটা

মুলে হামার মূর্খতা

শিখব লিখ্যাপড়া

দেখছি ক্যামন কর্যা

ঠকায় মহাজন

রুখব মহাজনের শঠতা।

ক্ষেত্র সমীক্ষা, প্রশান্ত শেঠের কাছ থেকে। ১৪.৪.১৪, মালদা

(৫)

দিদিমা বনাম নাতনি

দিদিমা ঃ আজ হয়নি মন্দ কিন্তু মন্দ হচ্ছে সে আমার মনে
শুধু সেমিজ পরে ঢ্যাং ঢ্যাং করে
চড়তে চল্লি কোন বনে।

নাতনি ঃ তুমি সেমিজ বলো কাকে
এটা ম্যাক্সি— আমেরিকে
ফরেন কাটি—নাইস-ফিটিং
ইয়ংকে দিই ভড়কে (দিস ড্রেসে)
মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বে ক্যালকাটার সঙ্গে
অলওয়েজ রেডি কমপিটিশনে।

দিদিমা ঃ বাঙালির মান ইজ্জত খোয়ালি
দেখিয়ে বিলাতি ছেনালি
ইতরামি নোংরামি-দেশটাকে
তোরাই ডোবালি।
সীতা সাবিত্রীর দেশ করলে শেষ
তোদের কুচাল চলনে।।

নাতনি ঃ ধর্ম্মো কথা বলোনা আর
তোমাদের ছিরি কেষ্ট অবতার
কত লীলা করেছিল সবি জানি তার
ষোল শো গোপিনী নিয়ে
লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে
কি খেল দেখায় বৃন্দাবনে।।

দিদিমা ঃ কার সঙ্গে করিস ট্যালি

আমার বনবালী

প্রেম করেছে মন ভরেছে

সেজে কৃষ্ণ কালী।।

সেই কৃষ্ণ গুনধর

মুরারী মনোহর

তার গুন শুনবি তো চল্ কীর্ত্তনে।।

নাতনি ঃ তারচেয়ে চলো দেখবে যদি ক্যাচার

একবার দেখলে চাইতে দেখতে বারবার,

ঠান্ডা মনকে গরম করে আহা কি!

সাজের বাহার উর্ব্বসী কিন্নরী

খাবে হুমরি মত মাতানো বস্ত্র বিপ্লব নর্ত্তনে।

দিদিমা ঃ নোংরা ন্যাংটা নাচে

বিষ ছড়াবে সমাজে

ধ্বংস করল দেশের কৃষ্টি

দুষ্ট মগজে

যত কুনাটক সিনেমার

তোদের চিবিয়ে খায়

শত্রু আর শয়তানে।

সুস্থ সংস্কৃতি রক্ষা করতে

নামতে হবে আন্দোলনে।

— সংগ্রহ, দোকাডি চৌধুরী, পুলকেশ সিং, মালদা

(৬)

ইংরেজী কলহ

নারী ঃ টেক কেয়ার ফরদি ফিউচার
নেচার তোমার খুব রাবিশ
চড়িয়ে ভাঙ্গবে দাঁত দুপাটি
মাইন্ড দ্যাট রে—ফুলিশ।

পুরুষ ঃ রুখ লেকচার আর হট টেম্পার
মাই সিসটার দিদিমনি
বাইচান্স—একসিডেন্ট
কি হলো এমন—
খুব জখম তো হওনি।

নারী ঃ স্বাধীন যুগের আমরা লেডি
পরদাসীন নইতো বাঁদী
লেট ইটগো সমাজ বিধি
হলে ফ্যাসনে দিই মালিক

পুরুষ ঃ স্বাধীন যুগে তোমরাই ধন্য
আমরা পুরুষ অতি নগন্য
হাট গটগট করে— যেমন রণ বঙ্গনা

নারী ঃ লিয়া ট্রেনিং পেয়েছি—পাওয়ার
মিসলিড করিব নেভার
ফেমাস ফেমিলির আমি ডটার
কিয়ার ফলি কথা বলিস।

পুরুষ ঃ হাল ফ্যাসানে তোমরাই দড়
সাইকেলে চড়ে ঘোড়ায় চড়
আবার হারেমোনিয়ামে প্রাকটিস্ কর

সারে গা-মা-পা-ধা-নি।

নারী ঃ মোদের লিয়া করিস কালচার
বুঝবি কিসে নারী ক্যারেকটার
টার্ম মোদের ব্রাদার সিষ্টার
সরি কথা সত্যি জানিস।।

পুরুষ ঃ কিসের বালাই ডোন্ট কিয়ার
তাই ফ্রি গতি এভ্রি হোয়ার
ড্রেসিং পেনটিং ফুল কিয়ার
যেন বিলাত হতে আমদামী।

নারী ঃ নিট্ এ্যান্ড ক্লিন আরপরিপাটি
ফরদি দি হেলথ কথা খাটি
সেফ সাইডে ব্যাগ ভেনেটি
মানি মেটার কি কম জিনিষ।

পুরুষ ঃ শাড়ীর বাহার আর ব্যাগ
ভেনেটি বাহার ইনসাইড এমটি
নারীর ধরণ করলি মাটি
হায়ে রে বখা রমণী।

নারী ঃ ডিগ্রী লিয়া হব অফিসার
লক্ষ্মী সেজে মানবোনা তো আর
ডোন্ট টিটকারি লুক ওভার
কভার ফাঁকা তোরা থাকিস।

পুরুষ ঃ তোদের কথা বলব কি আর
সব ডিপার্টমেন্ট করেছ ক্যাপচার
হল তোদের প্রেসারে অস্তি ফ্যাকচার
তখন জংগলে দিব লং জার্নি।।

নারী ঃ শাস্ত্র পুরাণ সামনে ধরে মোদের করিস টিট্

ফ্রিডম মোদের লিয়ে কেড়ে
আকাশের গায়ে জাল বুনিস।।

পুরুষ ঃ তোমরা তাজা মাছে পোকা মার
আর বারা ভাতে মাছি মার
আবার কিলিয়ে কাঠাল পাকাতে পার
ড্রেন পথে কর রপ্তানি।।

নারী ঃ ফাইটিং এর ফল ভীষণ যেমন
আই শ্যাল টিচ হাউ এ গুন লেশন।
হেবিপাপে ঘটবে পতন
কেলে কাল নাগিনীর টেল টানিস।।

পুরুষ ঃ প্লিজ এক্সকিউজ ম্যাডাম মাইন্ড নট
মাই লেশন

—সংগ্রহ, উৎপল দাস, পুলকেশ সিং (লেখক কতৃক ব্যাবহৃত বানন অপরিবর্তীত)

টপ্পা বা রিপোর্টিং

(১)

ভোলা তোর তালাতো খুলবে না আর
জাপানী তালা শক্ত খোলা
চাবি পাওয়া বিষম ভার।

(২)

বিধি বড়ই নিদারুণ
মালদায় লেগেছে আগুন
ব্যারামের নাই আদি অন্ত
দেখিনি এমন বসন্ত
কেউ পরেনি বাদ খেয়েছে সাদ
সাদ খেতে সাধ থাকলো আমার।

(৩)

মালদার রামকৃষ্ণ মিশন
করলো কাপড় বিতরণ
যত ছিল বেওয়া রাঁড়ী
সকলে পেল বেশ সাড়ী
না পেয়ে সাড়ী কতক নারী বলে কেন
মরেনি ভাতার।

(৪)

বসন্ত বাড়ির আসে পাশে
ঢেকে দাও ভুঁই সবজী চাষে
রোজ তুলে রোজ তাজা খাবে
ভাতের অভাব দূরে যাবে
যদি বকরি দিয়ে চাষ হত ভূঁই

গরু কেউ কিনতো না আর।

(৫)

বড় আশা ছিল মনে
কলেজ হবে টাউনে
মালদার রথী মহারথী
সবাই উঠেছিল মাতি
শেষে উড়ে এসে কাক লাগিয়ে দিলে পাক
ক্ষতি হল গরিব গুরুতার।

— ক্ষেত্র সমীক্ষা, প্রশান্ত শেঠ, ১৫.৪.১৪, মালদা।

(৬)

ধন্যরে ধন্য সব যুগে গণ্যমান্য
অমলাতন্ত্র ধন্য রে তোরা
ইংরেজের দাস যাইনি অভ্যাস
দুর্নিতী ভরা।।

(৭)

ছিল স্বাধীনতার পূজারি যারা
নির্যাতিত তোদের দ্বারা তারা
বৃটিশ প্রভুর আদেশে মত্ত ছিলি ভাতীর দেশে
দেশে ভাইয়ের পিঠে মেরেছিলি কোড়া।

(৮)

ভারত হতে লাল মুখের বিদায়
এ ছাড়া আর তো কিছু বদলাই নাই
দুর্নিতী, চোরা কারবার— না কমে, দিনে দিনে প্রসার
যত করছে সরকার ব্যবস্থা কড়া।

(৯)

দুর্নিতী দমন ব্যবস্থার ফলে

টেংরা পুঁঠি পরে তোদের জ্বালে

রইু, কাতল, রাঘোব বোয়াল, পালাই টপকে তোদেরজ্বাল

বানিয়ে তোদের বোকা ভেঁরা।

(১০)

চিট্‌ফান্ডের শিকার দিকে দিকে রঙ তুলি দিব দিদিকে

কোটি কোটি টাকার ছবি এ্যাঁকে দিবে আমানত কারিকে

কোন চিন্তা থাকবে না আর

নিজস্ব সংগ্রহ, অমর মণ্ডল, ১৮.৪.১৪, মালদা

(খণ গান)

১

বন্দনা গান

১

হামরা করি বন্দনা বর্মা বিষুত মহেশ্বর তিন জনা।।

পুরুবে বন্দনা করি ধর্ম ঠাকুরের চরণ বন্দি।

তাহার চরণে হামরা পরণাম করি।।

উত্তরে বন্দনা করি কালী মায়ের চরণ বন্দি।

তাহার চরণে হামরা পরণামও করি।।

পশ্চিমে বন্দনা করি পির সাহেবের চরণ বন্দি।

তাহার চরণে হামরা সালাম করি।।

দক্ষিণে বন্দনা করি গঙ্গামায়ের চরণ বন্দি।

তাহার চরণে হামরা পরণাম করি।।

বন্দনা সমাপন হইল শুনেন দশজন।

এই আসরে গাইম হামরা ...... খণ।।

সংগ্রহ, ধনঞ্জয় রায়, কুশমন্ডি, দ.দিনাজপুর।

২

বন্দি হাম্‌রা রূপ সনাতন, প্রথমে বন্দেশ করি যতয় দেবগন

পূর্বে বন্দনা করি ধরম মায়ের দুই চরণ

তাহার চরণ করি মস্তকের উপর। (ক্রমান্বয়ে এবার উত্তরে কালি, দক্ষিণে গঙ্গা, পূর্বে - ধর্মঠাকুর, এবং পশ্চিমে-পির পয়গম্বর-এর বন্দনা করা হলে পালা শুরু হয়)

৩

ও আমরা বন্দিগো নারায়ণ
শ্রীকৃষত বন্দিয়া লৈনু যত দেবগন।
মরি আদি গুরুর চরণ বন্দি মস্তকের উপর
দক্ষিণ গুরু দুইতি বন্দি নিরন্তর।

মরি পুরুবে বন্দিয়া লৈনু ধর্ম নিরঞ্জন
উত্তরে বন্দিয়া লৈনু কালী মায়ের চরণ।
যার পশ্চিমে বন্দিয়া লৈনু পির পয়গম্বর
দক্ষিণে বন্দিয়া লৈনু গঙ্গাত্রী সাগর।
মরি গাও মধ্যে বন্দি লৈনু গায়ের গারাম
আসরে বন্দিয়া লৈনু দশ তনার চরণ।

—ক্ষেত্র সমীক্ষা, অফুল বালা সরকার, ১৮/২/১৫, কুশমণ্ডি, দ. দিনাত্পুর।

৪

এ কী হইল রে সোনার দেশত প্রকৃতি তাতিছে আগুনে,
বিষ্টি নাই বারি নাই অনাবৃষ্টিতে মরিলো যে গাঁও।
একী হইলো রে।।
আকাশে তো তল নাই ক্ষেতের ফসল মরি গেল রে।
হামরা কুনবা আত্তের কাথা কহিচু দিনাত আত্তর কাথা।।
মা, শীতল মাতি একি হইলো রে।
ক্ষেত ফাতিয়া চুর চুর হইলো রে।
তামাম বৃক্ষের পাতাগুলা অদের তাপে পুড়িলো রে।।
হায় হায় মাতিত শুধুই শুকনা পাতা মরি পড়িছেরে,
হামরা কুনবা আত্তের কাথা কহিচু, দিনাত আত্তর কাথা।
আকালে ক্ষুধার ত্বলায় মরি গেইলোরে নদারিগুলা।

ও হরিরে বহু নোক মারা গেইলো,
ও আত্ত তুই হে মোদের বাঁচা —
তুই হে মোদের প্রভুরে,
হামরা কুনবা আত্তের কাথা কহিচু, দিনাত আত্তর কাথা।।
আত্তর কৃপায় উত্তড় হইলো রে ভাণ্ডারের চাউল-ডাল।
দয়ালু আত্ত আমনাথ বাচালু হাত্তর হামীর প্রান রে।।
হামরা কুনবা আত্তের কাথা কহিচু। দিনাত আত্তর কাথা রে।।

— ঐ

৫

পুরুবে বন্দনা করি ধর্ম ঠাকুরের চরণ বন্দি
ধর্ম ঠাকুরের ছিরি-চরণে তনাই প্রনাম।
পশ্চিমে বন্দনা করি পির সাহেবের চরণ বন্দি
পির সাহেবের ছিরি চরণে তনাই প্রনাম।
উত্তরে বন্দনা করি দূর্গা মায়ের চরণ বন্দি
দূর্গা মায়ের ছিরি চরণে তনাই প্রনাম।
দক্ষিণে বন্দনা করি গঙ্গা মায়ের চরণ বন্দি।
গঙ্গা মায়ের ছিরি-চরণে তনাই প্রনাম।
আসরে বন্দনা করি দশ ঠাকুরের চরণ বন্দি
দশ ঠাকুরের ছিরি-চরণে তনাই প্রনাম।
শুন শুন তমরা দশ ঝন এই আসরে গাউনা হবে
আধিয়ার বিদ্রোহ তেভাগা আন্দোলন।

— ক্ষেত্র সমীক্ষা, খুশি সরকার, ১৪/৪/১৫, কুশমণ্ডি

৬

শুনেক দাউগে শুনেক বহিনাগে
এডস্ মরন ফান্দে উড়াই পরেন না

তুনি সুখত মন মাতিলে
ত্নবনত তমার বাচবা নাহা
শুনেক দাউগে শুনেক বহিনাগে
এডস্ মরণ ফান্দে উড়াই পরেন না।
একত বাউদিয়া একত বাউদিয়ানিত
গতরের না হয় যাহার সুখ
লিঙ্গ চাখলে ভেললা গতর গতরে
এইডস্ হবেই গতা ত্নবনতায় দুখ
শুনেক দাউগে শুনেক বহিনাগে
এডস্ মরণ ফান্দে উড়াই পরেন না।

— ক্ষেত্র সমীক্ষা, ঐ

৭

নিরকখরা দূর করিতে
সাকখরতে দেউরে মন
ওমন — মনরে —
নিরকখরা দূর করিতে
সাকখরতে দেউরে মন।

ঘরে ঘরে রব তুল
সাকখরতার আলই ত্নল
নিরকখর থাকব না কেউ
ত্নবন মরন কর পণ।
গেরামে গেরামে, যত পারা পরশী
হব মরা একই সাথী
লেখা পড়া শিখম মরা

কর সবাই একই পন
নিরকখরা দূর .... দেউরে মন।

সবাই মিলে দলে দলে
চল যাই-ভাই ইসকুলতে
কি গরীব কী মহাতন
নিরকখরা দূর .... দেউরে মন।

ক্ষেত্র সমীক্ষা -১৮/৬;১৫ ঐ

৮

শুন দেশের মানুষ
ছুয়াক পোলিও খিলাইতে না হবেন বেহুশ
ধরিলে পোলিও রোগ
জীবন হবে কাবার,
সেই তাংনি ছুয়াক
পোলিও খিলাবেন বার বার
খাইলে পোলিও ডোত
হবেনা লেংড়া খোড়া,
পোলিও মুক্ত দেশ
পাম হামরা পুরা।

ক্ষেত্র সমীক্ষা, ঐ

আলাকাপ

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অলকাপের বন্দনা শুরু হয় গম্ভীরা গানের মত শিবের বন্দা দিয়ে। এছাড়া অন্যান্য দেবদেবী পীর পয়গাম্বরের বন্দনা এবং আসর বন্দনাও হয়।

বন্দনা

(১)

বলি ওহে পশুপতি করি তোমায় মোর মিনতি।
দিবেন চরণ দুখানি ভরাবেন আপনি।।
বলি ওহে পশুপতি করি তোমায় মোর মিনতি।
দয়া করে এই আসর ভরাবেন আপনি।।
খাও হে আতপ কল ঘাড়ে দেখি ঝোলা
গলায় দেখি হাঁড়ের মালা ফণার বোঝা শিরে
ভোলা এস্যাছে দেশে, পুজা খাওয়ার ও আশে
অস্পষ্ট চ্যাড়ে দে গে এ্যাঁড়ার উপর চড়ে।।

ক্ষেত্রসমীক্ষা, উমেশ মন্ডল, ১৫/৭/১৪ ঋষিপুর, মালদা

(২)

ওমা ভবেশ্বরী তুমি মা ঈশ্বরী
দিয়ে চরণ তরী ভবে কর পার।
পড়িয়ে ফাঁপড়ে ডাকি মা তোমারে
এ ভবসাগরে নাই পারাপার।।
যান্ত্রিক হয়ে মাগো তুমি যন্ত্র বাজাও।
কণ্ঠে বসে মাগো সুবোল বলাও।।
তুমি আদ্যশক্তি তুমি ভগবতী
থাকে যেন মতি চরণে তোমার।।

ক্ষেত্র সমীক্ষা, ঘিনু প্রামাণিক, ১৮/৭/১৪ চাঁদপুর, মালদা

(৩)

জগৎজননী মাগে তারা
জগৎকে তরালি আমারে কাঁদালি
আমি কি মা তোর চরণ ছাড়া
জগৎজননী মাগো তারা।।
দিবা অবসান রজনিকালে
দিয়েছি সাঁতার শিবদুর্গা বলে।
মাগো জীর্ণ তরী, তুমি হও কান্ডারী
ডুবলো ডুবলো তরী ভবেরই তাড়া
মাগো জগৎ জননী তারা।
কোথায় মা তুই একর্ম শিখিলি
দ্বিজ রাম প্রসাদে দিয়ে সাড়া
মা হয়ে পাঠালি মাসিদের পাড়া
কোথায় গিয়েছিলি, একর্ম শিখিলি
মা হয়ে সন্তান হারা
জগৎ জননী মাগো তারা।

—মিহির ভট্টাচার্য, লোকশ্রুতি-১৯৯৯, পৃ-২৭৪

(৪)

মাগো বাক্‌বাদিনী জ্ঞান প্রদায়িনী
নমামী জননী বীনাপানি।
নাই কোন বুদ্ধি বল দেহ দেহ কণ্ঠ বল
ভরসা কেবল রাঙা চরণ দু'খানা।
মোরা মূঢ়মতি ওমা সরস্বতী
করো গতি মাগো সম্প্রতি
শ্রীপদ ভরসা করে নামি মাত্র আসরে

বীণা করে এসে দাড়াও গো বাণী।

– ক্ষেত্র সমীক্ষা, ঘিনু প্রামানিক, পূর্বোক্ত

(৫)

বন্দি বীণাপানি, বিদ্যাদায়িণী

শ্বেত সরস্বতী সরোজবাসিনী

কন্ঠে দে মা সুর লহরি

যন্ত্রে দে মা শব্দ মাধুরী

চিত্তে জ্বেলে দে জ্ঞানের প্রদীপ

বক্ষে শক্তি, জ্ঞানদায়িনী

বন্দি.....দায়িণী।

মন্দিরে তব আলোর বন্যা

বিশ্বমাতা স্বনাম ধন্যা

আমরা কয়জন করি নিবেদন

শ্রীচরণে রাখি মধুর বাণী

বন্দি.....দায়িনী

.....সরোজবাসিনী।

— মহবুবইলিয়াস,আলকাপগান, পৃ-৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(৬)

বাংলা মা তোর আকাশ মাটি জল

তোর গতর হৈতে এই মাটিতে

সুবাস বহে চিরকাল

বাংলা.....জল।

পরথমে বন্দিনু দশকোটি জনগন

শিরোদিগে বন্দিনু পর্বত হিমালয়

যার গতরের ঘামে দ্যাশের মাটি ভিজায়

ভাঠিতে বন্দিনু হামি বঙ্গোপসাগর
হরেক রকম মাছ জরম এ পানির ভিতর
দ্যাশ বিদ্যাশের জাহাজ নুঙ্গুর হয় বাংলার ঘাটে
আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা কুলি-মজুর খাটে
বাংলার ঘরে ঢুঁকার এই তো দরজা
এই ঘরের শোভা এই দরজার দশকোটি প্রজা
পুবেতে বন্দিনু চিক্যাস বাংলার আসমানে
চান্দির ল্যাহান চিক্‌চিক্যা রৈদ্‌ দ্যাশের জমিনে
পচ্চিমে বন্দিনু সোনা মস্‌জিদ তোহাখানা
এখ্যানে গাইড়্যাছিলো পীর-দরবেশে আস্তানা
ওপরে বন্দিনু আস্‌মান রহমান ভগবান
যার দয়ার গুনে লেখি আইজক্যার গান
তারপরে বন্দিনু হামার পায়ের তলার মাটি
যে মাটিতে গড়িলো পাক এই দেহ পরিপাটি
মাটি হামার দ্যাশের সোনা মাটি হামার মা
কুন্‌কালে কে ছুঁইলে হৈবো দশ কোটি সোনা
ভাবিদিনের ভাব্‌না বন্দিনু
দ্বন্দ্ব মন্দ হোক অচল
তোর গতর হৈতে এই মাটিতে
সুবাস বহে চিরকাল
বাংলা মা তোর আকাশ মাটি জল।

প্রাগুক্ত, পৃ-৪

(৭)

কেন মা শ্মশানে গিরিরাজ কুমারী
কেন মা তোমার এমন বেশ।

উলঙ্গ উন্মত্ত হয়েছো কি মাতো
নাই কি তোমার লাজের লেশ
অসুরের রণে জনম লয়েছো
অঙ্গের বসন মা কোথায় ফেলিয়াছো
মুন্ডমালা গলে ঝলমল ঝুলে
হাতে আসি মায়ের দীঘল কেশ।

— ড. ফণী পাল, আলকাপ, পৃ-৭৯, লোকসংস্কৃতি পরিষদ, মালদা।

(৮)

জয় জয় মা বাক্‌বাদিনীর জয়
জয় জয় ওস্তাদ তানসেনের জয়
জয় জয় খাজা মঈনুদ্দিন চিস্তীর জয়
জয় জয় ওস্তাদ ঝাকসুর জয়
জয় জয় সিরাজ মাস্টারের জয়
জয় জয় গয়ানাথ সরকারের জয়।

— অতসীনন্দ গোস্বামী, আলাকাপ, পৃ-৫৮, এবং মুশায়েরা, কোল।

অনেক সময় তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের মাঝে 'বোনাকানার জয়' বলা হয়। বোনাকানা হলেন বনমালি প্রামানিক। অনেকে মনে করেন ইনিই আলকাপের স্রস্টা।

(৯)

এসো মা সরস্বতী সর্বমঙ্গলা।।
তোমাদের নামের গুনে বেড়াই মোরা ত্রিভুবনে
দয়া করো দয়াবতী আমরা অবলা
এসো মা সরস্বতী...।।
তোমার আসরে বাজে ঢোলক ডুগি তবলা
তোমার আসরে বাজে হারমোনিয়াম বেহালা।।
জুড়ি বাজে তালে তালে এসো মাগো ছেলে দুলে

দয়া করো দয়াবতী...।।

— শক্তিনাথ ঝা, আলাকাপ, পৃ-১১৪ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল।

(১০)

শুনুন শুনুন বন্ধুগন করি নিবেদন
আলকাপের আন্দোলন করিল যে জন।।
তাহার চরণে আমি প্রণাম জানায়
ষোলজন ছাত্র দেশের মধ্যে রয়।।
সুবল কানা, সুবেদ আলি, গোপাল চন্দ্র দাস
ফিরোজ আলি, লাল মহম্মদ, মদন ও প্রকাশ।।
রবি, মঙ্গল, তারাপদ, গোপীনাথ দাস
সুশীল কুমার, লোহারাম আর মন্টু বিশ্বাস।।
এভাবে তো আরও অনেক জনা আছে
আপন আপন দলে তারা গান করে বেড়াচ্ছে।।
পঞ্চরসের দল গড়ে ঝাকসু ওস্তাদ গায়
বীরভূম মালদহে কত জেলায় যায়।।
গুরুর গুরু ঝাকসু যে ভাই বলিয়ে জানাই
আলকাপের আদি অন্ত তাহার কাছে পাই।।
এখন তবে বন্দনার হোল সমাপন
পালা গানের কিছু কথা করব আয়োজন।

— শক্তিনাথ ঝা, ঝাকসু, পৃ-৫৫, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতিকেন্দ্র, কোলকাতা।

(১১)

প্রথমে মোনাকসার বোনকানা আলকাপ গান করে রচনা।
তার পরেতে সুবেদার ভাই, বাড়ি তাহার মালদহেতে হয়।
তার পরেতে ঝাঁকসু সরকার নামটি শুনি, তার জঙ্গীপুরে বাড়ি জানি;

আলকাপেতে সে বিখ্যাত রে ভাই।।

জাগিরুদ্দীন যাহার নাম, তার নূরপুরেতে হয় গো ধাম;

ঝাঁকসু জগু এক সঙ্গেতে গায়।।

কার বা কতো করবো নাম, এবার সুনেন সুবল কানার গান

এই বলে ভাই, আমি দশের কাছে প্রণাম জানাই।।

ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসংগীতের ধারা, পৃ-১৭৮, ২য় খন্ড, গতিধারা, ঢাকা।

খেমটা / বৈঠকী

(১)

মাগো মা কোন গাঁয়ে বিয়ে দিলি

তোর জামাই ভালো বাসে না

মরা খাবার সময় খায়

কোথায় চলে যায়

কাজের সময় মরা আসেনা।

আমি বাপের বাড়ি যাব

আর না আসিব

আনতে গেলে আসবো না গো।

ক্ষেত্রসমীক্ষা, করুণা কান্ত হাজরা, ৬/৮/১৪ সুন্দরপুর, ভগবান গোলা, মুর্শিদাবাদ।

(২)

যার তরে অ্যাজ ঘর ছ্যাড়লাম্

তারে প্যালাম কই

পীরিতেরই জ্বালায় সখীরে

জ্বল্যা মল্যাম সই।। যার তরে...

হায়রে বিধি, একি রীতি

কে জানে হায় কোন পিরীতিরে,

ঘর ছ্যাড়্যা অ্যাজ পরের ঘরে,

পাগল হয়্যা রই। যার তরে...

অঙ্গ জ্বলে, পরাণ জ্বলে, নয়ন জলে ভরে,

তবু ক্যানে অ্যামন কোর‍্যা, তাখে মনে পড়ে,

হামার একূল ওকূল হয়্যা রই।। যার তরে...

ক্ষেত্রসমীক্ষা, দানেশ খালিফা, ২৫/৮/১৪ সুজাপুর, মালদা,

(৩)

ওটে সাফিনা হামার

কাদো ঘাঁটায় হোড়্ক্যা গেনু

নিক্যা হো'লোনা।

কুন্ দোষেতে আল্লা হামাক্

দিলে অ্যামুন্ যাতনা।।

তোর রূপে মোজ্যা ভারি

কোরণু কি যে ঝক্মারি

এখন জান্ বাঁচেনা, কপাল দোষে

উপায় কি করি।

তোর মুচ্কি হাসির ফাঁদে পোড়্যা

ঘাঁটায় খাড়ো তাল্ কানা।।

— কাদো ঘাঁটায়...

তোর ঘন কালো চুলে

আর কান বাহারী দুলে

তোর চোখের ঠারে ঠাট্-কুহুঁরা

আঁচ লাগ্যালো দিলে।

এখন যয়ানি মরদ্ মোরছি জ্বোল্যা

আনহার ঘরে বিছানায়।।

ক্ষেত্রসমীক্ষা, ম.কাশিম, ২৬/৮/১৪ মেহেরাপুর, মোথাবাড়ী,মালদা।

(৪)

কোকিলারে ডাকিস নারে আর
এখনও যে প্রভাত হয়নি
আছে অন্ধকার।।
ওরে তোর রবেতে জাগবে সবে
বন্ধু এসে ফিরে যাবে।
ব্রেথা নিশি জাগা হবে আমার।
মোর মিনতি রাখলো কোকিল
মোর মিনতি রাখ
আসিতেছে প্রাণ বন্ধু
বন্ধকর তোর রব।।
আজ বড়ো আনন্দের দিন
সারা রাত্রি হয়নি নীন্।
বন্ধু বিনে জীবন বেকার।।
এখনও যে প্রভাত হয়নি
আছে অন্ধকার।

সংগ্রহ, ড. শচীন বালা, মালদা।

(৫)

ওরে আমার নাইয়া
আজ উজানে চলরে মাঝি
তোমারি নাউ বাইয়া।
নদীর পথে কুলের ধারে
পাটের ক্ষেতে পাশে রে

আজ সাঁজেতে চলরে মাঝি
যাইব গান গাইয়া।
বধু আমার শুনলে গান
আসবে যে গো ধাইয়া
বধুরা দেখা পাইলে মাঝি
দিব আমার হিয়া।

— মঃ নুরুল ইসলাম, আলাকাপ, পৃ-২৭-২৮ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি, সংস্কৃতিকেন্দ্র

(৬)

স্বামী মরুক মরুক চাক্‌রী থেকে বাদ পড়ুক
নতুন যৌবনের স্বামী এলো নারে,
স্বামী মরুক মরুক।
বুকেতে কমল কলি বিছানায় মলিদলি
বালিশের সঙ্গে পীড়িত চলে নারে।
স্বামী মরুক মরুক।
বাড়িতে চাকর এ্যাকটা সে ব্যাটার বুদ্ধি মোটা
মাসী ছাড়া কিছুই বলে না রে।
স্বামী মরুক মরুক।।
সংগ্রহ, ড. ফনীপাল, মালদা।

(৭)

বীতি গায়িরে মোরে বারে উমারিয়া
যাবে মোরা ব্যয়েস ভেলা বার বর্ষা কাজী
বরো বরষকা।
তাবা মোরা ম্যান ক্যরা শাড়ী পিন্‌হেন্যেকা।
বীতি গায়িবে মোরে বাবে উমারিয়া।।
যাবে মোরা ব্যয়েস ভেলা ষোল বরষা কাজী

ষোল বরষা কা।

তাবা মোরা ম্যণ ক্যরা পিয়া সভা বলবেশ

বীতি গায়িবে মোরে বাবে উমারিয়া।।

যাবে মোরা ব্যয়েস ভেলা বিশ বরষা কাজী

বিশ বরষকা।

তাবা মোর ম্যণ ক্যর‍্যা লাড়কা খেলাবা কা

লাড়কা খেলাবা কা

বীতি গায়িরে মোরে বারে উমারিয়া।।

—ক্ষেত্র সমীক্ষা, মহঃ ইলিয়াস, চন্দপুর, মালদা

(৮)

সাধেরও বধূযা, লিল্যা মন্ চান্দুয়া

লীল আস্মানের তলে

লীল ঠেঁঠি কিনিয়্যা দিল্যা

ছাপা, সৈন্জ্যামুনির ফুলে

সাধের..... তলে

তোলার ব্যাসোর লাখে পরিনু

লোতুন ঠেঁঠি সাঁন্জে পিন্দিনু

সুন্দরী কলসি কাঁখে লিয়্যা

গেনু, লীল-যবুনার কূলে

সাধের .....তলে

সন যবুনায় উথাল পাথাল

প্রেম যবুনায় ঢেউ

চান্নি নিশি বাজায় বাঁশি

তুমি বিনা মা কেউ

সোনা-ফুল চিল্ মিল্ চিল্ মিল্

শঁশের ডোগায় ঝুলে

সাধের .....তলে।

সাধের বধূয়া, লীল্যা মন্ চান্দুয়া

লীল্ আসমানের তলে

লীল ঠেঁঠি কিনিয়া দিল্যা

ছাপা, সৈন্জ্যামুনির ফুলে

সাধের .....তলে।

মহবুব ইলিয়াস, নবাবগঞ্জের আলকাপ, পৃ-৫, পূর্বোক্ত

(৯)

রাধিকে রানু, কি জানো জাদু প্রেমের ভুবনে।

যৈবুন আগুন দাউ দাউ করে পিরিত অঙ্গনে।।

তোমার মাস্তুলে সপ্ত পালে রঙধনু রঙ উজান চলে

মনে গঙ্গায় ঢেউ উথলে হাইল ধরিবে কনুজনে।

জীবন কালি হৈল রে রাধমু একটু পিরিত লাগি,

লযবুন বন্দি রাজ-খোয়াড়ে সারা নিশি জাগি।

স্বপনে তোর সুরত চুমি তোর পিরিতের দাগী,

যৈবুন ক্ষয় হৈল রে রাধু তোরই কারণে।।

— ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসঙ্গীতের ধারা, পৃ-১৮০ ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত

ছড়াগান

(১)

(নকশি কাঁথার বন্দনা)

নবাবগন্‌জে বাড়ি
নামঃ শরীফ আব্দুল বারী
নক্‌শি কাঁথা ঢাকা শহরে
বিক্রয় করি।
নানান্‌ রংয়ের নকশি কাঁথা
হরেক রকম ডিজাইন আঁকা
বহুরকমারি।
নকশি কাঁথা ঢাকা শহরে
বিক্রয় করি
নবাবগন্‌জে.....করি।

আছে লাল সবুজ কালো
গোলাপি হলুদ আর ধলো
মেরুণ ফিরোজা নীল
আছে বট্‌ল বুলো।
আছে বারো রঙ্গা নক্‌শি কাথা
নক্‌শি সুন্দরী
নক্‌শি কাঁথা ঢাকা শহরে
বিক্রয় করি
নবাবগন্‌জে.....কবি।
আছে হরিণ নকশি কাঁথা
আছে শাপলা নকশি কাঁথা

আছে দোয়েল নক্‌শি কাঁথা
ইলিশ নক্‌শি কাঁথা আছে
কই সত্য কথা—
আছে গোলাপ গাভী হংসরাজ
তবলা বেহালা নক্‌শি আছে
তানপুরা এস্‌রাজ।

আছে বারো নক্‌শার নক্‌শি কাঁথা
নক্‌শায় আছে দ্যাশের কথা
নক্‌শি মাঠে জ্বল্‌জ্বল করছে
বারো কোটি ব্যাথা।
নেবেন গো নক্‌শি কাঁথা
নক্‌শি কাঁথা ঢাকা শহরে
বিক্রয় করি।
নবাবগন্‌জে বাড়ি
নামঃ শরীফ আব্দুল বারী
নক্‌শি কাঁথা ঢাকা শহরে বিক্রয় করি।

—বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা-চাপাই নবাবগঞ্জ, পৃ-৩৪৫-৪৬

(২)

ব্যাঙের কুর কুরাণে সর্প কভু ভীত নয়
কভু ভীত নয় মহাশয়, কভু ভীত নয়।

বর্ষাকালে ব্যাঙ বলে আমি ব্যবিষ্টার
আমার কাছে কি লাগে উকিল ব্যারিস্টার।
কেবল মনের আনন্দ তোর

বৃথাই করিস সরগোল, মনের আনন্দ তোর।

গরমকালে যাবি ভুলে পাবি না উপায়
ব্যাঙের কুরকুরাণে সর্প কভু ভীত না হয়।
বাঘ সাজিয়ে যাও বনেতে হইয়া বিড়াল
পন্ডিত কভু হতে পারে বনের শৃগাল।
ভন্ড করে গন্ডগোল হইতে সন্ন্যাসী
ঘুগরা বলে মাটি চেলে উল্টে দিবো কাশী
কেঁচো বলে হাইগা করবো ফিরোজ মিনার
তাকি কভু হতে পারে ওরে কুলাঙ্গার।

ও তোর তুইল্যা দিবো মূল জড়
একটুখানি সবুর ধর, তুইল্যা দিব মূল জড়।
কথায় কথায় বলবো হেথায় নাহি রাখি ভয়
ব্যাঙের কুরকুরাণে সর্প কভু ভীত নয়।

চোর যেমন ইচ্ছা করে সদাই অন্ধকার
রমণী যেমন ইচ্ছা করে বারুক অলংকার
বুড়ি যেমন ইচ্ছা করে হইতে যুবতী
রাখাল যেমন ইচ্ছা করে হইতে নৃপতি,
শিশু যেমন ইচ্ছা করে চাঁদকে ধরিতে
ন্যাঙরা যেমন ইচ্ছা করে পর্বত টপিতে
ও তোর সে সব বুদ্ধি খাটবে না,
ভুলাব ওস্তাদিপনা, সে সব বুদ্ধি খাটবে না।
আমাদের মতে এটি খেউড় গান।

সংগ্রহ, ড. ফনীপাল, মালদা।

(৩)

চোখের জলে বুকভেসে যায়
গান্ধী মরণে
ও সে, দিনের প্রদীপ নিভায়ে গেল
এ হিন্দুস্থানে।
আজ যদি তিনি থাকতেন ভবে
দেখিতাম গো আমরা সবে।
সেবিতাম তাহার পদে আমরা
সব জনে।
চোখের জলে.....
আমি ভগবানের নাম স্মরণ করি
বিরাহ ভাব প্রকাশ করি এই ভারত স্বাধীন যাহার বচনে।
শোনেন আমার মুখের বাণী
বলতে শিহরে পরাণ-ই হিন্দুস্থান নাম রাখিল যে জনে।।
নবাব সিরাজ পড়ল ধরা
হয়েছিল স্বাধীন হারা দু'শ বছর পরের অধীনে।।
রাজা কিংবা মহারাণী
গান্ধী বাক্য নিল মানি ছিল মেল ইংরেজের সনে
১৯৪০ ইংরেজিতে
লাগল এক বৈঠকেতে পাকিস্তানের দাবী কয়েক জনে।
স্বাধীনতার সংগ্রাম করে
কতজনা গেল মরে ক্ষুদিরামের ফাঁসী সে কারণে।।
আমি পয়ার ছন্দে বলে যাই—
গান্ধীর ঘটনা হেথায়
প্রকাশিয়া বলে যাই

পয়ার ছন্দে বলে যাই.....

স্বাধীনতার বীর গো বন্ধু চির বিদায় নিলে
আর ভক্তবৃন্দে ঘুরে দেখনু ঐ যে চিতানলে।
দেশের গন্ডগোলে হলুস্থুলে ষড়যন্ত্র হল,
প্রার্থনা সভাতে গিয়ে গান্ধীজী মরিল।
মারে অবিচারে রিভলভারে নাথুরাম মারাঠা
দুনিয়ার শোকের ঢেউ ভাসাইলে এই ব্যাটা।
শোকে দুনিয়া কাঁপে পাগল থাকে পৃথিবী সকল
আর চারিদিকে ভেসে বেড়াল গান্ধী গান্ধী বোল।
ভারত সেবার শোকে দিল্লীর বুকে উঠল হাহাকার
উপবাসে মাথা ঠোকে শোভা ধরেতার।
কান্দে জনে জনে সভার পরে বিড়লা ভবনে
বাহিরে নামাল লাশ যত ভক্ত জনে।
তীরে যমুনাতে চিতা দিতে সবে মিলে যায়
মুখে আল্লা নবি, হরিধ্বনি এক সাথেতে দেয়।
লরি সাজাইয়া লাশকে লিয়া পথে মেলা দিল।
জহরলাল আর কৃপালনি সঙ্গেতে চলিল।
প্যাটেল বলদেব লাটসাহেব বাম পাশেতে রয়
শোকেতনু অভিমন্যু রামধনূ গান গায়।
কোরাণ-গীতা ভারত পড়ে রামায়ণ বাইবেল,
গান্ধীর শবে যাত্রী যাবে ছাড়লে কত মেল।
কত রিক্সা গাড়ি, মিসাল কারি চলল সারি সারি
টমটমেতে লোক ধরে না রিজার্ভ চলে লরি।
চলে কেউ পায়দলেতে চিতা দিতে রাস্তা ঘাট জাম
নারায়ে তক্‌বীর দিচ্ছে কেউ দিচ্ছে আল্লা নাম।

বন্ধ দোকান পাট বাজার হাট পৃথিবীতে যত
রাজা মহারাজা ভক্ত প্রজা মিলে দলে দলে
কত আলেম ফাজিল পুরুত ঠাকুর শোভা ধরে চলে।
লোকে লোকারণ্য কেউ নই ভিন্ন সব জাতি সমান
আর মৃত্যু শয্যায় শুয়ে গান্ধীকে করিল প্রণাম,
চিতা সাজাইল লাশকে দিল আগুনেতে পুড়ায়ে
আর ভস্মবেশে বাহির করে কইলা গোঁসাইয়ে।
যত হাড্ডি পাঁজর ঘি দিয়ে আগুনে পুড়াল
রেলগাড়ি আর উড়োজাহাজ দিল্লীতে পাঠালো।
খানিক ভস্ম নিতে রেডিওতে কত খবর হল
আম্‌রিকানবাসী না পাইয়া মর্মাহত হল।
কত সাধু ফকির করে জিকির মহাত্মাজীর কারণ
কলকাতা জিয়ারত করে না খোদা ইমাম।
শোনেন তারপরেতে এই ভারতে তীর্থ যত ছিল
মহাত্মা গান্ধীর ভস্ম সবাই বিসর্জনে দিল।

— অতসীনন্দ গোস্বামী, আলাকাপ, পৃ-২৫-২৬ এবং মুশেয়ারা

(৪)

ভোলা তুই পালা নিজের ঠিকানায়
চোরাচালান কালোবাজার ছেয়ে আছে দ্যাশটায়
ভোলা ....ঠিকানায়।
ভাং ধতুরার নেশায় তুমি হইয়াছো জর জর
দ্যাশের মানুষ সবাই বেহুঁশ তোমা বরাবর
আক্‌কাইলটাকে সামাল রাখো
দ্যাশটার দিকে চাইয়া দ্যাখো।
তুমি রয়েছো চিৎপাত

কিসব হচ্ছে বাজিমাত.....হে

তামা কাঁসা সোনা চাঁদি

পাচার হয় খোদ বিদ্যা-বুদ্ধি।

নারী পাচারের ঘটনা

এতো সবার আছে .....হে

এলাচ মস্‌ল পোস্তদানা

ইলিশ মাছের সব ঠিকানা।

যতো কাপড় পলিষ্টার

ভোজ্য তেলে হচ্ছে তো পাচার.....হে

নেশা খেয়ে আঁখি বন্দি

জেগে ঘুমাও তারই ফন্দি।

এসব তোমার কুমন্ত্রণা, দ্যাশে জানে সর্বজনা

ভোলা পাচার হয়ে আসছে যতো রকমারি মাল

বর্ডার পাহারা দ্যায় কাহারা

কোথায় তোমার খাল্‌.....হে

গরু মহিষ চামড়া চিনি

ধান আটা লবন আমদানি।

আসছে রবি-শস্য ডাল

.....

দিয়াশলাই আগরবাতি

আরও আসছে কতো কি।

তোমার সিদ্দি ঝোলা সাটো

তুমি কৈলাস পথে হাঁটো

ওহে ভোলা কত জ্বালা

ওহে ভোলা কতো জ্বালা আছে তোর সিদ্দি ঝোলায়

ভোলা তুই.....ঠিকানায়।

এটি রিপোর্টিং ধর্মী আলকাপ

ক্ষেত্র সমীক্ষা, উমেশ মন্ডল, ১৩/৯/১৫ চাঁদপুর, মালদা।

(৫)

চুলকানির ছড়া

শিবো হে মলাম মলাম হে চুলকানির জ্বালাতে
শালা এমনি বেইমান রাখেনা মান
চুলকায় সব জা'গাতে।
শিবো হে মলাম মলাম হে চুলকানির জ্বালাতে।।
চুলকে দিয়া ছিলকা উঠ্যা হয়ে গেল ঘা
ঘেরে নিল দুই পুঠ্যা (পাছা) আরগোটা গা
বাকি তো আরনাই হাত আর পা।।
কাপড় লাইগা পড় পড় করছে পারিনা ছুটাইতে
শিবো মলাম মলাম হে চুলকানির জ্বালাতে।।
উঠিছে ফুসুরি ফুসুরি ঠিক যেন মটর মুসুরি
দু-একজন হতেই ঘেরে নিল গোটা বাড়ি
শিবো হে উপায় বা কী করি।।
বলি গো উপায়ের কথা—
কত খেলাম নিমের পাতা কত চন্দ্রমূলের জড় খাইলাম
গাধিলার তরকারি
তাও যায় না কো সুড়সুড়ি।।
বলেছিল মহাদেব সিং খাটি সর্ষের তেল
মাড়িও তাতে একটু দিও হিং তাতে মরলে ঘোড়ার সিং।।

শেষে পরমা চাচি বলেছিল গরুর খিচ লাগাইতে

শিবো মলাম মলাম.....।।

শিবো হে চুলকানির এত জোর

ছোট ছোট ছেলের করল ওর

চুলকানির বিষে হয়েছে কাতর।।

শিবো আরেকটি খবর

ছোট ছেলের ইয়ে ফুলে গিয়ে পারে না মুতিতে।

মলাম মলাম হে চুলকানির জ্বালাতে।।

— সংগ্রহ, শক্তিনাথ ঝা, মুর্শিদাবাদ।

(৬)

কাজলা বিছানা,

বিছানা ফেল্যাটে কাজলা দোড়্ দিও না।।

লয়া ঘর, লয়া ভাতার, লয়া কুটুম বাড়ি

বিহা হোল তুম্হার কাজলা,

পিনহ্যা তাঁতের শাড়ি

কাজ্লা ছি, ছি, ছি, ছি,ছিঃ

সিলকেট শাড়ি পিহ্ন্তে দিল্যাম

পিহ্ন্তে জানল্যানা। কাজলা.....

দ্যাওরা তুম্হার রসিলাটে

পান মুখে দিয়্যা,

রসের কথায় কুঁহুরা কারে

খাটের উপরে গিয়্যা,

কাজলা ছি, ছি, ছি, ছি ছিঃ

কুহুরা কর্লো দ্যাওরা তুম্হার

বুঝতে পারল্যা না।। কাজলা.....

নন্দু তুম্হার বেহুদ্দাটে

কোরছে ইলিবিলি
ফুল্ বিছানায় ছুঁড়হ্যা মারে,
জোড়া পানের খিলি।
কাজলা ছি, ছি, ছি, ছি, ছিঃ
পানের খিলি ছুঁড়লে নন্দু,
মুখেই দিল্যা না।। কাজলা.....
ভাতার তুম্হার বোহিনের সঙ্গে
করে ঘুশুর মুশুর,
আড়াল তেকি ভুল্কি ম্যারছে
কিসের ফুসুর ফাসুর,
কাজলা ছি, ছি, ছি, ছি,ছিঃ
ভুল্কি ম্যারলো ভাতার তুম্হার
ঠাহর প্যাল্যা না। কাজলা.....

সংগ্রহ, আর্য চৌধুরী, মালদা।

(৭)

কৃষিমেলার ছড়া

দেশে এলো মেলা নতুন লীলা বলব কিরে ভাই
মেলায় গরু ছাগল ঢাক ও ঢোল এনে যে দেখায়
দেশে এলো মেলা নতুন লীলা বলব কিরে ভাই
রাখলের ছা-ছোলা দেখাইলো তাতে চোদ্দটাকা পেল
পালং, ড়াটি, কড়াইশুটি, নারকেল সুপারি
হাতির দাঁতের ম্যারগাড়ি নিবারণ দাসের এলো বিড়ি
এলো লোহার লাঙ্গল কত পাইখানা কুরা কল
এনে সাগর দিঘীর যাঢ় সেতো পেল পুরস্কার।

ওরে নাম শুনেছি চোখে দেখিনি আছে চুনাখালি
সেখানকার সুরেন সরকার নিল টাকার থলি।
পোয়াটেক ভাই দেখিয়ে তুলা টাকায় ভরে নিল ঝোলা
বলেন এস.ডি. ও— মহাশয় এতো জিনিষ মন্দ নয়
এরকম জিনিষ যে আনিবে প্রত্যেকে বক্শিষ পাবে
দেখে শুনে কৃষকেরা জিনিষ আনে বেছে ঝিঙে-কলা
আলু-পটল-বেগুন কলমী শশা আর হরেক মূলা
পেপে কুমড়ো শালগম করলা ডুমুর কত
ওলকফি ফুলকফি কত বাঁধকফি ধামার মত
কাকুর সিম কলকলাই চিচিংগা আর রাম-পটোল
আম কাঠাল আর লিচু ওল মান আর কচু
আতা কদ্‌বেল তাল খেজুর নারকোল
করমজা লেবু কালোজাম আমড়া আর হরেক আম
পালাংকচু কায়ারপন্‌কা পিয়াজ রসুন আর লংকা
জিনিষ রাখবার জায়গা নাই, তামাক, বাঁশ কুমড়ো রাই
রাখে কত যত্ন করে নিয়ে গিয়ে পাঁকা ঘরে।
বলছি আবার খাবার কত জিনিষ এনেছে
সেসব কথা শুনুন এখন বলছি দশের কাছে
ডালপুরি আর বেগুনি ঝুরি, ঝালবড়া কচুরি, ফুলকি
মুড়ি-মুড়কি চানাচুর চিনি-মিছরি আর গুড়
জিলাপি আর বাতাসা কদমা দেখলাম ধামাধাম
সন্দেশ, লুচি, পুরী চমচম মোরব্বা সিঙ্গারা আলুরদম।
লবেনচুষ আর মিহিদানা
বুঁদিয়া পাঁপড় আছে তিলে খাজা
পাউরুটি আর বাদাম ভাজা
হরেক বিস্কুট আছে আরো

গজা খেলে পাবে মজা

চিনির মুড়িকি আছে কত খেলে মজা পায়।

— সংগ্রহ, পুলকেন্দু সিং, মুর্শিদাবাদ।

(কাপ)

(১)

প্রথম খেমটি ঃ লঙ খাবার তঙ নাই তোর
এলাচ খাবার যম।

কেপে ঃ মাঝ মাঠে দেখে এলাম
এক পাল এড়ে
পাল শুদ্ধ বেড়ে।

দ্বিতীয় খেমটি ঃ শুশনির শাক ল্যাল পেল
হ্যালেঞ্চার শাক তেঁতো
শুশনির শাক খেয়ে মরা
ঘুম পারত কত।

কেপে ঃ এপার থেকে ওপার যেতে
পায়ে ঠেকল বালি
তোদের সব গুলোকে করব বিয়ে
যা করে মা কালি।

তৃতীয় খেমটি ঃ ছোট ধামা বড় ধামা
ধামার উপর ধামা
আমাদের পেটের ছেলে হলে
তোরে বলবে মামা।

কেপে ঃ থাকার উপর থাকারে ভাই
থাকার উপর থাকবা
তোদের পেটের ছেলে হলে
আমায় বলবে বাবা।

চতুর্থ খেমটি ঃ হ্যদেরে চোরের ব্যাটা

এত তঙ ক্যানে

তোর বাবা কাজ করে

জুতার দোকানে।

কেপে ঃ হাল কিনলাম গাড়ি কিনলাম

আরো কিনলাম পেঁহা

তোর মা আমার ঠাকুর ঝি

তোরা বাবা আমার মেরা।

ক্ষেত্র সমীক্ষা, করুনা কান্ত হাজরা, ২৮/৮/১৪ মুর্শিদাবাদ।

(২)

পতঙ্গ করে আশা বাঁধতে বাসা সাগরে

তাই বাসা বানায় সে ধুল মেখে শরীরে।।

কাঠবিড়ালি কী পারে বাঁধতে ধুল মেখে শরীরে।।

যেমন শীত জব্দ কম্বলে ওল জব্দ অম্বলে

যেমন ধান জব্দ টিঁকিতে টিকি জব্দ লাথে

বিড়াল জব্দ তপ্ত ভাতে কুকুর জব্দ ঘুনপাতে

ঘোড়া জব্দ চাবুকে হাতি জব্দ হাতুয়ানে

গোরু জব্দ লাঙলে বার জব্দ শিকলে

মাস্তান জব্দ পুলিশে পুলিশ জব্দ নকশালে

আড় জব্দ খবাড়ে ইচা জব্দ দহাড়ে

কংগ্রেস জব্দ সি.পি.এম-এ

সি.পি.এম. জব্দ তৃণমূলে, পাহাড়ে।।

আহারে ঃ বাহারে।।

সংগ্রহ, শক্তিনাথ ঝা, মুর্শিদাবাদ

(৩)

আমার মনের ভিতর জ্বলছে আগুন
জল দিয়ে কি নিভা যায়।।
টাকায় ষোলটা বউ মিলে
ফাউ চাইলে একটা পাওয়া যায়।।
হায়রে আমার কপাল পোড়া
একটা কানা ঘোড়া নাহি রয়।।
আমার মনের.....নিভা যায়।।
দাদা থাকে বৌ নিয়ে ঘরে
মোর বিছানে কেন শূন্য রয়, হায়রে হায়।।

— সংগ্রহ, শক্তিনাথ ঝা, ঝাকসু, পৃ-৬১

(৪)

ওটে সাফিনা হামার
কাদো-ঘাঁটায় হোড়্ক্যা গেনু
নিক্যা হোলোনা।
কুন্ দোষেতে আল্লা হামা্ক
দিলে অ্যামুন যাতনা।।
তোর রূপে মোজ্যা ভারি,
কোরনু কি যে ঝকমারি,
এখনি জান বাঁচেনা, কপাল দোষে
উপায় কি করি।
তোর মুচকি হাসির ফাঁদে পোড়্যা
ঘাঁটায় খাড়ো তাল্কানা। কাদো ঘাঁটায়.....
তোর ঘন কালো চুলে
আর কান্বাহারী দুলে

তোর চোখের ঠারে ঠাট্-কুহুঁরা
আঁচ লাগ্যালো দিলে।
এখন যুয়ান মরদ মোর্ছি জ্বোল্যা
আনহার্ ঘরে বিছানায়।।
—ক্ষেত্র সমীক্ষা, মঃকাশিম, মোথাবাড়ী, মালদা।

(৫)

রাধিকে রাধু, কি জানো যাদু
প্রেমের ভুবনে
যৈবুন আগুন দাও দাও করে
পিরিত অঙ্গনে
রাধিকে.....ভুবনে।
তোর মাস্তুলে সপ্ত পালে
রঙধনু রঙ উজান চলে
মনের গঙ্গায় ঢেউ উথলে
হাইল্ ধরিবে কুনজনে
যৈবুন.....অঙ্গনে
রাধিকে..... ভুবনে।
জীবন কালি হৈলোরে রাধু
একটু পিরিত লাগি
যৈবুন বন্দি রাজ-খোয়াড়ে
সারা নিশি জাগি
স্বপনে তোর সুরত চুমি
তোর পিরিতের দাগী
যৈবুন ক্ষয় হৈলোরে রাধু তোরি কারনে।
—মহবুব ইলিয়াস, নবাবগঞ্জের আলকাপ, পৃ-৯৮-৯৯ পূর্বোক্ত,

(৬)

ভালো মন্দ খাইবার মজা
শ্বশুর বাড়িতে
আগেতে পানিরো ধারনা
তারপরে হুঁক্কা তো খানা।
ও ভাই চাউলের চিতাই
দুধে ভিজাই,
রসে রসেতে চিবাই।।
শালোজনীতে ভাত বাড়ে
(আর) শালী বানায় পান
মুখে দিয়ে রসে রসে
হুক্কায় মারি টান।

— সংগ্রহ, ডঃ ফনীপাল, মালদা

(৭)

বন্ধু আমার বাড়ি এলে
প্রেমের বাক্স দিবো খুলে।
রসে ভরা রসগোল্লা দিব বন্ধুর মুখে তুলে
বন্ধু আমার বাড়ি এলে
প্রেমের বাক্স দিবো খুলে
আতর জলে স্নান করাবো
আতর গুলাব দিবো ঢেলে
বন্ধু আমার বাড়ি এলে
প্রেমের বাক্স দিবো খুলে।

—সংগ্রহ, ধনঞ্জয় রায়, কুশমন্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

(ডোমনি)

বন্দনা

(১)

ভোলা হে পঞ্চানন

তোরে নাম সে কর‍্যাছি স্মর‍্যান।।

আরে ক্যারিও স্মরাণ

ধ্যরলিয়ো ডোমনি গান

পা-মে শোভ্যাও জ্যাং।।

হাত মে শোভ্যাও শিঙ্গা ডমরু

বাজাইছে ঝমাঝম।।

সংগ্রহ, সুবোধ চৌধুরী, মানিকচক, মালদা।

(২)

আ হো বান্‌হিরে লেহো (বন্দনা করে নাও)

শ্রী জগরনাথ

কৌন্যারে বন্‌ধ্‌নি বাঁধ্যাবাই না।।

পূরব্‌ বানহ হাম্মা সূর্য দেবকে চরণ

ভ্যালা পশ্চিমী বাঁন্‌হু হম্মা পীর-পয়গম্বর।।

উত্ত্যারা বাঁন্‌হু হম্মা কালী মাইকে চরণ

হায় হো কালী মাঈকে চরণ

দক্ষিণ্যা বাঁন্‌হু হম্মা সুরুজ হো

নীচে ধরতী মাঈ

সভাকে বিচ্‌ মে হাম্মা বাঁন্‌হু

দশ্যাকে চরণ।।

ক্ষেত্র সমীক্ষা, ড. সুনীল কুমার দাস, ৭/৮/১৫ মানিকচক।

(৩)

কৌনা রে বঁধনি বাঁধাবাহ্য না হো,

হায়রে বাঁধিরে লেহো দীন-দুখীকে বাত।।

পূরব-পশ্চিম বাঁধু হাম্ম্যা

কার্লমার্কস আর লেলিন

উত্তরে-দক্ষিণে বাঁধু হ্যাম্মা

কমরেড হোচি-মিন।

নীচে বাঁধু মজদূর কিষাণ

উপ্পর ঝান্ডা লাল

সভাকে বিচ্‌মে

স্যব্‌কে লাল-সালাম।।

ঐ

(৪)

আরে হয়ে গেন্দা ফুল টোড়বই

আরে হয়ে তারা ফুল টোড়বই

আরে ফুল টোড়িক্যা পূজা দেবই তোর — লক্ষ্মী মাতাগে।।

পূজা ক্যারিকা খাইক্যা স্কুল যাবো পড়েলা (২)

ঘ্যর আাইক্য ভাটি বেলা (২) খেলব্যা পুলিশ-চোর।।

ক্ষেত্র সমীক্ষা, কিশোর রায়, ৮/৮/১৪, রতুয়া, মালদা।

(৫)

ও ভোলা ও তোর মহিমা অপারা

হে দিগম্বরো।

ও হে দিগম্বরো, ওহে মহেশ্বরো

তোমার মহিমা অপারঅ

হে দিগম্বর।

হাতে দেখি তিরশূল তোমার

কানে ধুতরা ফুল পরো

হে দিগম্বরো

তোমার মহিমা অপারঅ হে।।

আফেল (আপেল) বেদনার রস ছেড়ে দিয়ে

কেলার ভোজন করো

তোমার মহিমা অপারঅ হে দিগম্বরো।।

ভালো ভালো কাপড় ছেড়ে দিয়ে

হে ভোলা,

বাঘের ছাল পরো

হে দিগম্বরো

তোমার মহিমা অপারঅ হে দিগম্বরো।

ভালো ভালো জাগা (জায়গা) ছেড়ে দিয়ে

হে ভোলা

ঐ শ্মশানে বাস বাস করো

তোমার মহিমা অপারঅ

হে দিগম্বরো।

— সংগ্র সুবোধ চৌধুরী, মানিকচক, মালদা।

(৬)

মা সরস্বতী করি মিনতি

আজ আসরে করো বসতি

মা সরস্বতী.....বসতি।।২

আমরা অতি মূঢ়মতি

জানিনা ভজনাস্তুতি

মা সরস্বতী....করো বসতি।।২

তুমি মা সংসারের সার
তোমার বিনা কে হয় আর
তুমি মা সংসারের সার
তোমার বিনা কে হয় আর
আজি আসবে করো বসতি
মা সরস্বতী করি মিনতি।

— ক্ষেত্র সমীক্ষা, সুনীল দাস, পূর্বোক্ত

(৭)

দু'টা কথা, মনে কি পড়ে না শিবোহে
তুমি সব ছ্যাড়া ষাড়্হে চোঢ়্যা—
ঘু'রছো হায়রে, পার্ব্বতীর খবর কি রাখোনা।। দুটো কথা...
বাপের বাড়ী ছ্যাড়হ্যা দিয়্যা
তুম্হারই সংসারে সে
কোইলাশে গিয়্যাছে, তাখে যতন কি করো না।। দুটা কথা...
তুমি গায়ে ভসম্ ম্যাখ্যা
বাঘছাল্ পিন্হ্যাছো
আর) ভাঙ্ ধতুরা সিদ্ধি ছাড়া, খাওয়ার কি জুটেনা।। দুটো কথা...
তুমহার ঘরে অন্নপূর্ণা
চিন্তা কি আছে আর
তুমহার তিরশূলে ঝুলি ব্যান্হ্যা, ভিখ্ মাঙগা সাজেন।।

— সংগ্রহ, আর্য্য চৌধুরী, মালদা।

(৮)

মানব বন্দনা গাই গো মোরা
মানব বন্দনা গাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য লাখো প্রণাম জানাই।

ও জঙ্গ কেটে বসত কেটে

যুগ যুগ বুদ্ধি খেটে জ্ঞানবাতি জ্বালাই।।

সংগ্র, শচীন বালা, মালদা।

(৯)

মাতা জহরাতলাকে কালী গে

তোরা পহেলে বান্‌হো গে

তোরা পহলে বান্‌হো।।

উপ্পর বান্‌হো চাঁনসুরুজ হো

নীচে ধরতী মাঈ।

দেবলোগকে চরণ বান্‌হো

বান্‌হো সরস্বতী মাঈ

মাতা জহরাতলাকে কালী...বান্‌হো।।

— সংগ্রহ, সুবোদ চৌধুরী, মানিকচক, মালদা।

নাচারি

(১)

দেওরা হে জরাসা থাম্‌

মাথা ফৌড়িকে দে দেবো হে জান্‌

তোর ভাউজি খোজি খোজি হো গেলিও হয়রাণ

দেওরা হে জরাসা থাম্‌...।

সোনাকে টুক্‌রা হাম্মার দেওরা

পূর্ণিমাকে চাঁন

ধাপ্‌হিকে ক্যল্‌সি গল্লামে রশশি

ন্যই দিয়ো হে জান।। দেওরা হে....

ভাউজিকে ছোড়ি গাছ সে চড়ি

ন্যই দিয়ো হে জান

দেওরা হে...।

ঐ

(২)

পাটনা শহরসে চোলিয়া মাঙ্গাওয়ালুঁ

সে হো ভেল্যা আধা ছাতিয়া

হে ননদো...।।

পিনহিয়ে ওড়াহিয়ে হ্যাম্মা কেক্যার দেখাইব্যা

পিয়া গেল্যা পরদেশওয়া

হে ননদো...।।

ছাট গেছে

ব্যারে রে বরত.....হে ননদো

ওসে ভিজে হাম্মারি পিয়াকে প্যগড়িয়া

আরো ভিজে মোর জওবানুায়া

হে ননদো...।।

— ঐ

(৩)

ভৌজী যাবে কিগে দেখেলা, চাল সিরুয়াকে মেলা।

জল্দী করি চলগে ভৌজী হো যাতো আবেলা। যাবে কিগে...

সার্কেশ দেখাবো গে ভৌজী। মীনা বাজার গে।

চরকি মে চ্যাড়াবো তোরা দেখবে গোট্টা মেলা।

হম্মু ভী যাবে গে ভৌজী। তুঁহু ভী যাবে গে,

দোনো একেক.....যাবে

নই যাবে একেল্লা।

যাবে কিগে...

দোকান পাসার সারিসারি, চুরিকাপড়া মনিহারি
চলগে ভৌজী জল্দী করি
দেখবে পুতুল খেলা। যাবে কিগে...
ছলুয়া খিলাবো গে ভৌজী। আরো মিহিদানা গে।
আরো খিলাবো তোরে
চমচম আর রসগুল্লা। যাবে কিগে...
—ক্ষেত্র সমীক্ষা, শচীন মন্ডল, ৮/৮/১৪, মানিকচক, মালদা।

(৪)

অ্যাইকে বড়্কী ভৌজী
যাইকে কুল্হি গাড়িয়াল গে।
ছে পায়সেকে সাতুয়া লেইবো
আধাসা পেঁয়াজ গে।।
পাত্থুর তোড়ে খাইব ভৌজী
জামাল পুর পাহাড় গে।
হপ্তামে পায়সা লেবো
ভর্কে রুমাল গে,
চোলি শাড়ী কিন্হিয়ে দেবো
তোহ্রে লালে লাল গে।।
সিনিমা দিখাইবো ভৌজী
অব্কে এতবার গে।
ভাইয়াকে কামাইব ভৌজী
তোহ্রে কাটিহার গে।।
— সংগ্রহ, আর্য্য চৌধুরী, মালদা।

(৫)

যাইব যাইব মেলা
যাইব হে নন্দোসী,
নন্দোসী সঙ্‌ম কি কিনব মেলাম
ননদক নাক্‌মাছি।।
পানম রাঙাইব ঠোড়
আল্‌তাম রাঙাইব গোড়,
সাজব সেরা রূপসী।।
মাথাম সুগন্ধি তেলে
ঝুট্টিম বান্‌হব টার্‌সেল
পিন্‌হাম বেনারসী।।

— ঐ

(৬)

ছোট মোট মহুয়াগাছ
ঝবড়াল ঠাল্‌হে
টুবহকি টুবহকি মহুয়া
গিরল পাতাল হে।।
তিলক ফোঁটা পিন্‌হি,
গেলুন্‌ বাজার হে
বাজার্‌ক লোক পুছে
উটা তোর কে হে।
বাবাক জামাই ছলে
ভাইয়াকে বনোহই হে
কর্ম্ম লিকক ছলে
পাগ্‌লা পুরুষ হে।।

পাগ্‌লা পুরুষ হম্মার

হাটে তালে তাল হে,

সব লোক দেওয়া ভাবে

হায়রো কপাল রে।

—ক্ষেত্র সমীক্ষা, শচীন মন্ডল, ৮/৮/১৪,

(৭)

ভাজৌ তোহারৌ সুরাতিয়া ঝ্যাল্য মোর

দেখি রো জিয়া তরাসলা মোর....২

আর ভাগলপুরকে শাড়িয়া বানারসকে চোলি গে ভৌজি

বাহালে চারি কোর

আঁখি হি মে কাজলা গে ভোজৌ

দাঁতে হি মিশিয়া

পানে সে রাঙালে দোনো ঠোঁট

কমর‍্যা হি মে বিছিয়া গে ভোজৌ—

ভোজৌ তোহারৌ সুরাতিয়া ঝ্যালা মোর

দেখিরো জিয়া তরাসলা মোর.....২

— সংগ্রহ, নারায়ণ চন্দ্র বসুনীয়া, অমর চন্দ্র কর্মকার, মালদা

(৮)

বৌদি ঃ আমার হুঁকো আছে দেউরা পিতলের বাঁধন হে

দেউরা পিতলের বাঁধন।

ছুঁইতে যে চিকন লাগে

খেলে ভরে যাবে মন।

হুঁকোর এমনই গড়ন

দেউরা তুমি এসো পিঁড়ি নিয়ে বসো

হুঁকো খেয়ে নাও মনের মত।।

ঠাকুরপো ঃ বৌদি খাব না তোর হুঁকা মনে হচ্ছে ধোকা

হুঁক্কা না বলছে দাম চোরা গে।।

হাতের ইসারা দিয়ে বৌদি আমায় ডাকলি

বৌদি আমায় ডাকলি।।

মাঝ ঘরে বসায়ে আমায় হুঁক্কা খাওয়ালে

পাড়ার লোককে জানালে।।

বৌদি খাব না .....চোরা গে।।

—ক্ষেত্রসমীক্ষা, আবুল হোসেন, ২৮/৮/১৫, মানিকচক, মালদা।

গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোকসঙ্গীত ঃ ঐতিহ্য ও অনুশীলনের ইতিহাস

পরিশিষ্ট - ২

পালা গান

(গম্ভীরা পালা)
শিক্ষার বোঝা

অরুণ বসাক

১। উঃ শালা রাস্তা যেন অর ফুরাতেই চাহেনা, মনে হচ্ছে হামি যত আগাছি বাড়ী ততই পিছিয়া যাচ্ছে। উ রে বাপরে (পড়ে যায়) ও রে বাবারে গেলাম রে (কাঁদতে থাকে)

২। (প্রবেশ) কি মজা কি মজা (হাতে তালি দিয়ে) বাপন পড়ে গেছে, বাপন পড়ে গেছে, কি মজা কি মজা...

৩। (প্রবেশ) কি হলোরে কিসের এত আনন্দ তোর? ঐ দ্যাখ বাপন বইটাই নিয়ে পড়ে গেছে...

৪। (প্রবেশ) (দ্বিতীয়জনকে চড় মেরে) বাপন পড়ে গেছে আর তোর আনন্দ হচে! চল উকে ধরে উঠাই।

৩। হ্যা হ্যা, চল চল (বাপন কাঁদতে থাকে) ৪ নং বাপনকে ধরে উঠায়, বাকীরা বাপনের বই খাতা উঠাতে থাকে)

৪। কেমন করে পড়ে গেলি? খুব লেগেছে?

১। না লাগবে না, তুই পড়ে দ্যাখ লাগে কি না...এ্যাঁ এ্যাঁ (কাঁদতে কাঁদতে নাকের সর্দি ঝেড়ে ফেললে ২ নং এর গায়ে লাগে)

২। এ মা ছিঃ ছিঃ! কি করলি রে (সর্দি মুছতে যায়) গায়ে পড়ল যে...

৪। ফেলিস না, ফেলিস না (সর্দি দু আঙুলে উঠিয়ে চেটে চেটে খায়) আর তোর পোটা কত মিষ্টিরে)

৩। এঃ ! পোটা কখনও মিঠা হয় নাকি?

৪। হয় হয় ছোট্ট বেলা যখন হামার নাক দিয়ে পোটা পড়ত তখন জিভাদিয়া চ্যাট চ্যাটা কত খ্যতাম, দেখেছিস হামার হাতের মাসল?

৩। শালা পোটা খাওয়া, হা রে বাপন তুই পড়ে গেলি কেমন করে?

১। পড়ব না? সেই কুন সকালে এ্যাকনা মুড়ি খায়া প্রাইভেট পড়তে গেছি। সে শালা খাওয়া কখুন হজম হয়ে গেছে। খিদয়ে শালা পেট চোঁ চোঁ করছে তার উপরে

২। তার উপরে কি?

১। এই এ্যাত্ত গোলা বইয়ের বোঝা, যত তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে চাইছি বাড়িও মনে হচ্ছে তত পিছিয়ে যাচ্ছে। কখন বাড়ি যাব এ্যাকনা কি খাব না খাব আবার স্কুল য্যাতে হবে। দাদা ভাইয়ের পড়াও মুখস্থ হয়নি। আজ যে কপালে কি আছে—

৩। — দাদা ভাইয়ের পড়া তো সোজা কথা!

২। — এত্ত গুলা বইপড়া কী সোজা কথা!

৪। — ভাল্লাগে না, দিন রাত শুধু পড়া পড়া আর পড়া। যেন পড়া ছাড়া দুনিয়াতে কাজ নাই।

৩। — ঠিকই বলেছিস ভাই, এ্যাত্ত পড়া পড়তে একটুও ভাল্লাগে না

১। সবসময় শুধু পড়া-পড়া আর পড়া। একটু যে কাটুন দেখব তারও উপায় নাই। রিমোট মা আলমারীতে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে।

২। — অথচ নিজের বেলায় দ্যাখ, সিরিয়াল দেখা চাই, খিদাতে যদি হামার পেটের লাড়ী ছিড়াও যায় তাও সিরিয়াল দেখতে দেখেতে কখনই খ্যাতে দিতে উঠবে না।

৩। সত্যিই রে ভাই এ ভাবে আর চলা যায় না, এর এ্যাকটা বিহিত করতেই হবে।

১। কেমন কর‍্যা করবি, মা-বাবা রা হচ্ছে বড়, আর হামরা হচ্ছি ছোট্ট, হামাদের কথা কে শুনবে?

৪। শুনবে শুনবে আছে একজন আছে যে হামাদের কথা শুনবে—

১। কার কথা বলছিস?

৪। আছে আছে—

২। কে আছে?

৪। আছে আছে হামি জানি

১। জানিস তো বল না!

৪। তোরাও জানিস

৩। আমরাও জানি

২। কে রে?

১। সেই তো কিছুই বুঝতে পারছি না

৪। বুঝতে পারছিস না?

২। না রে, কার কথা তুই বলছিস?

৪। তবে শুন হামাদের মায়ের বাবা

৩। তোর মায়ের বাবা!

৪। তোদেরও মায়ের বাবা বলতে পারিস

৩। হামাদেরও মায়ের বাবা!

৪। হাঁ আর হামাদের মায়ের বাবা হামাদের কি হবে?

১। কেন নানা হবে এতো সবারই জানা!

২। এ্যাত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে না বলে সোজা কথায় বল হামাদের নানা কে ডাকতে হবে।

৩। ঠিক ধরেছিস তুই। হামাদের নানাকে ডাকতে হবে

১। কিন্তু হামার নানা তো কবে মরে স্বর্গে চলে গিয়েছে।

৪। আরে এ নানা সে নানা নয়, এ হছে ভোলা নানা, আমাদের শিব ঠাকুর।

৩। কেমন করে শিবঠাকুর কে ডাকতে হবে এমনি করে ভোলে বাবা পার করে গা, ভোলে বাবা পার করে গা—

৪। নানা এমনি করে নয়

২। হামি জানি কেমন করে ডাকতে হবে, ডাকব?

৪। ডাক দেখি

২। শিব ঠাকুর, ও শিব ঠাকুর, আছ নাকি শিব ঠাকুর

৪। এভাবে শিব ঠাকুরকে ডাকলে হবে না

১। তবে কেমন করে ডাকব

৪। সকলকে এক সাথে ডাকতে হবে। তবেই শিব ঠাকুর আসবে

২। ডাক তবে

১/২/৩— শিব হে — তিনজন একসাথে হাত তুলে ডাকে অন্যজন একজনের হাত থেকে কিছু নিয়ে

৪। ধরেছি ধরেছি

১। কি ধরেছিস রে?

৪। ফ্যান ফড়িং ধরেছি

২। হামাদের হাত থেকে তুই ফড়িং ধরেছিস মারব এক থাপ্পড় (থাপ্পড় মারে) ৪ নং নাচকে থাকে এবং বাকীরাও নাচতে থাকে)

১। — আরে থাম থাম। তোরা নাচ থামা

৩। কি হল?

১। — এখন আমাদের নাচার সময় না, হামাদের আসল কাজ হল শিব ঠাকুরকে ডেকে হামাদের দুঃখের কথা বলা—

২। ঠিক বলেছিস, ডাক তবে

৪। শুন এবার সবাই মিলে মন দিয়ে ডাক

১/২/৩/৪ — শিব হে — (তিন বার ডাকার পর শিব প্রবেশ করে)

শিব — বোম বোম

৪। ভাগ রে, বোম পড়েছ বোম, ভাগ সবাই (সকলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়)

২। ওটা কেরে?

৩। সেই তো রে ওটা কে?

৪। চিনতে পারিস নি, হামি চিনে লিয়েছি চিনে লিয়েছি

১। কে রে?

৪। এ্যাকেই তো হামরা এ্যাতোক্ষণ ধরে ডাকছি

২। — এ্যাকেই হামরা ডাকছি। অঙ্গে মাগে গলায় সাপ মাথায় জটা, হাতে আবার ওটা কি?

৩। — ওটা ত্রিশুল

৪। ত্রিশুল না ত্রিশুল না, ওটা তোর চামকা ব্যাবানের ক্যাপসুল শিব— কেন তোমরা আমাকে অসময়ে ডেকেছে

১। নানা খুব রেগে আছে মনে হচ্ছে

২। যা-না তুই গিয়ে কথা বল না

৪। হামি যাব?

৩। হাঁ তুই হামাদের নেতা তোকেই যেতে

২। তা হলে এক কাজ কর সবাই মিলে বল

৪। চল (১,২,৩ — এগিয়ে যায় ৪ নং পালাতে যায়, ১ নং ধরে ফ্যালে)

১। এই তুই কোথায় ভাগছিস

৪। ভাগব কেন হটাৎ পেটঠা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল তাই

২। — শালা ফাঁকি বাজ কোথাকার চল শালা আগে তুই চল ভীতু কোথাকার

৪। কি বললি হামি ভীতু, হামার সাহসই তো তোদের সাহস, চল দেখি (যেতে গিয়ে পিছিয়ে আসে)

শিব — এই তোমরা এমন করছ কেন, কেন আমাকে ডেকেছ?

৪। নানা রাগ করেনি রে, নানা রাগ করেনি। তোরা সব কাছে আয় শোন, নানা হামাদের খুব দুঃখ, তোমাকে ছাড়া কাকে বলব?

শিব — বল তোমাদের কি দুঃখ

১/২/৩/৪— শিব হে..... দিশাহারা

৪। বুঝলা নানা, হামাদের দুঃখ কেউ বুঝে না, না বাবা, না স্কুলের দাদা ভাইরা।

১। — সবাই নিজের নিজের সুখ খুঁজতে ব্যস্ত।

২। বাবায় চাহে হামরা যেন সবসময় শুধু পড়তেই থাকি

৩। স্কুলের দাদাভাইরা চাহে হামরা যেন সব বিষয়ে একশর মধ্যে একশো পাই। — তাহলে ফাস্ট সেকেন্ড কে হবে?

৪। কেন হামরা সবাই ফাস্ট

১। আরে হামরা সবাই ফাস্ট না, হামরা সবাই লাস্ট।

২। সবাই যদি ফাস্ট হতাম তাহলে শিবঠাকুরকে ডাকতে হত না

শিব — চেষ্টা কর সবাই ভাল হতে

১/২/৩/৪ — মা বাবা.....এটা জাহির করতে

২। সেদিন পার্থর জন্মদিনে ওদের বাড়িতে ভোজ খ্যাতে গেছি, পার্থর মা হামার মাকে বলল, তোমার ছেলের লেখাপড়া কেমন চলছে? হামার মা কি বলল জানিস?

১। — কি বলল?

২। — হামার মা বলল, হামার ছেলে তো সব বিষয়ে একশ তে একশ।

৩। — কি মিথ্যুক রে তোর মা, তুই তো কোনও দিনই পাঁচ সাতের বেশী নম্বর পাসনি।

২। একবার মনে হল বলে দিই মাসীকে, থাম্মা গেলাম, বললে যে মায়ের অপমান হবে!

৪। এটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছিস

শিব — কেন তোমরা মন দিয়ে লেখাপড়া করছ না, মন দিয়ে লেখাপড়া করলে সকলেই তোমাদের ভাল বলবে

৪। তুমি তো বলেই খালাস নানা, হামরা কি কম চেষ্টা করি? কিন্তু কি করব বলো, মাথায় যে গোবর ভর্তি, ঢুকে আর বারিয়া যায় মাথায় ঘি..... শাসন কড়া

শিব — তোমাদের আর কিছু বলার আছে?

১। আছে নানা আরও অনেক কথা বলার আছে

২। — শোন নানা, তুমি হামাদের মন দিয়া লেখাপড়া করতে বলছ। আচ্ছা নানা তুমিই বলতো একটা কুঠিতে কতটা ধান আঁটবে?

শিব — কেন যত বড় কুঠি–হবে ততটাই ধান আঁটবে।

৪। তা হলে শোন নানা

১,২,৩,৪— (ওখানেই..... ঢুকাতে)

১। হামাদের কুঠি মানে মাথা হহল ছোট্ট, আর দিছে অনেক করে

২। ওখানেই পাঁচটা বিষয় বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি, ভূগোল, বিজ্ঞান

৩। — একটা পড়ছি তো অন্যটা ভুলা যাচ্ছি

৪। যতই চেষ্টা করিনা কেন সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে

১। কেন এরকম হচ্ছে জান?

১,২,৩,৪ (পাঁচ না....যায় না সেসব ভরা)

৪। — বুঝলা নানা হামাদের বয়স পাঁচ সবে মাত্র হয়েছে কিন্তু গার্জেনরা কি করছে ছয় বছর কর্য়া স্কুলে ভর্য়া দিছে

২। — আর এর জন্য কি হছে?

৩। — কি হছে?

১। হামাদের কঁচি মাথাতে এসব ঢুকছে, কিন্তু মনে থাকছে না

১,২,৩,৪— (পাঁচ.....যেসব ভাগ)

১। — শুন নানা এবার আমাদের গার্জেনদের কথা তোমাদের বলছি

২। — বাবা মার কথা বলবি?

৩। — নিশ্চয় বলব, নানা যখন এসেছে নানাকে সব বলব

শিব — বলদেখি তোমাদের বাবা মার কথা

৪। — তাহলে শুন নানা বাবা মা কি চায়

১,২,৩,৪— (বাবার... হতে হবে ডাক্তার)

শিব — এতো খুব ভালো কথা। তোমরা বড় হও, এটা তো সব বাবা মা-ই চায়

৩। শুধু চাইলে হবে নানা, আমাদের কুঠিটা দেখতে হবে না?

শিব — সে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু একটা কথা তোমরা ভেবে দেখ তোমরা বড় হলে তাদের কত আনন্দ হবে। তারা তোমাদের কথা গর্ব করে সকলকে বলতে পারবে। তোমরা চেষ্টা কর, তোমরা নিশ্চয় পারবে।

১। — নানা ও যে বাবা মায়ের মত কথা বলছে যে।

২। — নানা বড় না? তাই বড়দের মত কথা বলছে

৪। — এবার আরও একজনার কথা শুন নানা, কাকামনির কথা বলছি (কাকামনি...হবে জগৎ জোড়া)

১। বুঝলা নানা, আমাদের গার্জেনদের এ্যাতো চাহিদা

১,২,৩,৪— কাকামনি.....হবে জগৎ জোড়া।

শিব — তোমাদের গার্জেন রা তোমাদের ভালো চায়। এই যে রবি ঠাকুরের কথা বললে, তিনি একদিন তোমাদেরই মতো ছোট ছিলেন। কিন্তু সারা বিশ্বের লোক তাকে এক ডাকে চেনে। তিনি শুধু আমাদের বাংলার কবি নন, তিনি আজ বিশ্বকবি। তার জন্য আজ সকলের গর্ব।

১। তুমি যা বলছ ঠিকই বলছ। কিন্তু আমরা যে জাঁতা কলে পড়ে গেছি।

২। কি রকম জাতা কলে পড়েছ?

১,২,৩,৪— (রবিবারে.....গলা সাধতে)

১। — আমাদের জীবনে ছুটি বলে কিছু নাই

২। — রোববার যেন বেশী লেখা, বেশী পড়া

৩। — সকাল বেলা একটু কাটুন দেখি কি না দেখি চল ছবি আঁকা শিখতে।

৪। — আর শনিবারে গান শিখতে যাওয়া — সারে গা মা পা ধা নি সা ভাল্লাগেনা, শুধু কি তাই, এর পরেও আছে বাজনা শিখা

১,২,৩,৪— ছোট্ট .....সবার সেরা।

৪। — বাজাতে আঙুল গেলে ফুলে টোপ টোপা হয়া যায়

২। — মাষ্টারকে যদি বলি আর পারছি না, হাতে লাগছে

৪। — মাষ্টার ধমক দিয়ে বলে বাজা ফাঁকি বাজ কোথাকার

১,২,৩,৪— 'ছোট্ট.....সবার সেরা'

১। — আমাদের দুঃখের কথা বুঝতে পারছ নানা?

২। — শিক্ষার নামে আমাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে।

৩। — আমাদের নিজস্ব কোন জগৎ নাই, নিজস্ব কোনও সময় নাই

শিব — হা বেশ বুঝতে পারছি, শিক্ষার নাম করে তোমাদের উপর অনেক বেশী বোঝা চাপানো হচ্ছে, এট ঠিক নয়।

৪। — আমরা বেশী খেলাধূলা করতে পারছি না।

১। — আমাদের বাবা-মা চাইছে আমরা যেন নাম করা খেলোয়াড় হতে পারি।

২। — যেমন তেমন নয়। এক্কেবারে ১ নম্বর।

১,২,৩,৪— শচীন .....বুঝাবে।

৩। দ্যাখো নানা আমরা তো খেলারই সময় পাই না, কেমন করে শচীন-সৌরভের মত হব।

২। — আর এই খেলাধূলা করতে গিয়ে যদি কম নম্বর পাই

১। — তাহলে কি হবে জান?

১,২,৩,৪— (পরীক্ষায় .....চুল ছিড়া)

২। কাঁদছিস কেন রে?

১। মনে পড়ে গেল সেদিনের মারের কথা, এখন গা-হাত ব্যাথা করছে।

৩। কেন ব্যাথা করছে?

১। — বাবা খুব মেরেছিল অঙ্কে একটা গোল্লা কম পেয়েছি বলে।

৪। — কত পেয়েছিলি?

১। — একে শূন্য

২। — আমিও বাংলায় কম পেয়েছিলাম বলে, কানমলা, জুলফির চুল ধরে, টেনে ছিল, এখনও ব্যাথা আছে।

৪। — সেই জন্য বলছি নানা—

১,২,৩,৪— পরীক্ষায় .....চুল ছিড়া।

শিব — তোমাদের আর কিছু বলার আছে?

৩। — আর বেশী কিছু তোমাকে বলব না নানা

৪। — শুধু একটা কথা তুমি হামাদের বাবা মা দাদাভাইদের ভালো করে বলে দিও

১,২,৩,৪— আমাদের শিশু.....আটরে.....

১। — বুঝলা নানা, আমরা ছোট, আমরা যতটুকু পারব, আমাদের যেন ততটুকুই শেখানো হয়।

২। — যদি বেশী বোঝা দেয় হামরা বইতে পারব না, চেষ্টা করেও পারব না।

৩। — এই বেশী বেশী পড়াশুনার চাপের জন্য আমাদের কি মনে হয় জান?

১,২,৩,৪— (ইচ্ছা করে.....এ্যাত পড়া)

৪। নানা, এরকম কোনও স্কুল আছে নাকী, যেখানে এত পড়া পড়া নাই।

২। — থাকে যদি হামাদের ঠিকানা বলনা নানা

১। — হাঁ নানা ঠিকানা বলনা, হামরা ঐ স্কুলে ভর্ত্তি হব

১,২,৩,৪— (ইচ্ছা করে.....এ্যাত পড়া)

৪। নানা আমাদের অনেক কথা তুমি শুনলা, আর বেশীক্ষণ (তোমাকে আটকে রাখব না)।

১,২,৩,৪— (প্রণাম.....এই যাতনা)

১। — হে শিব ঠাকুর, হে ভোলা নানা তুমি হামাদের প্রণাম নাও,

২। — হামাদের সব দোষ ক্ষমা করে দাও

৩। — তুমি গম্ভীর তাই গম্ভীরা গানের মাধ্যমে আমাদের দুখের কথা তোমাকে বললাম।

৪। — তুমি আমাদের কষ্ট দূর কর ঠাকুর, তাছাড়া তুমি তো জান— শিশুরাই.....মোদের গড়া।

১। — আমরা শিশুরা, আমাদের বাবা-মা আর এই দেশের ভবিষ্যৎ। আমাদের প্রকৃত মানুষ হতে দাও।

শিব — এটাই তোমাদের আবেদন? তোমাদের সব কথা আমি শুনলাম, আমি তোমাদের কষ্ট দূর করতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করব— বোম বোম। (শিবের প্রস্থান)

১,২,৩,৪— শিশুরাই .....মোদের গড়া

.....

প্রণাম করে সকলের প্রস্থান।

খণ পালা

পলিও সচেতনতা

(খুশি মোহন সরকার)

— ঃ গাউন ঃ—

শুনেন শুনেন মাও বোনেরা
শুনেন মন দিয়া
কোলের বাচ্চাকে পোলিও খাওয়াবেন
পোলিও বুথে গিয়া
আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী '০৭ আসছে দিন
পাল্‌স পোলিও তিকা দিন।
তিকা না নিলে বাচ্চার আসবে
মহা দুখের দিন
তাই, বুথে গিয়ে বাচ্চার —
পোলিও তিকা নিন।

আপনাদের বাড়ীতে যে সব বাচআচা শূন্য থেকে ৫ বছরের মধ্যে আছে সব বাচ্চাকে পোলিও খাওয়াবেন।

বাচ্চার হইলে পোলিও রোগ
তীবনে মহা দুঃর্ভোগ
নেংড়া, খোড়া হবেনা বাচ্চা
খাওয়ালে পোলিও ডোত।।
তাই, ঐ দিনতে কেহনা হবেন বেহুশ।

পহেলা ছবি

'বেভানে গাবানু হাল ধরি পাথারত আসিল'

গাবানু ঃ মোর নাম গাবানু। মোর নাম শুনি তমরা হাসিবেন। হাস বারে কাথা। বাপ মায়ে নাম থইয়া কি করিবেন? মুই গায়ের গরীব মানুষ। তমি মাত্র দুই বিঘা। ই খান তমিত দুতা তিনতা ফসল কামাই সংসার চালাবা হয়। হ হ হ ঐ সেন নিতে পরিচয়ত দুং। গরু দুতার বড্ডতেতহইলে হ হ। তারপর এই অভাবের সংসারে একত বড্ড ভুল কাম করিয়াউ কি? দুতা বেহা করি গে। দুতা বেহা করি বাপু সংসারে বড্ড কাহিচাল। কামত আসিবার সময় বরকিক কহি আসিয়াউ তপ করি খরাক আনবা। আসোক দি কেউ খরাক ধরি আসে বরকি না ছতকি। তাহায় হাল খান বাহু। এই হেত হেত উত উত বইস বইস। এত খান হাল বাহিনু না হাল ছাড়ি দুং। কদাল দি আইলের ঘাসলা ছাতি দুং। এহ্হেপাই দিলে তাহা অ বহু দুতার খরাক আনিবার হুশ নাই। এততবেলা হইল। অত করি বরকিক কহি আসিনু - তমরায় কহ কাহার না রাগ ধরে, মাথা গরম কি মোর এমনি হয়। এলা - অ-পান্তা নাই, না কি করিমতে তাহায় তমাক একখান গাউন শুনাউ। মোর সংসারে দুঃখের গাউন —

ওনা কি শুনিবেন ওগে দাদা
মোর দুঃখের কাথা ও মোর দাদা গে
দুতা বেহা করিয়া গে দাদা
সুখ নাই মোর সংসারে।
দাদারা মোর মতন আর কেহ ভুল কাম করেন না।
ওনা আমরা সদাই ঝগরা করে
করে তর্কা তর্কি
ও মোর হবে কি?
দুতা বেহা করিয়া গে দাদা
মনে বড়ই মোর অশান্তি।

মনে করিয়ানু দুতা বেহা করিলে সময় মতন খরাক পাম। দুতা বেহা করি আর অ অশান্তি। সময় মতন খরাক ত দুরের কাথা দু সতিনে যদি ঝগরা নাগে মনে হবে হান্ডিয়া কোনে বুঝি মেঘ নাগিয়া। এলা অ যখুন খরাক আসিলনি মনে হচে ঝগরা নাগায়া। আগে ত মোক বাড়ী যাবা দোক। দুতাকে

আচ্ছা করি "দলা পিসা করিম, মোর নাম গাবানু সরকার-হু।

"এলা পন্তা ধরি বাতাসি পাথারত আসিল"

বাতাসি ঃ হামার হালুয়াত যে, কুত্তিনা কাম করেছে - দেখায় যায়নি। তমরা দেখিয়ান নাকিগে - চেতনার বাপ, ঐ চেতনার বাপ, তমরা কি এত্তিনা।

গাবানু ঃ ঐ ডাকেহে। এলা আসিল গে আসিল। চেতনার মা মুই এত্তিনা আন আন খরাকলা এত্তিনা আন।

বাতাসি ঃ তমরা এত্তিনা। আর মুই গতা পাথারত ঢুনটি বেরাহু, ডাকি ডাকি গলাত বসি গেল। কহি আসিবেন ত।

গাবানু ঃ কেনে বরকিক ত কহি আসিননু। তোক কহেনি?

বাতাসি ঃ খবরদার বরকির কাথা মোক কহেন না। উয়ার কাথা তমার মুখে শুনলে গতরত মোর তুলি যায়।

গাবানু ঃ হে ল্লে গতরত তুলি উঠে। তোক কহেনি।

বাতাসি ঃ উয়াই কহিবে মোক। তমরা কহি আসিবা পারেন নি? ঐ ত তমরাও পাথারত আসিলেন। আর মোর সঙ্গে তমাক নিহনে নাগাই দিলে ঝগরা। মোক কহচে বড্ড বেলা করি, ছতকি পাথারত পন্তা নিগা। মুই কহচুং, তোক যুংকা কহি গেলে তুহে নিগা দু ঝুনাতে ঠেলা ঠেলি ঝগরা।

গাবানু ঃ শালিরা তমরা বাড়িত বসি বসি দুই সতিনে করেহেন ঝগড়া আর পাথারত ভোকে ভোকে মুই হচুং ককরা। ঝগরা করি বরকি কি করেহে।

বাতাসি ঃ উহায় ঝগরা নাগালে। উহায় কান্দি মুন্দি তপলা বান্ধি বাপের বাড়ী চলি গেল।

গাবানু ঃ কি কহিলু বরকি বাপের বাড়ী গেল, বাপের বাড়ী গেল?

বাতাসি ঃ গেল নিতে কি?

গাবানু ঃ ঘর সংসারে উয়ার একদম মন নাই। বাপের বাড়ী গেল। শালী মোর বাপের বাড়ী গেল। উয়াক আর মুই নিবায়-নাউ-আইত থাকি বরকিক ভাতার ছাড়ি কনু।

বাতাসি ঃ ইংনা কাথা মোক খুবেই ভাল নাগিল।

গাবানু ঃ খুব ভাল নাগিল। সতিন বিদাই হইল - ভালত নাগবেই, আর তোক কহচুং?

বাতাসি ঃ মোক ফের কি কহচেন গে?

গাবানু ঃ যদি থাকিবা মেনায় থাকেক মোর বাড়ী, আর না থাকিবা মেনায় দুর দুর করি তহ বাপের বাড়ী দামাল ধরেক - মুই ফের একত বেহা করিম।

বাতাসি ঃ ই - এ দুতা বহুর নি ভাত-তিনতা বহুর সাদ। করদি মুই থাকতে কেনং করি বেহা করেন।

গাবানু ঃ তমার কাহিচাললার তাংনি করিবা হোবে। মরদ মানুষ হামরা দশতা বেহা করিবা পারি। নে খরাকলা বারেক।

বাতাসি ঃ খরাকলা ত বারায় ছে, দেখা পাননি?

গাবানু ঃ বারা ছে ঠিকেই ত। ভোকে চুন্দি ধরিয়া। আরে নুন আর পন্তা, মুই কি গরু। বেসতি আনধি ত আনিবা পারিহিলুই। দুতা পিয়াইত আনিবা পারিহিলুই। আলশিয়ানি কু মা ঠিকার, দিম না কি।

বাতাসি ঃ মাইর ছাড়া কিছু বুঝেন নি। কহিলেই হোবে ন বস খা - অ ঘরত থাকিলেত আনিম, ঘরের কাথা পাথারত কহেন না। মোক কহি আসেন ভাল করি সবলা আনি খিলাম।

গাবানু ঃ ভোক অ ফের নাগিয়া আর কি করা যাবে - খাবায় হোবে। (গাবানু - গাস নাগাবে আর কি অমনি বাতাসি ডাকিল)

বাতাসি ঃ ঐ শুন - কিবা?

গাবানু ঃ গাসত খালি নাগাবায় চাহাচুং তাহায়-কি কহিবা চাহাচিস কহো।

বাতাসি ঃ বেভানে যে হালখান ধরি পাথারত আসিলেন — অসুক ধরা বেতি তাক ফের দেখি আসিয়ান।

গাবানু ঃ মুই আর কুন্না সময় পানু রে। কলার বেতিতার অসুক কমেনি। তুই হে ত মাহানতের বাড়ী আসা যাই করিহিস।

বাতাসি ঃ মাহানত ত্বাব দিয়া বাতাসি তুই সংসার দেখেক মোর দ্বারা হবা নাহা। আইত্কা ছুয়াতার ত্বর - অ বেশী আসিয়া গতর পা-লা নরাবা পারেনি।

গাবানু ঃ এলা ত্বাব দিয়া। একদিন মোক ডাকি কহিলে কিবা রে গাবানু তোর ছুয়াতাক বাসুলি ভুত ধরিয়া - মাহান - তালি করিলেই ভাল হই যাবে। আর মানুষের খেল ছে। মোক পাঁচশ তাকা দে। হক

ঝক পাঁচ শ তাকা খালে। এলা কহচে সংসার দেখেক। উয়াক ত মুই দেখা পাউ থেকেনাই গু ভাকারাম।

বাতাসি ঃ তাকা খাইলে ত আর কপালখান খায়নি। ন-খা-অ মুই বাড়ী যাউ ছুয়ালা খালি বাড়ীত ছে।

গাবানু ঃ যা - যা ছুয়ালা দেখিস। বরকি ফের বাড়িত নাই।

বাতাসি ঃ মুই গেনু খাই দাই এংনা কাম করি তপ করি বাড়ী আসেন।

(বাতাসি কিছু দুর যাই ফের ঘুরি আসি)

শুন-কিবা-খাই দাই ভান্ডলা নিগান ন- ত পাথার বাড়ী পাক্তার দি পালান।

গাবানু ঃ ধেৎ - খাবা দিবু না নাইরে - কাথা পাইসনি ভান্ডলা পাক্তার দি পালাম। তপ করি বাড়ীত যা খাবার শুংকা তেকের তেকের করিস না। মুই কি গতুয়া। বহুতার মোর কাথা শুন।

(গাবানু খরাক খাহা - উপাকায় দি যাইতে সরল দেখা পালে।)

সরল ঃ আরে কে উত গাবানু না। খরাক খাবা বসিয়া।

(সরল গাবানুক ঢুমকাই দেখিলে)

গাবানু হাত - পা - অ না ধুই খাহা গাবানু - গাবানু এই গাবানু

(সরল গাবানুর মাথাত বারি দিবে)

গাবানু ঃ কেউ কেউ উত এনং করি ঠাকারাং করি মাথাতাত বারি দিবা হয়। খরাকলায় ভাকারাই দিলু। ঐ মেম্বার দা ডাকিলে কি হয়। দিম নাকি।

সরল ঃ তোক কতক্ষুনতে ডাকুহুং। তুই শুনা পাইসনি। ঐ তাংনে বারি দিনু

গাবানু ঃ তুই মোক ডাকিহিলু। কেনে দাদা?

সরল ঃ ডাকুংনি - তুই শুনা পাইস নি। গাবানু শুন আগিস না তুই যে খরাকলা খাহিস - হাত পালা ধুইয়াইস। মাতি সুধায় গপ গপ করি খাই নিলু — ছিঃ ছিঃ ছিঃ

গাবানু ঃ হে মাতি সুধায় খাইলে তপ করি পেত ভরিবে। ভোকের সুংকা হাত আর পা-অ ধুয়া।

সরল ঃ ইস। তোক এত ভোক নাগিয়া মাতি সুধায় খাই নিলু। এতে তোর কি হোবে অনিস - পেত খারাপ হবে। তোর অসুক হবে।

গাবানু ঃ কি কহিলু দাদা মাতি খাইলে পেত খারাপ হয়। ঐ তাংনে ভোর আইতে পেতত মোর ভিট্টিম ভাট্টাম করি শব্দ করে। এই মাতি খাই হচে বুঝি।

সরল ঃ হে মাতি খাই হচে। তার পর মাতিত কি থাকে জানিস। ডাইরিয়া, কলেরার জিবানু। আর ক্রিমিও থাকে।

গাবানু ঃ ক্রিমিলা - অ মাতিত থাকে থু - থু - থু। ক্রিমি সুধায় খাই লিলু। তোর উপর আগ করা মোর ভুল হইগেল দাদা। আইত মোর জ্ঞান হইল। ভাল করি হাত পা-অ ধুম তার পর খাম।

সরল ঃ হে তাতে অসুক হবা নাহা। খাইতে ভাল হাগবে। পেততভাল থাকবে। গাবানু ব্যাপার কি ভায়া এতত বেলায় পনতা খাহিস?

গাবানু ঃ আর কহিস না দাদা। দুতা বেহা করি যা জ্বালা - যন্ত্রনাত পরিয়াউ বরকি কহচে ছতকিক - ছতকি কহছে বড়কিক। এই করি দুই সতিনে ঝগরা ঝাতি করি ছতকি শেষ বেলায় পনতা দিগেল।

সরল ঃ তোর উচিৎ শাস্তি হচে। গাবানু, যেমুন সক করি দুতা বেহা করিবু দু - মাউগার ত শাস্তি হবেই, কাথায় ছে এক মাউগার স্বর্গেবাস দু মাউগার নরক বাস।

গাবানু ঃ না দাদা সক্ করি বেহা করুনি। বড়ই দুখেঃ করিয়াউ।

সরল ঃ মোর আগা আর মিছা কাথা কহিস না গাবানু। কেহ ফের দুঃখে দুতা বেহা করে। এই কাথাত আত্তিকায় তোর মুখে নয়া শুনিনু যার মেলা সম্পতি ছে খাবার নোক নাই, তাই করে দুতা তিনতা বেহা।

গাবানু ঃ ছেচায় দাদা বড়ই দুঃখে বেহা করিয়াউ।

সরল ঃ "রাগি" আর মিছা কাথা কহিস না -ত-গাবানু।

গাবানু ঃ 'রাগি' এই দাদা কি দুঃখে মুই বেহা করিয়াউ জানিস। না জানি, না শুনি ফতর ফতর করিহিস। জানিস তুই মোর দুঃখের কাথা?

সরল ঃ গাবানু ক্ষেপিহিস কেনে। ক্ষেপিলে ত হবানাহা। কি দুঃখে বেহা করিয়াইস তোক কহিবা হোবে? তে ত বুঝিম।

গাবানু ঃ ঐলা শরমের কাথা শুনিসনা দাদা। কহিতে শরম নাগেহে।

সরল ঃ শরমের কাম করিয়াইস শরম ত-নাগিবেই।

গাবানু ঃ তোক শুনাবায় হোবে দাদা ওগে দাদা কি শুনিবু বরকি বহুতার ৪-চারতা ছুয়া হইল, সবলায় নাকি বেতি হবা হয়। দাদা মোর এই তয় দুখ। যদি খালি একত বেতা হলহয়।

সরল ঃ ও হো তোর এইতয় দুঃখ। বেতা নাই?

গাবানু ঃ পারার নোকলাক তিজ্ঞাসা করুং। দাদাগে ত মার ফের বেতা হইলে, মোর যে বেতা হচেনি কি করা যাবে? কহচে গাবানু তোর ইত বহুর বেতা হবানাহা - বেতা নিবা চাহিলে তোক ফের একত বেহা করিবা হোবে। বেহার কথা শুনি মোর গতরত কুমাঠিনা শিহিরি উঠিল। বেহা করিলে যদি বেতার নাগাল পাল যায়, বেহা করিবায় হয়। ঐ ত দাদা বেতার আশায় পারার নোকলার কাথায় বেহা কনু।

সরল ঃ তার পর কি হইল?

গাবানু ঃ হে এক বছর ধরি দূর্গা পূত্র - লক্ষ্মি পূত্র কালি পূত্রত শ্বশুর বাড়ি আসি যাই করতে করতে ছতকি বহুত পুয়াতি হইল। মোরে মোরে চা দোকানে পারার ছন্ডালার সঙ্গে দেখা হয়। গাবানু তোরত বেতা হবেই চাহা খিলানিতে। খা -অ নিতে রে কত খাবেন। এনং করি বেতার আশায় কত যে তাকা খরচ কনু হিসাব নাই দাদা।

তার পর একদিন বহুতার পাসতি হবা ধলে - কেনং করি যে পারার বেতি ছুয়াতা তের পালে মোর বহুর ছুয়া হচে। মোর বাড়ী সবাই আসি হাত্তির। মোর আর বসিবার অগা নাই। মুই তুংকা বাহির ধাপত বসি দড়ির ঢেড়া পাকাহুং। আর মনে মনে ভগবানের নাম নহুং - হায় ভগবান ইবার কি যে হোকে - কপালত। আর এংনা পর মোর ভাতিতি ডাকতে ডাকতে দৌড়ি আসেছে তেঠুগে তেঠু মোর তেঠাইর ছুয়া হইল। কি হইল গে? বেতি। হা ইত বহুর ফেরবেতি আরম্ভ হইগেল। কুমাঠি ঘামি সিনান হই গেনু দাদা ঢেরাত কুত্তি যে পাকতার দিনু মনে নাই।

সরল ঃ ইতা বহুর ফের বেতি হইল?

গাবানু ঃ তার পর আর শুনিবু দাদা। যে নোকত কয়হাল বেহা করিলে বেতা হবে তার ঠিনা গেনু - হাগে দাদা তোরহে কাথা তোরহে বার্তা বেহা করিলে বেতা হবে। কহিলে বেতা হয়নিরে গাবানু না! তোর মতন বক্কা নাইরে গাবানু। হই ফের মকে কহচে বক্কা মোর কুন নাইনের গন্ডোগোল হইল নাকিরে বাবা? নোকত কহিলে প্রথম প্রথম পুয়াতির বেতি হবায় পারে। তুই আর একবার চেষ্টা করি দেখেক ত। যান তিউ মারি আর একবার চেষ্টা করি দেখিনু। হে বহুত ফের পুয়াতি হইল। ছুয়া হইল। ইত ফের বেতি হইল গে দাদা। এই করি বরকির ৪তা ছোতকি ২তা - ৬তা বেতির বাপ।

সরল ঃ সর্বনাস করিয়াইস গাবানু! এতলা বেতি তুই বেহাবু কেনং করি। মানুষ একত বেতি বেহাইতে হিমসিম খাই যাহা। বেতির বেহাত যে পন চালু হইলে সনা রূপা, সাইকেল, রেডিও ঘরি ফের নগদ

তাকা।

গাবানু ঃ ঐ যে কহিলু দানের কথা। ইত মোর হ ইচ্ছা ছিল দাদা। যদি খালি একত বেতা হল হয়। বেতার বেহাত ডবল করি তাকা নিনুহুই আর বসি বসি খানুহুই।

সরল ঃ এলা যে তোকে দিবা হোবে।

গাবানু ঃ শুনবু দাদা হামার গায়ের চানদিয়া মণ্ডল উয়ার হাইস্কুলের মাষ্টার বেতার তাংনি বহু আনলে - কেতলা দান নিলে অনিস - দশ ভরি সনা, পালং খাত, আলমারি, ফ্রিত, মতর সাইকেল, আর নগদ তিন লাখ তাকা। বেতির বাপত চানদিয়া মণ্ডলের মাষ্টার বেতাতাক কিনি নিলে। এই দেখি ৬তা বেতির চিন্তায় দাদা আইতে মোর নিন আসেনি। পেতোত খরাক সন্দায়নি।

সরল ঃ তুই খুবেই ভুল করিয়াই গাবানু। আইত- কাইলের দিনে বেতা বেতি সমান গুরুত্ব। যদি একত কি দুতা বেতি নিলুহুই। তাইলে অমাকে লেখা পরি শিখাই ভাল করি মানুষ করিবা পারিহিলুই। দেখা পাইসনি কত বেতি আইতকাইলে চাকরি করেহে। মাষ্টারি করেহে, প্রধান হচে। মন্ত্রী হচে। আর কত কি হচে। ইন্দিরা গান্ধির নাম শুনিস নি।

গাবানু ঃ মোর খুবেই ভুল হইলে দাদা। ঐ জ্ঞানতয় মোর ছিল নি। কিবাগে দাদা একত কাথা তোক কহিবা চাহাচুং মোর বুঝি আর বেতা পুত্র হবানাহা - দুতা বহুরে পরিবার পরিকল্পনা অপারেশন করি নিবা চাহাচু। অপারেশন করি মানুষলা ছত সংসার তিয়ার করিয়া।

সরল ঃ খুবেই ভাল। খুব ভাল। এই ত তোর মাথাত ভাল বুদ্ধি আসিয়া। করি নিবু আর একত কাথা গাবানু মুই শনুহুং তুই নাকি ভাল গাউন তিয়ার করিয়াইস। তোর গাউন শুনি সবাই তোর নাম করেহে। মোক একখান গান শুনাত।

গাবানু ঃ এই একত ফের ভেত্তল নাগালু পাথার বারিকার নোকলায় কি গাউন শুনিলে। আর যাইয়ে দেখা পাউক এই গাবানু এক খান গাউন শুনানি - তহফের গাউন শুনিবা চাহাচিস —।

সরল ঃ শুনানি—

গাবানু ঃ শুনবুই দাদা তাইলে শুনেক —

গাউন ঃ—

শুনেক শুনেক ওগে দাদা —

মোর সুখের কাথা

ভিতি -ইসকুলে নেখা পড়া শিখিয়া

চোখ গেলে মোর খুলিয়া —

এত দুঃখের ভিতর মোর একত সুখের কাথা তোক কহচুং দাদা। সরকার ভি তি ইসকুললা খুলাই নিরক্ষর মানুষলার খুবেই উপকার করিয়া মোর মতন কত নিরক্ষর মানুষ ভি তি ইসকুলত পড়ি শিক্ষার আলোইত আসিয়া।

ওনা —

পরিবা পারেছু বই গে দাদা

নিখিবা পারেছু নাম

দেখেহু দাদা লেখা পড়ার সমান

দেশে নাই সম্মান।

সরল ঃ তাইলে সরকার ভি তি ইসকুল খুলাই মানুষ লার উপকার করিয়া গাবানু। তোর মুখে ভি তি ইসকুলে উপকারের কাথা শুনি খুবেই ভাল নাগিল। বুকখান মোর ভরি উঠিল।

গাবানু ঃ হে দাদা আর কার না হইলে -অ মোর হইলে। আহা - হা দাদা মোক খুবেই খারাপ নাগেহে। মোর ত্বর আসি পইল। মাথাত ঘুরি উঠিল। মোক ধোর দাদা।

সরল ঃ দেখুং দেখুং। ছেচায় ত গাবানু তোর ত্বর আসিল। সর্বনাশ এই ত্বরত তোর কত দিন ধরি হচে থর থর করি কাপিহিস।

গাবানু ঃ হে দাদা ১৫ দিনের মতন হচে গতাকায় খাইলেই ত্বর আসিবে। মাহাতের তলপরা খাহুং দাদা। মাহানত কহচে বাতাস ঠেকিয়া।

সরল ঃ সর্বনাশ কি কহচিস ১৫ দিন হচে, কোন ডাক্তারক দেখাইসনি। ত্বষধ খাইসনি। মাহাতের তলপরা খাহিস।

গাবানু ঃ হে দাদা। কিছুক্ষন পর পর এমনি ভাল হই যাহুং। ঐ তাংনে চিকিৎসা করুনি। তল পরায় ত খাহুং?

সরল ঃ কি কহচিস কুন চিকিৎসা করিসনি। এই ত্বরত তোর ভাল নাহায় এই রকম ম্যালিরিয়া ত্বর হয়। কালা ত্বর হয়। এইলা ত্বরের চিকিৎসা না করিলে তোর আয়ু আর বেশী দিন নাই। তল পরায় কিছু হবা নাহা। কহচুং।

গাবানু ঃ কি কহচিস দাদা। মারা পরিম। তাইলে এর উপায় কি হোবে?

সরল ঃ উপাই ছে, হাসপাতাল যাই ডাক্তারক কহিবা হোবে ডাক্তারবাবু ১৫ দিন মোর ত্বর চলেহে। ডাক্তার তুংকা তোর রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করি দিবে। রক্ত পরীক্ষায় যদি ম্যালেরিয়া, কালা ত্বর ধরা পরে - তোক বিনা পাইসায় ঔষধ দিবে। আর এক দিনও দেরি করিস না। আইতে মশারি তাংগাই শুতিবু। তাইলে মশ কামরাবা নাহা। তাতে ম্যালেরিয়া হবা নাহা। মুই গেনু গাবানু। কাথালা ফম থুইস।

গাবানু ঃ ভাগ্য ভাল। ধুনতে মেব্বারতার সঙ্গে দেখা হইল। না হইলে যে কি হল হয়। মুই কালকায় হাসপাতাল যাই রক্ত পরীক্ষা করিম। বিনা পাইসায় চিকিৎসা হয়। অনা ছিলনি। মেম্বারতার ঠিনা অনেক জ্ঞানের উপদেশ পানু। না যাউ - মোক
ফের মিতিংগত যাবা হোবে। চাইরতা খাই দাই মিতিংগত যাম।

"দশরা দৃশ্যের ছবি"
গাবানুর বাড়ী। ছবিত গাবানু - বাতাসি
বাতাসি ঃ এক্ষুন হালুয়াত বাড়ীত আসিল নি। বেতিতার অবস্থা আইক্কা বেশী খারাপ, ছুয়াতাক হাসপাতাল নিগাবায় হোবে। হায় ভগবান কপালে যে কি হোবে। ছুয়াত চে-অ- গে-অ করেনি।
"এলায় গাবানু আসিল" —
গাবানু ঃ বাতাসি বাতাসি বাতাসি। এই কাম কোর ত মোক ভাত দে গতাকায় গরম গরম ভাত খাই মিতিংগত যাউং। নে নে দেরি করিস না। তারা তারি কোর। অগা দে তল দে, কুননা বসিম তে বাড়ী ঘরলা - অ সামতিশ নিরে। আন আন ভাত আন দেরি করিস না।
বাতাসি ঃ আই শুন। কলার ছুয়াত নিঢাল হই গেলে, চল ছুয়াতাক ধরি হাসপাতাল যাই।

গাবানু ঃ তুই ছুয়াত ধরি হাসপাতাল যা বাতাসি। তোর মতন বেতি ছুয়া মেলায় হাসপাতাল যাহা। মোক মিতিংগত যাবায় হোবে। মেম্বারত যাবা কয়হা। মিতিং এর গাড়ী চলি আসিয়া।

(ডাক - গাবানু - গাবানু - গাবানু)

ঐ সেন রে গরম - গরম - গতাকায় ভাত খাবা দ। মোর তাংনি সিত ধরি থন রে।

বাতাসি ঃ মুই কহচুং কি আইক্কা মিতিংগত যান না। চল ছুয়াত ধরি হাসপাতাল যাই। ছুয়াতার অসুক বেশী হই গেলে।

গাবানু ঃ ছুয়া ছুয়া করিস না ত। তুই ছুয়াত ধরি হাসপাতালত যা। মোক মিতিংগত যাবায় হোবে। মেম্বারত কয়হা মিতিং মিছিলে দেখা পাইলে মোক একত ইন্দিরা আবাসের ঘর দিবে। আন আন দেরী করিস না গরম গরম ভাত আন। দালান ঘরত শুতিম রে বাতাসি।

বাতাসি ঃ হায় ভগবান ভাত খাবা বসি গেল। এলা কি করিম কাথা - অ শুনি নি। মুইত ভাত আন্ধুনি। আই শুন।

গাবানু ঃ বেসতি হইনি - গতাকায় নুন ভাত আনেক। নুন ভাত খাই যাম।

বাতাসি ঃ শুন। শুন মোর একত কাথা শুন। ছুয়াতার অসুক মুই ভাত আন্ধিবা পারুনি। অসুকের ছুয়াত সমলাম না ভাত আন্ধিম।

গাবানু ঃ ভাতে ত চাহাচুং —

বাতাসি ঃ ভাত আন্ধুনি গে।

গাবানু ঃ কি কহচিস ভাত আনধিস নি। ছুয়ার অসুক দেখাইস। ভাত আনধিস নি। শালি ভাত আনধিস নি আইক্কা মারি তোক দলদল করিম। তার পর মিতিংগত যাম।

(গাবানু বাতাসিক ইচ্ছা মতন মারিবে - মাইর খাই বাতাসি কান্দিতে কান্দিতে কহচে) ঃ—

বাতাসি ঃ সতিনের ত্বলায় রে মোর
অঙ্গ যায় ত্বলিয়া
হায় কি মোর কপাল পরা
দিনে দিনে দিন যায় রে মোর
ঝগড়া করিয়া।
ওনা দিবা - নিশি মন কান্দেছে

নিরালায় বসিয়া

দারুন বিধতা

বাপ মায়ে বেহায় দিলে মোক

সতিনের ঘর দেখিয়া।

গাবানু ঃ সতিনের ত্বলা। সতিনের ত্বলা। এলা কহিলে হোবে। তোর বাপ মাও দেখি শুনি দিয়া। এই শুনেক মুই না খাই দাই গেনু মিতিংগত তুই ছুয়াত ধরি হাসপাতাল যাবু। আসি যদি দেখুং হাসপাতালত যাইসনি। তাইলে তোক আর পিতি দল দল করিম মুই গেনু।

বাতাসি ঃ হায় ভগবান। বেতিতাক হাসপাতাল নিগাবায় হবে। মুই যে মা অত করি কহিনু তাহা-অ শুনিলনি। ভগবান কপালত যে মোর কি ছে। ছুয়াতাক ঘুরাবা পারিম কি নাই। মুই দেরি না করি হাসপাতাল যাউঙ্গ।

(তেশরা ছবি)

হাসপাতাল। ছবিত ডাক্তার, বাচ্চা কলাত বাতাসি।

'বাতাসি ছুয়াত ধরি হাসপাতাল আসিল'

বাতাসি ঃ হাসপাতাল ত খুলা ছে। ডাক্তার বাবু ছেনা নিহি। চুয়াত মোর কেনং উৎপাত করেহে। ডাকতার বাবু ডাকতার বাবু মোর চুয়াতার তারাতারি চিকিৎসা কর ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার ঃ কে এসো, এসো -মা ভিতরে এসো।

বাতাসি ঃ মোর ছুয়াত দেখত ডাকতার বাবু অসুক হইলে। এলা চুপ হই গেল।

ডাক্তার ঃ দেখি দেখি। এহে তোমার বাচ্চা কেমন হয়ে গেছে। বাচ্চাতির কি হয়েছিল।

বাতাসি ঃ ডাকতারবাবু ছুয়াতার মোর ত্বর হচিল আর ৪-৫ দিন হচে একখান হাত, একখান ঠেং নরাবা পারেনি।

ডাক্তার ঃ কি বলছ মা - বাচ্চাতার ত্বর - হাত -পা - নরাতে পারছে না। সর্বনাস। এ তো পোলিওর লক্ষন। দেখি দেখি।

বাতাসি ঃ হে হে ডাকতার বাবু তপ করি চিকিৎসা কর

ডাক্তার ঃ ও হো বাচ্চাতার পোলিও হয়েছিল। মা একতা কথার উত্তর দাও তো সাব সেন্তারে, সেন্তারে যে প্রতি বুধবার পোলিও খাওয়ানো হয়। তোমার বাচ্চা পোলিও খেয়েছে। (ডাক্তার দেখল বাচ্চাতা মারা গেছে)। যক্ষা, ডিপথেরিয়া, তিতেনাস, হুপিং কাশি, হাম, এ সব এর সুই নিয়েছ।

বাতাসি ঃ না ডাকতার বাবু খিলাইনি। হামার পারার মাগীলা অমার ছুয়ালাক সাব সেন্তার নিগায়। মুই নিগাউ নি।

ডাক্তার ঃ বাচ্চার মা হয়েছ, বাচ্চার ভালর তন্যই কি কি করতে হয় তননা। দেখেও শিখনি। তার পর মাসে মাসে পোলিও বুথ হয় - বাড়ী - বাড়ী গিয়ে পোলিও কর্মীরা পোলিও খাওয়ায়। খাওয়াইছ পোলিও।

বাতাসি ঃ না ডাকতার বাবু মিছা কাথা কহচিন। দেরি করেন না ডাকতার বাবু। ছুয়াত মোর কেনং হই গেল।

ডাক্তার ঃ তোমার বাচ্চাতার আমি নারি পাচ্ছিনা। বুকতাও উঠা নামা করছে না। তোমার বাচ্চা ভাল নাই বাচ্চাতার এত দিন কি চিকিৎসা করছিলে।

বাতাসি ঃ মাহাতের চিকিৎসা। তল পরা, তেল পরা আর তরি - পতি মাহাতালি করিহিন ডাক্তারবাবু। দেরি করেন না ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার ঃ এতদিন মাহাতালি ঝাড় ফুক চিকিৎসা করে সময় পার করে আত মেয়েকে নিয়ে এসেছ হাসপাতালে। মা তোমাকে একতা সত্যি কথা বলি, আর আমাকে বলতেই হবে - তোমার বাচ্চা বেচে নেই - পোলিও রোগে মারা গেছে।

বাতাসি ঃ না ডাকতার বাবু ছুয়াত মোর মরেনি। পথখান কান্দিতে কান্দিতে আসিল। ভাল করি দেখ — ছুয়াত মোর মরেনি। চিকিৎসা করিলেই ভাল হই যাবে।

ডাক্তার ঃ আমিতো তোমার শিশুতিকে ভাল করে দেখলাম পরীক্ষা করলাম তোমার শিশুর পোলিও হয়েছিল। পোলিও রোগে তোমার শিশুতি মারা গেছে।

বাতাসি ঃ না - মারা যায়নি। ছুয়াত মোর ভাল করি দ ডাকতারবাবু।

গাউন— ওনা পাও ধরিয়া ডাকতার বাবু
কহেচু তোমাকে ডাকতারবাবু - হে
দয়া করিয়া ডাকতারবাবু

বাচা - অ মোর ছুয়াকে।

তমরায় হবেন মোর মাতা - পিতা

তমরায় ভগবান

দয়া করিয়া ডাকতারবাবু

বাঁচা — অ মোর ছুয়ার প্রান।

ডাক্তার ঃ মা - শুন শুন। মরা বাচ্চা কোলে করে নিয়ে এসেছ হাসপাতালে। এই মরা বাচ্চা আমাকে ভাল করতে বলছ। অসম্ভব। এখন মিছায় কান্না কাতি করছ মা।

বাতাসি ঃ ডাকতার বাবু। হায় ভগবান মোর কপালত কি হইল। ছুয়াতাক মুই হারাই ফেলনু।

ডাক্তার ঃ তমাকে তোর হাত করে বলছি হাসপাতালে আর কান্না কাতি করনা মা। তুমি ত আগেই ভুল করে বসে আছ।

বাতাসি ঃ ভাল করি দেখনি ডাকতার বাবু। ছুয়াত মোর মরেনি।

ডাক্তার ঃ আঃ আঃ তুলুম করনা মা। আমার ক্ষমতার বাইরে। বলছি তো পোলিও রোগে তোমার বাচ্চা মারা গেছে। কান্না কাতি করিলেই বাচ্চার জীবন ফিরে পাওয়া যায় না। সময় মতো চিকিৎসা করাতে হয়। বাড়ী যাও। "মায়ের মন" — বাড়ী যাও।

বাতাসি ঃ ডাকতার বাবু। হায় ভগবান বড় আশা করি হাসপাতালত আসিননু। ছুয়াত মোর ভাল হবে। মুই হতভাগী। পোলিও না খিলাই ছুয়াত নিজের দোশে মারি ফেলানু। এই মরা বেতি ধরি কুন মুখে বাড়ী যাম। মোর সুয়ামিক কি তাব দিন। চলি যাহি ডাকতার বাবু।

ডাক্তার ঃ দেখলেন তো। আতনিজের ভুলেই বাতাসি তার মেয়েতিকে হাড়াল। এত ব্যবস্থা থাকতে ও যদি শিশু মারা যায় — ডাক্তার হিসাবে আমাদের দুঃখ লাগে। মায়েরা এমন সময় বাচ্চা নিয়ে আসে আমাদের আর করার কিছু থাকেনা। যদি বাচ্চাতাকে ঠিক মতো পোলিও খাওয়াতো তিকা নিত তাহলে বাচ্চা মরত না। অনেক সময় আমরা নিজেরাই কিছু কিছু ভুল করি। ডাক্তার হিসাবে আমার অনুরোধ কেউ এমন ভুল করবেন না। সব শিশুকে সাব সেন্তারে নিয়ে গিয়ে তিকা করাবেন আর পোলিও খাওয়াবেন। ডাক্তার হিসাবে আমার আর একতি কথা আপনাদের বলি দেশে যেমন ভাবে বসন্ত রোগ নির্মূল হয়েছে। তেমনি ভাবে পোলিও রোগ ও আমরা নির্মূল করতে চাই, তাতে আপনাদের সকলের সহযোগীতা চাই।

"চৌঠা ছবি"

গাবানুর বাড়ী। ছবিত গাবানু — বাতাসি

গাবানু ঃ দেখিয়ান বাতাসির কাণ্ড। বাড়ি ঘর হা - করি ফেলাই থুই কুন্না যে গেলে। বাতাসি - ও হো বাতাসি বুঝি হাসপাতাল যাবা পায়। কলার বেতিতাক ধরি। বেলা শেষ, এলা - অ ছুয়াত ধরি আসিলনি। হায় ভগবান কিযে হইলে। আসোক দি ছুয়াত ধরি।

"কলাত মরা ছুয়া ধরি বাতাসি আসিল"

বাতাসি ঃ সুয়ামি - সুয়ামি - সুয়ামি পোলিও রোগে হামার ছুয়াত মারা গেলে।

গাবানু ঃ তুই মোক কি কাথা শুনালুরে বাতাসি — আঃ হাঃ হাঃ।

বাতাসি ঃ ডাকতারত ছুয়াতাক দেখিশুনি, মোর মুখে সব শুনি কহিলে পোলিও না খিলাই হামরা ছুয়াত মারি ফেলান।

গাবানু ঃ পোলিও পোলিও। কি কহচি বাতাসি। বেতিত হামার পোলিও রোগে মারা গেল। আঃ হাঃ হাঃ হায় ভগবান মিতিংগত না যাই যদি ছুয়াত ধরি হাসপাতাল গেনুহুই। তাইলে ছুয়াত বাচি গেল হয়। হামার কপালত কি হইলরে - বাতাসি।

বাতাসি ঃ সুয়ামী —

গাবানু ঃ যতবার পোলিও খিলাবা আসিয়া ততবার তোক ছুয়াতাক পোলিও খিলাবা মানা করিয়াউ। পোলিও না খিলাই হামরা খুবেই ভুল করিনরে বাতাসি। ভুল মোর ভুল।

গাউন ঃ—

আতি কি হইল, কি হইলরে বাতাসি
হামার কপালে আতি
ও মোর বাতাসি রে —

পোলিও রোগে হামার বেতিত গেল- রে ছাড়ি
অবহেলা করিয়া রে বাতাসি
না খিলান পোলিও তিকা
ও মোর বাতাসি রে —
পোলিও রোগে বেতিত হামার
গেল রে ছাড়িয়া।

শেষবারের মতন ছুয়াত মোর কলাতে দেরে বাতাসি। আঃ হাঃ হাঃ আর কোন দিন মাও বাপ করি ডাকিবানাহো। মরা ছুয়াত কলাত করি বুকের ত্বলাত মিতাউ -দে দে বাতাসি দে কলাত দে। ভুল নিত্তের ভুল।

বাতাসি ঃ মরা ছুয়া কলাত নি কি বুকের ত্বলা তুড়ায় সুয়ামি। দশ মাস

আল কাপ পালা

ইউসুব-জুলেখা

রচনা- মাইতি মুখার্জী

১। নবাব সাত সাতটি সন্তানের জন্য চিন্তা করেন। উজিরের প্রবেশ। জনাব আসমানের দিকে তাকিয়ে দুই হাত তুলে মেহের বান খোদাকে কি বলছেন? মনের কথা উজিরকে বলে দশদিনের জন্য মসনদের দ্বায়িত্ব দিয়ে প্রস্থান।

এমন সময় সিপাহী শালা কাদের আলীকে ডেকে অষ্টম গর্ভের সন্তান প্রসব নেবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে খুন করতে হবে। (উজিরের প্রস্থান)।

শিপাহী শালা কাদের আলী বলছেন— এ দিন দুনিয়ার মালিক, খোঁদা মেহের বান, এ অষ্টম গর্ভের সন্তান নবাব বাংশের শেষ প্রদীপটাকে বাঁচিয়ে রাখ খোঁদা (প্রস্থান)।

২। রাজ ধাত্রীর প্রবেশ, হে দিন দুনিয়ার মালিক, উজিরের চক্রান্তে সাত সাতটি সন্তানের গলা টিপে খুন করেছি। তুমি আমায় মাফ করে দিও খোদা।

শিপাহী শালা কাদের আলীর প্রবেশ। কাদের আলী হুকুম করেন রাজ ধাত্রীকে। অর্থের লোভ দিয়ে বলেন বেগম সাহেবার অষ্টম গর্ভের গর্ভবতী সন্তান প্রসব নেবার সঙ্গে সঙ্গে গলা টিপে খুন করতে হবে। রাজধাত্রী কাদের আলীর পায়ে ধরে অনুরোধ করেন— নবাব বংশের শেষ প্রদীপটাকে বাঁচতে দেন। আঁখির পানি দেখে শিপাহী শালা বলছেন— কি করে সন্তান বাচাবি?

রহিম বক্সের যমজ সন্তান প্রসব নিয়েছে আজ রাত্রে, একটা কন্যা সন্তান একটা প ু ত্র সন্তান। কন্যা সন্তানটা বেঁচে আছে, আর পুত্র সন্তানটা কে নিয়ে তার বিবি ইন্তেকাল করেছে।

এ কন্যা সন্তানটাকে এনে দিতে পারেন, তবে আমি নবাব বংশের শেষ প্রদীপটাকে বাঁচিয়ে নিতে পারব। (উভয়ের প্রস্থান)

৩। রহিম বক্সের প্রবেশ, কন্যাসন্তানকে নিয়ে মেহেরবান খোদার কাছে অনুরোধ করছেন— কি গুনাহ করেছি? এমন সময় কাদের আলীর প্রবেশ। দোস্ত আড়াল থেকে সব কথাই শুনলাম আমি, এক কন্যাসন্তানকে আমার হাতে তুলে দাও— থাকবে নবাব দরবারে। কিন্তু আমি বাঁচব কি নিয়ে? তোমাকে বাঁচার জন্য একটা পুত্র সন্তান দিয়ে যাব, তাকেই তুমি তোমর মত ব্যবহার করে

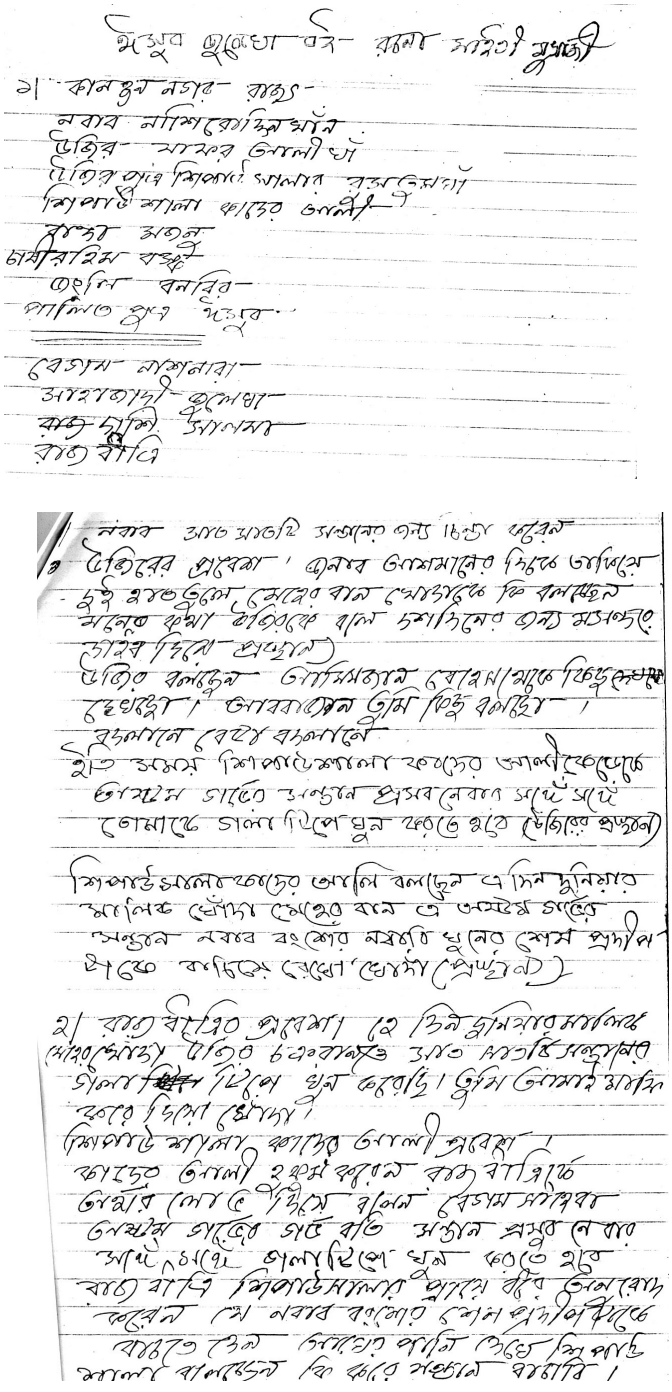

আলকাপ গানের পাণ্ডুলিপি, দুলাল ঘোষের কাছ থেকে প্রাপ্ত। মালদা

মানুষ করবে। তার মুখ থেকে তুমি শুনতে পাবে বাপজান ডাক। আসি দোস্ত, খোদা হাফেজ খোদা হাফেজ (উভয়ের প্রস্থান)

৪। নবাব নাশির খাঁ— দেখতে দেখতে দশদিন পূর্ণ হয়েছে, মনে হয় বেগম মহল থেকে রাজধাত্রী শুভসংবাদ নিয়ে দরবারে আসছে।

রাজধাত্রীর প্রবেশ— যাহাপনা, যাহাপনা— আনন্দ করুন। কিসের আনন্দ রাজধাত্রী? বেগম আমিনার গর্ভে থেকে কন্যাসন্তান জন্ম নিয়েছে। আনন্দে মুক্তহার ইনাম দেন। (উভয়ের প্রস্থান)

৫। জংলি সরদার বনবীরের প্রবেশ—

বনবীর তার জঙ্গলের চিন্তা করেন এমন সময় রহিম বক্স দোস্ত দোস্ত বলে বনবীরের কাছে আসে, মনের সব কথা বলে, তার পুত্র সন্তান বনবীরের হাতে তুলে দিয়ে ইন্তেকাল করলেন।

ইন্তেকালের সময় বনবীরকে বলেছিলেন এ সন্তানের নাম ইউসুব।

শিপাহী শালা কাদের আলী যদি কোনদিন তোমার কাছে আসে জানতে চায় তবে এসন্তানের পরিচয় তুমি তাকে দেবে, তাছাড়া কেউ যেন না জানে। খোদা হাফেজ। (উভয়ের প্রস্থান)

৬। নবাবের প্রবেশ— দেখতে দেখতে বেটি জুলেখা অনেক বড়ো হয়েছে। বাপজান বলে যতক্ষণ না ডাকে, ততক্ষণ শান্তি পায় না।

এমন সময় বেগমের প্রবেশ, বেগম নবাব কে বলছেন— জুলেখার সাদির কথা চিন্তা করবেন। (উভয়ের প্রস্থান)

৭। বনবীরের প্রবেশ— বেটা ইউসুব দেখতে দেখতে অনেক বড় হয়ে গেল। বাবুজী বাবুজী বলতে বলতে ইউসুবের প্রবেশ। গরুর পাল নিয়ে মাঠে যাব বলে (প্রস্থান)। বেটা গরুর প া ল নিয়ে মাঠে চলে গেল, আমাকে দেখতে হবে বেটা ইউসুব কতদূর গেল— হাসি দিয়ে প্রস্থান।

৮। বাপবেটার প্রবেশ যুদ্ধ অবস্থায়, জাফর + রুস্তমের প্রবেশ। অস্ত্র উজিরের হাত থেকে পড়ে যায়।

রুস্তম জিজ্ঞাসা করছেন, বাপজান এ বয়সে মকতবে লেখাপড়ার সময় কিন্তু আমার হাতে হাতিয়ার কেন তুলে দিয়েছেন? মনের সব কথা বলে বাপ বেটার প্রস্থান।

দরবার — নবাব নাশির খাঁর প্রবেশ, শিপাহীশালা কাদের আলীর প্রবেশ, নবাব বক্তৃতা রাখেন, বক্তৃতা শেষে কাদের আলীকে নকরী থেকে বরখাস্ত করেন।

উজির নবাবকে বলছেন, বরখাস্ত করার আগে অসি যুদ্ধ পরীক্ষা নেন। শিপাহীশালা কাদের আলীর হাতিয়ারের টক্কর এর সঙ্গে দেবে কে? আমার বেটা রুস্তম।

অসি যুদ্ধের পর শিপাহী শালা কাদের আলীকে নোকরী থেকে বরখাস্ত করলেন। নয়া শিপাহীশালা উজির পুত্র রুস্তমকে নিযুক্ত করে দরবার শেষ করে উভয়ের প্রস্থান।

৯। ইউসুব-জুলেখার সাক্ষাৎ গীত শেষে প্রস্থান। শিপাহী শালা রুস্তম বান্দা মজনু আড়াল থেকে দেখে নবাবকে সংবাদ দেন। (প্রস্থান)

১০। নবাবের প্রবেশ। শিপাহীশালা রুস্তম + বান্দার প্রবেশ। জংলি জানোয়ার বাচ্চাকে বন্দি করে দরবারে হাজির করো বলে— প্রস্থান। কাদের আলী-ইউসুব উভয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় নেওয়ার পর— প্রস্থান।

১১। দরবারে নবাব নাশির খাঁর প্রবেশ। তাঁর সঙ্গে উজিরের প্রবেশ।

কে বেজ্জোত করেছে আপনাকে? আপনার চেষ্টা রুস্তম, আমার বেটা রুস্তম, এই তো জনাব দরবারের দিকে আসছে। বিচার আরম্ভ, ইউসুবের বিচার— ইউসুবের শাস্তি হত্যা।

এমন সময় জুলেখার প্রবেশ (গীত), শীত শেষে রুস্তম কে জুলেখার নজর বন্দীর হুকুম করেন। (প্রস্থান)

নবাব নিজে হাতে ইউসুবকে হত্যা করতে জান। জংলী বনবীরের প্রবেশ। হত্যা করবেন না জনাব!। কে তুই? আমি বনবীর। পা ছেড়ে দে। অতিষ্ট ছোট জাত! শাস্তি দুই বাপ-বেটাই পাবি।

১২। বেগমের প্রবেশ— কার বিচার করছেন দরবারে জনাব? অতি ছোট জাতের— একবার তাদেরকে দেখি বলে মুখের কালো পরদাটা সরিয়ে দেখ, তোমার ডানদিকে দাঁড়ি আছে। একি জনাব! একি দেখলাম! আমি কিছু চাই না, আমি চাই শুধু তাদের মুক্তি। বেশ তোমার কথা মতো তাঁদের মুক্তি দিলাম। অতি ছোটজাত, জংলি জানোয়ার, মুক্তি দিলাম দুই বাপ বেটাকে। কিন্তু জন্মভূমি কাঞ্চন নগর পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে। (প্রস্থান)

১৩। জুলেখার প্রবেশ— ইউসুবের জন্য চিন্তা করেন। বেগমের প্রবেশ, বেটি জুলেখাকে নজরবন্দি থেকে মুক্ত করে দিলেন। (প্রস্থান)

১৪। ইউসুবের প্রবেশ — জন্মভূমি পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

জুলেখার প্রবেশ— ইউসুব আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যেও না।

বনবীরের প্রবেশ, ছেড়ে দে আমার বেটাকে। পা জড়িয়ে ধরে জুলেখা, কাঁদে। ছুড়ে ফেলে দিয়ে ইউসুবের হাত ধরে বনবীর (প্রস্থান) জুলেখা পড়ে গিয়ে কেঁদে গান করেন (প্রস্থান)

১৫। দরবার চিন্তা বেজ্জ, বেজ্জত নিকারের পাইজার ছুড়ে আমার মুখে মেরেছে।

উজিরের প্রবেশ— কে আপনার মুখে পাইজার ছুড়ে মেরেছে জনাব!

রুপনগরের সাহাজাদা সাদিতে ইনকার করেছে আমার বেটি জুলেখাকে, মান সম্মান রক্ষা করুন। চিন্তা করবেন না জনাব আমার বেটা রুস্তুম তো আছে। (বেগম বলছে) রুস্তুমের সঙ্গে কার সাদি জনাব? উজির পুত্র রুস্তুমের সঙ্গে বেটি জুলেখার সাদি না জনাব, একটা বদ্ধ মাতাল রুস্তুমের সঙ্গে কিছুতেই সাদি হতে পারে না।

নবাব বলছে— উজির সাহবে আমি জবান দিয়েছি সাদি আপনার বেটার সহিত হবেই।

(প্রস্থান)

১৬। উজির বলছে— মহামান্য বেগম সাহেবা, আপনাকে এতদিন বেগম সাহেবা বলে সেলাম জানিয়েছি কিন্তু আজ থেকে আর বেগম সাহেবা বলে সেলাম জানাবো না। কারণ আগামী জুম্বাবারে আপনার বেটি জুলেখার সঙ্গে আমার বেটা রুস্তুমের হবে সাদি। আপনি হবেন বিহান সাহেবা, তাই তো এই সময় কেউতো নেই, আসুন—আমি আর আপনি গলে গলে মিলি।

চুপ করুন উজির সাহেব, এখনও আপনার বেটার সাথে আমার বেটি জুলেখার সাদি হয়নি। বলুন তো উজির সাহেব কদিপর আপনার বেটা রুস্তুম এই কাঞ্চন নগরের সাম্রাজ্যে বসে নবাব হবে? আশা করি আপনি যখন নবাবের বাপজান হবেন, আশাকরি আমার প্রশ্নের জবাব আপনি দিতে পারবেন।

উজির বলছে— জানা যদি থাকে আপনার প্রশ্নের জবাব আমি আপনাকে দিবো।

তবে শুনুন, একজোড়া পাইজারের দাম কত? পাঁচশ থেকে বড় জোর পাঁচহাজার। একটা টুপির দাম কত হতে পারে? পাঁচটাকা থেকে বড়জোর ৫০টাকা। তবে শুনুন, একজোড়া পাইজারের দাম পাঁচশো থেকে যখন পাঁচহাজার, আর একটা টুপির দাম পাঁচটাকা থেকে ৫০টাকা দাম এর স্থান কোথায় বলতে পারেন? এই প্রশ্নের জবাব চেয়ে উভয়ের (প্রস্থান)।

জুলেখা নজর বন্দি। দাসির প্রবেশ। বেগমের প্রবেশ— বেটি জুলেখাকে নজরবন্দি থেকে মুক্তি দিয়ে উভয়ের প্রস্থান।

১৭। নবাব সাদি সাদি বলে চিন্তা

উজির ও তার চেষ্টা রুস্তমের প্রবেশ।

সাদির কথা আলোচনা— উজির বলছে, নিয়ে আসেন আপনার বেটিকে।

বেগমের প্রবেশ— জুলেখা আর আসবে না। নবাব বলছে— কেন? বেটি জুলেখা পালিয়েছে। নবাব বলছে বলুন উজির সাহেব তার শাস্থি কি হতে পারে— বেগমের হত্যা। নবাব বন্দি। (উভয়ের প্রস্থান)।

১৮। ইউসুব জুলেখার প্রবেশ। পাগল বেশে ভিক্ষার গীত, গীত শেষে জুলেখাকে বসিয়ে রেখ খাবার কিনবো বলে ইউসুবের প্রস্থান।

শিপাহী রুস্তমের প্রবেশ। জুলেখাকে বেজ্জত করার জন্য উদ্ধত। এমন সময় শিপাহীশালা কাদের আলীর প্রবেশ। ইউসুবের প্রবেশ খাবার নিয়ে। বনবীরের প্রবেশ, নবাব বন্দি আছেন সেই সংবাদ নিয়ে শিপাহীশালা কাদের আলীকে জানিয়ে সকলের প্রস্থান।

১৯। নবাবের কারাগার।

উজির জাফর আলীর প্রবেশ। নবাবের কাছে মসনদ লেখে চায়। মসনদ দিচ্ছে বলে হত্যাকরার জন্য উদ্ধত এমনি সময় কাদের আলীর প্রবেশ। উজিরের সঙ্গে প্রতিবাদ করেন, করে উজিরকে হত্যা করেন।

নবাব বলছে তুমি কে মুখের কালো পরদাটা সরাওতো হে। তুমি আমাকে অন্ধকার কারাগারে দুসমুনকে হত্যা করে আমাকে বাঁচালে, তোমার আসল পরিচয় কী? তোমর মুখটা একবার আমাকে দেখতে দাও।

—একি! সিপাহী শালা কাদের আলী!

পরিচয় পাবার পর—

ইউসুবের প্রবেশ, বনবীরের প্রবেশ, জুলেখার প্রবেশ সমস্ত ঘটনা জানার পর সিপাহী হিসাবে পুনরায় নিয়োগ কাদেরআলী। ইউসুব জুলেখার সাদি দিয়ে কাঞ্চন নগররে মসনদ যৌতুক স্বরূপ দান করার পর নাটক সমাপ্ত।

*** এই পালাটির ভাষার কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। পাণ্ডুলিপিতে যেমন পেয়েছি, তেমনি রাখার চেষ্টা করেছি। কেবল মাত্র কয়েকটি বানান সংশোধন করেছি মাত্র। নীচে পাণ্ডুলিপি জুড়ে দেওয়া হল।**

ডোমনি পালা

ডোলি কে পিছে...

নারী পাচার বিষয়ক ডোমনী পালা

কিশোর রায়

১। রমণী - দিনমজুর

২। খগেন - দালাল

৩। শঙ্কর - সমাজসেবী

৪। গিরিধারী - পাচারকারী

৫। মিনু - রমণীর মেয়ে

৬। বিন্তী - রমণীর স্ত্রী

প্রথম দৃশ্য

(দিনমজুর রমণীর বাড়ি। রমণীর ১০-১২ বছরের মেয়ে মিনু একতা ফুলের পাত্র হাতে নিয়ে ফুল তুলছে, নাচছে আর গাইছে।)

মিনু ক্ষ্ম (গান) আরে হায় গেন্দা ফুল তোড়বই

আর হায় তারা ফুল তোরবই

আরে ফুল তোড়িক্যা পূত্র দেবই তোর — লক্ষ্মী মাতাগে।।

পুত্র ক্যারিকা খাইক্যা স্কুল যাবো পড়েলা (২)

ঘ্যর আইক্যা ভাতি বেলা (২) খেলব্যা পুলিশ-চোর।।

(ফুলের পাত্র নিয়ে প্রস্থান)

(মিনুকে ডাকতে ডাকতে তার মা বিন্তীর প্রবেশ)

বিন্তী ক্ষ্ম মিনু! মিনু রে -

(মিনুর প্রবেশ)

মিনু ক্ষ্ম কি হলি গে মা?

বিন্তী ক্ষ্ম স্কুল ন্যাই যাবে বেতি! বেলা যে গেল তলদি ক্যার্!

মিনু ক্ষ্ম হাঁ গে মা, আতকি রিহিন্ লে গে?

বিন্তী ক্ষ্ম কি আর রিহিন্বো রে বেতি! তোর বাপ তো খালি চাউল দে ক্যারিকা বাহার চ্যালি গেলো। এক কাম ক্যার্ তো বেতি, হামরা ভিড় দুতা রুপিয়া ছাও - খেঁসারি ক্যা দাল লেকে চালি আ।

মিনু ক্ষ্ম লীল্লা দাল্ দেক্যা ভাত ন্যাই খালা যাই গে! এক কাম ক্যারবো, কান্তা মে সত্না কে গাছ সে সত্না তোড়িক্যে লেকে আবি। ভাতি ক্যারি দে আর দাল ক্যারি দে।

বিন্তী ক্ষ্ম ন্যাই বেতি! সত্না ন্যাই তোড়িয়্যান। তোরা বাপ্ বাক্তো। আভি সত্নাকে বহুত দাম ছাও। উতাকে কাম ছাও ন্যাই তোড়িয়্যান!

মিনু ক্ষ্ম ন্যাই, হাম্মা তোড়বে ক্যারব!

বিন্তী ক্ষ্ম (গান) আরে হায় সাত্না মত তোড় গে;

সাত্না বেতি গহনা দেবাও তোর - সাত্না মত তোড় গে।।

হাতামে দেবো আঠিয়া-মাঠিয়া, কানামে দেবাউ লোর। (২)
গল্লামে দেবো দোহরা হাঁসোলিয়া, তিকলি ঝালা মোর—।।
সাত্না...দেবাউ তোর।।

কাচ্চু কাদিমা মে আগিন্ লাগলো, বাইগন ম্যা লাগলাও চোর - (২)
পরবল্ মে যে শিল্ গিরলো, কুঁত্রা পোঁছাও লোর-।।
সাত্না..... দেবাউ তোর।।

মিনু ক্ষ্ম হামরা বস্তে গহনা বানাবে?

বিন্তী ক্ষ্ম হাঁ বেতি! তু বড়া হোলছেন! একতা-দুতা ক্যারিক্যা ক্যারনা হোতো। তোরা আরও দুতা বহিন ছাও। কিন্হ্যা ক্যারি যে কি হোতো। ছোড় - যো বেতি যো! হেল্লে প্যায়সা লে!

(দু তাকা দেয়)

(মিনু চলে যায়।)

বিন্তী ক্ষ্ম তল্‌দি আবে। দেরি ন্যাই ক্যারিয়েন!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(দালাল খগেনের প্রবেশ)

খগেন ক্ষ্ম (গান) হাম্মা দালালি ক্যারি ফিরিও তোলা তোলা ম্যা

যাইবা হাম্মা তিওর তোলা ম্যা।।

বাহার কা মাক্কেল ধ্যারবো, (হাম্মা)

পয়সা কুছ কামাবো।

তাকা-পয়সা তান্‌ পাড়লো পাকিত ম্যা-

যাইবা হাম্মা তিওর তোলা ম্যা।।

(সিগারেত তানতে তানতে দেহাতি গিরিধারীর প্রবেশ)

গিরিধারী ক্ষ্ম এ ভাইয়া, যারা শুনত্‌ হো!

খগেন ক্ষ্ম হামরা বোলি?

গিরিধারী ক্ষ্ম হাঁ, তোহার বোলি! হিঁয়ামা খগেন বোলি কোই দালাল কো অনত্‌ হো?

খগেন ক্ষ্ম আঁ! হাঁ! তোরা ঘ্যার কাঁহা হোলি?

গিরিধারী ক্ষ্ম হামরা ঘ্যার হোলে ভাইয়া ইউ পি। সুখদেও সিং ঔ নে হামরা ভেত্তেল্‌বা। খগেন বাবু

ক্যা বা বোল্‌কি!

খগেন ক্ষ্ম ও... সুখদেও ঔ ভেত্তলাই! আরে ইয়া ইয়া। হাম্মা হোলিও খগেন দালাল।

গিরিধারী ক্ষ্ম ও, তুঁ খগেন বাবু! লে হো একতা চিঠ্‌ঠি সুখদেও ঔ নে দিয়া।

খগেন ক্ষ্ম চিঠ্‌ঠি! দেখিও, দেখিও

গিরিধারী ক্ষ্ম হাঁ, লেও! চিঠ্‌তি ম্যা সব লিখিকে দেলকো। (চিঠি দেয়)

খগেন ক্ষ্ম (চিঠি পড়ে) আরে! তোরা বিহা নাই হোলি?

গিরিধারী ক্ষ্ম (গান) কি আর বোলব্যা খগেনবাবু, হাম্মার আস্‌লি বাত্‌।

দশতা সাদী করল্যাই হাম্মা, এক্কো নাই হো সাথ্‌।।

চিঠ্‌ঠি ম্যা সব লিখিক্যা দেল্‌কো,

মিলালে হাত্‌ মে হাত্‌।।

খগেন ক্ষ্ম হাঁ হাঁ। সব লিখ্‌ল্যা ছাও। হাম্মা বুঝি লেলিও। ঠিক ছাও, কাম হো যাতো। চল অভি হামরা ঘ্যার চল্‌! হাঁ, শুন্‌- কোকরো কুচ্ছু বাত ন্যাই বোলবে। হাম্মা সব বেবস্থা ক্যারবো। চল্‌!

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(বিন্তী ঝাতা হাতে উঠান ঝাঁত দিচ্ছে। ক্লান্ত রমণীর প্রবেশ)

রমণী ক্ষ্ম মিনু- কাঁহা গেলে বেতি?

বিন্তী ক্ষ্ম ক্যানে কি হোলি? হামরা বোল্‌। উ বাহার গেল।

রমণী ক্ষ্ম কি আর বোল্‌ব্যা রে! চিন্তা মে কুচ্ছু আচ্ছা ন্যাই লাগি!

বিন্তী ক্ষ্ম কিত্‌ক্যা চিন্তা?

রমণী ক্ষ্ম চিন্তা ন্যাই হোতো? এত্তা বড়া সংসার! কাম ভি ঠিক সে ন্যাই মিলি! মিনু ভি বড়া হো গেল। ওক্‌রা বিহা কে ব্যবস্থা কর্‌না হোতো। কি ক্যারিক্যা যে কি ক্যারবো!

বিন্তী ক্ষ্ম হাঁ হো। উহা চিন্তা মে শেষ হো গেলিয়ো। তিনতা বেতি! ছোড় আভি উসম বাত্‌!

রমণী ক্ষ্ম (গান) ও মোর বিন্তীরে বাত শুননি (২)

ভাবি ক্যা হাম্মা কূল পাইয়ো নি।

রাতভর হাম্মা ছত্‌পত্‌ ক্যারিয়ো শুতেল পারিয়ো নি (২)

তোরা সানিক্যা চিন্তা মে হামরা নিন্‌ আইয়ো নি।

বিন্তী ক্ষ্ম (গান) ও মোর স্বামীহে বাত শুননি (২)

ইসব লেক্যা চিন্তা ক্যারিয়েন নি।

বেতি সানি ঘরম্যা হাম্মার আলিয়ো য্যাখনি (২)

বেবস্থা কুচ্ছু হোবে ক্যারতো তুতি যাইহেন নি।

রমণী ক্ষ্ম কি যে ব্যবস্থা হোতো ভগ্‌মান ত্তনে। তোরা সানিক্যা কপ্পাল মে যে কি ছাও কে ত্তনে?

বিন্তী ক্ষ্ম ছোড় আভি ইসম বাত ছোড়। বাহার সে আলে। লাহা ধোকে কুচ্ছু খাবে চল্‌। (উভয়ের

প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(খগেন ও গিরিধারীর প্রবেশ। সঙ্গে মদের বোতল ও সিগারেত এবং চাত্ থাকবে ব্যাগের মধ্যে।)

গিরিধারী ক্ষ্ম খগেনবাবু! আরে কেত্তাদিন্ লাগতো? তল্দি সে লেড়কীকা এন্তরমেন করল্যা ভই।

খগেন ক্ষ্ম হো যতো। একতা খবর ছাও। হামরা তোলা কে লড়কী।

গিরিধারী ক্ষ্ম তো দেরি কিস্ বাত্কা। ঝত্ বাত ক্যারো, পত্ বিহা দে দো!!

(শংকরের প্রবেশ)

শঙ্কর ক্ষ্ম কি ব্যাপার খগেন! সঙ্গের দোসরতি কে? নতুন দেখছি!

খগেন ক্ষ্ম মানে, ইয়া - (তোতলিয়ে যায়)

শঙ্কর ক্ষ্ম মানে! মানে কি?

খগেন ক্ষ্ম মানে - হামরা কুতুম ছাও!

শঙ্কর ক্ষ্ম কুতুম্! কোথাকার-?

খগেন ক্ষ্ম মানে - আমদাবাদ কা!

শঙ্কর ক্ষ্ম হুঁ! কি নাম তোমার

গিরিধারী ক্ষ্ম নাম হল্বা বাবু গিরিধারী সিং।

শঙ্কর ক্ষ্ম সিং! খগেন - তোমাদের আত্মীয় - আবার সিং?

খগেন ক্ষ্ম হাঁ, মানে, চল্হো কুতুম্, বেলা হো গেল, ঘ্যরমা চিন্তা ক্যারতো তল্দি চল্ -

(তাড়াহুড়ো করে গিরিধারীকে নিয়ে বেরিয়ে যায়)

শঙ্কর ক্ষ্ম এই খগেন, খগেন! কেমন যেন সন্দেহতনক মনে হচ্ছে। লোকতিকে বলল ওর আত্মীয়, এর আগে কখনও দেখিও নি। আতকাল বোঝা মুস্কিল কে কেমন লোক। তল নোতের কারবারি না উগ্রপন্থী না নারী পাচারকারী!! নত্র রাখা দরকার।

(গান) শুনো ওগো শুনো -

সাবধানে পথ চলতে হবে ভাই।

মুখোশ পড়া কিছু লোক, পয়সার দিকেই যাদের

ঝোঁক্

হাত বাড়াই অভাবের সংসারে

(তারা) তাকার লোভ দেখিয়ে নিবে ওগো ঠকিয়ে

এসব থেকে সাবধান হয়ে থাকা চায়।

(প্রস্থান)

(খগেন ও গিরিধারীর পুনঃ প্রবেশ)

খগেন ক্ষ্ম বাপ হো! বাচ্চি গেলিও! তোরা বোল্লিও যে বর্‌বর্ নাই ক্যারবে। ইসানি কে বাঁচ্চি কে চল্‌না হোতো। অরসি ভুল হোলে সে ধরা পড়ি যাবে।

গিরিধারী ক্ষ্ম আরে ছোড়ু! হাম্মা বহুৎ ঘাত্‌কে পানী পিওলবা। দশ-দশতা সাদী করেল্‌বা। এত্তা ডরলে সে কাম হোতো। বিত্‌নিস্ ন্যাই চ্যালতো।

খগেন ক্ষ্ম হাঁ ঠিকই ছাও! কিন্তু আপনা বস্তি মে একরা আগে কাম নাই ক্যারলিও তো-

গিরিধারী ক্ষ্ম ছোড়্ ছোড়্ পহলে ড্রিংক তেহা কর্ লে। (ব্যাগ থেকে বোতল-গ্লাস-চাত বার করে ও দুত্‌নে মিলে বসে খেতে শুরু করে।)

(উভয়ে মিলে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় গান ধরে নাচ করে)

(নাচ-গানের শেষে রমণী প্রবেশ করে।)

খগেন ক্ষ্ম আরে রমণী কাক্কা!

রমণী ক্ষ্ম কি খ্যবর ভাতিত্ত! কি ক্যারি! ইতা কে ছাও?

খগেন ক্ষ্ম কাক্কা! আভিয়ে তোরা বাত হাম্মা গিরিধারী কে বললিও। বৈঠ্ কাক্কা বৈঠ্! তো হাঁ হো তোরা বড়কি বেতি তা তো বিহা দেবে রকম হো গেল। কুচ্ছু বেবস্থা করলে কাক্কা?

রমণী ক্ষ্ম কি আর ক্যারবো রে খগেন! বড়া চিন্তা মে পড়ি গেলিয়ো।

খগেন ক্ষ্ম শুন্ কাক্কা, অরসি দারু পি। হামরা বাত শুন্।

রমণী ক্ষ্ম নাই রে দারু ন্যাই পিবো।

খগেন ক্ষ্ম পি না হো। কুচ্ছু ন্যাই হোতো। লে পি? (মদ দেয়) দেখ্ কাক্কা হামরা হাত একতা লড়কা ছাও। বেতি ক্যা বিহা দে দে।

রমণী ক্ষ্ম পাগলা কাঁহিকা। পয়সা কাঁহা পাব যে বেতি ক্যা বিহা দেবো। তোরা বাত শুনিক্যা লাগি কি

বিনা পয়সা ম্যা বিহা হোত যাতো!

গিরিধারী ক্ষ্ম আরে শুনিয়ে ত্তী! রাতি তো হো যাইয়ে। পয়সা ন্যাই লাগবে কারি। আপকা হাত মে উল্তা পয়সা আতো। এ্যায়সান চানেস দুসরি বার ন্যাই আতো! সমঝে না! লিত্তিয়ে দারু পিত্তিয়ে ত্তর সিগারেত ভি লিত্তিয়ে। (মদ ও সিগারেত দ্যায়)

রমণী ক্ষ্ম আরে থাম্ থাম্। বুঝলিও ন্যাই। হামরা হাত্মে পয়সা আতো?

খগেন ক্ষ্ম হাঁ কাক্কা! শুন-

(গান) বেতি কা বিহা দে দে কাক্কা সোঁচিহ্যান নি আর
আচ্ছা খাসা পয়সা দেতো, মিল্তো আচ্ছা ঘ্যার।

রমণী ক্ষ্ম (গান) কাঁহাকা লড়কা, কেত্না তাকা
কাঁহামে ছাও রে ঘ্যার-
ত্তলদি বোল্ রে খগেন, হামরা তিক্যারি ধড়ফড়।

গিরিধারী ক্ষ্ম (গান) লড়কা ছিও হাম্মা কাক্কা,
ইউপি মে হ্যাও ঘ্যার-
ছপ্পর ফাঁড়ি ক্যা দোবো তোরা, অভাব না ভেতো আর।

রমণী ক্ষ্ম (চমকে গিয়ে) থাম্থাম্-থাম্!! বহুত পয়সা! হামরা দেবে!! কেত্তা, কেত্তা দেবে?

খগেন ক্ষ্ম শুন্ কাক্কা শুন্! তোরা মোত সাত হাত্তর তাকা দেবো। আভি দেবো দু হাত্তর, আর বিহাকে সময় ম্যা পাঁচ হাত্তর।

রমণী ক্ষ্ম সা...ত... হাত্তর! অভি দু... হাত্তর! লগদা তাকা। (একতু ভেবে) কিন্তু ই লড়কা তো বহুত বয়স ছাওরে। হামরা বেতি এত্তা ছোতা!!

খগেন ক্ষ্ম দেখ্ কাক্কা এত্তা সব লেকে সোঁচলে চ্যালতো। ত্তরসি বয়স বেশি ছা। কিন্তু এত্তা পয়সা কে মালিক। পীর পাঁইতি মে ঘর হোলি। তোরা বেতি হুঁয়ামে রাত ক্যারতো। ই সুযোগ ন্যাই ছোড়িহ্যান। রাত্তী হো যা কাক্কা। হেলে দু হাত্তর তাকা। (মুখের সামনে তাকার বান্ডিল নাচায়)

গিরিধারী ক্ষ্ম লে লো ত্তী! লে লো!

রমণী ক্ষ্ম (তাকা নিয়ে) আঁ, হাঁ, ঠিক ছাও।

খগেন ক্ষ্ম (হেসে ওঠে) কাক্কা, বিহা কাল্লে দে না হোতো।

রমণী ক্ষ্ম মারে, যোগাড় ক্যারবো কিন্হ্যা ক্যারিকা। তোর কাক্কিকা বোল্না হোতো। কুতুম সজ্জন কে বুলানা হোতো-

খগেন ক্ষ্ম ন্যাই ন্যাই। তোরা কুচ্ছ ন্যায় করনা হোতো। হামরা সানি যাব, কনিয়াকে লে ক্যারিক্যা মন্দির মে বিহা দে দেবো।

গিরিধারী ক্ষ্ম তো শ্বশুরত্তী। বাত পাক্কা হো গইলবা। রুপিয়া লেকে ঘ্যর যাইয়ে। শাশুত্তীকে বাতাইয়ে। কাল ১২ বাতে সাদী হোতো।

রমণী ক্ষ্ম ঠিক ছাও। হাম্মা তব গেলিও।

খগেন ক্ষ্ম হাঁ কাক্কা যো যো! (রমণীর প্রস্থান)

গিরিধারী ক্ষ্ম তো খগেনবাবু! কাম ফতে। কাল লেড়কী লেকর হাম্মা চলি যাব।

খগেন ক্ষ্ম হাঁ! (দুত্নে গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে প্রস্থান করে)

পঞ্চম দৃশ্য

(তাকার বাণ্ডিল সহ রমণীর প্রবেশ)

রমণী ক্ষ্ম বিন্তী রে! এ বিন্তী- (বিন্তীর প্রবেশ)

বিন্তী ক্ষ্ম কি হলি? চিল্লাই ছে ক্যানে?

রমণী ক্ষ্ম চুপ্! চুপ্! (এদিক ওদিক দেখে) মিনু কে বিহা লাগা দেলিও। কাল্লীহ বিহা দেনা হোতো।

বিন্তী ক্ষ্ম বিহা! কাঁহা মে! তুঁ কি পাগল হো গেলে না কুচ্ছু পিকে আলে? বিহা! কাল!

রমণী ক্ষ্ম (গান) আরে শুন রে বিন্তী কাহিও তোরা চিন্তা নাইচি আর
মিনু কা বিহা লাগা দেলিও আচ্ছা ভালা ঘর।

বিন্তী ক্ষ্ম (গান) কিন্হা লড়কা কি কাম ক্যারি কাঁহা ওকার ঘ্যার
খরচা-পানী কাঁহাসে আতো কে দেতো উধার।

রমণী ক্ষ্ম (গান) পীর-পাঁইতি মে ঘ্যার লড়কাকে ছাও বড়া কারবার
হাতমে হাম্মার রুপিয়া দেতো গিনিকে সাত হাত্তর।

বিন্তী ক্ষ্ম (গান) শুন্হে স্বামী কাহিও তোরা শুনিলে বাত হাম্মার
না দেখি লড়কা বিহা না দেবো কাহি দেলিও তোহার।

রমণী ক্ষ্ম (গান) বিহা হাম্মা দেবে ক্যারবো এক্কে বাত হাম্মার

দেখিলে তাকা হাত্মা দেল্‌কো নগদা দু-দু হাত্তর।

বিন্তী ক্ষ্ম ন্যাই হাম্মা বিহা ন্যাই দেবো। এ লড়কা, ঘ্যার কুচ্ছু ন্যাই দেখলিও!

রমণী ক্ষ্ম এ!!! বেশি নক্‌শা নাই ক্যারবে। একসঙ্গ্‌ ম্যা দু হাত্তর তাকা দেখলে? দেখ্‌ দেখ্‌-

বিন্তী ক্ষ্ম হাঁ হে, হামরা ডর লাগিছু। অন্‌লা ন্যাই, দেখল্যা নাই, হাতাস্‌ ক্যারিক্যা বিহা!!

রমণী ক্ষ্ম হাম্মা সব দেখলিয়ো। চল্‌ চল্‌ খাইকে ব্যবস্থা ক্যার্‌। বাপ্‌হো বোঝ কুছ্‌ হাল্‌কা হোলি।

বিন্তী ক্ষ্ম হাঁ হে, মনতা হামরা খুবে খারাপ ক্যারি।

(গান) শুন্‌ তো হো বালমা কাহিও হাম্মা

রাহাবো ঘ্যারম্যা কিন্না ক্যারি।

মিনু ছোড়িক্যা দূর ভেত্তিক্যা

রাহাবে হাম্মা কিন্‌হ্যা ক্যারি। (২) (কাঁদতে থাকে)

রমণী ক্ষ্ম চুপ্‌! চুপ্‌! সব ঠিক যাতো! চল্‌ চল্‌। (উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(পকেতে মোবাইল নিয়ে খগেনের প্রবেশ)

খগেন ক্ষ্ম শালা! এক্কি চাল্‌ মা আত হাত্তর তাকা কামা লেলিয়ে। বিহা দে দেলিয়ো, ত্রেন ধরা দেলিয়ো, ইবের যাঁহা যাতো যতো। (পকেত থেকে মোবাইল বের করে ডায়াল করে) হেলো, সুখদেও ত্তী! সাত হাত্তর বেতি কে বাপকে দেলিয়ো। (এ সময় শংকর প্রবেশ করে ফলো করতে থাকে) লেড়কী ১৪/১৫ সাল কি ছাও। বাপ্‌কে নাম রমণী মণ্ডল। হাঁ- গিরিধারী- (হঠাৎ শংকরকে দেখে মোবাইল বন্ধ করেদেয়)

শঙ্কর ক্ষ্ম কি ব্যাপার খগেন! তোমার সঙ্গে লোকতি কই? মোবাইল কবে কিনলে?

খগেন ক্ষ্ম (তোতলিয়ে যায়) ই-মানে-ই-

শঙ্কর ক্ষ্ম কোথায় ফোন করছিলে? বল? সুখদেও ত্তী কে? গিরিধারীর আসল বাড়ি কোথায়?

খগেন ক্ষ্ম (ঘাবড়ে গিয়ে) ইউপি-

শঙ্কর ক্ষ্ম তবে যে সেদিন বলেছিলেন আমদাবাদ! তোমার আত্মীয়! বল! কি ত্তন্য সে এসেছিল?

খগেন ক্ষ্ম মানে বিহা!

শঙ্কর ক্ষ্ম বিয়ে! এত বড় বুড়া ভামের বিয়ে হয়নি। তুমি ব্যবস্থা করেছো।

(খগেন পালাতে চেষ্টা করে শংকর ধরে ফেলে)

শঙ্কর ক্ষ্ম সব সত্যি কথা বল। নইলে তোমায় পুলিশে তুলে দিবো। বলো!

খগেন ক্ষ্ম মানে, রমণী কাক্কাকে বেতি কে সঙ্গ মা বিহা দেলিয়ো। (এ সময় রমণী ও বিন্তীর প্রবেশ)

রমণী ক্ষ্ম ম্যারে! কি হলি হো শংকর ভাইয়া। খগেন কে কি হলি?

শঙ্কর ক্ষ্ম তোমার মেয়ের বিয়ে কোথায় দিলে রমণী দা?

রমণী ঃ ইহা খগেন ঠিক ক্যারিক্যা দেলকো। পীরপাঁইতী মে দেলিয়ো আর লড়কা কে নাম ছাও গিরিধারী মণ্ডল। বহুত বড়কা বেবসা ছাও। হামরা ভিড় সে কুচ্ছু ন্যাই লেল্‌কো। সব খরচা হামরা দামাদ করকো।

শঙ্কর ক্ষ্ম সব মিথ্যে কথা! ওর কোনো ব্যবসা নেই। মেয়ে পাচারের একতা দালাল ও। তোমার সর্বনাশ করে দিয়েছে।

রমণী ও বিন্তী ক্ষ্ম এক্‌রা মানে?

শঙ্কর ক্ষ্ম (গান) শুনো ওগো বলব কি আর সর্বনাশের কি হলো (২)

ভাঁওতা দিয়ে লোভ দেখিয়ে তমাই সেতে ঢুকলো গো
খগেন আর গিরিধারী বিয়ের নামে ওরা মেয়ে পাচারকারী
তোমার মেয়েতিকে বিয়ের নামে পাচার করে দিলো।

রমণী ক্ষ্ম ন্যাই - ই বাত ঠিক ন্যাচ চি। হামরা মিনু - হামরা বেতি..... ভগমান.....

(বিলাপ করতে থাকে)

বিন্তী ক্ষ্ম মাস্তার হো-। ই হামরা কুন্ পাপ লাগলো হো - ভগমান্-

(গান) আহো রামা হো-

বিধিরে মোর একুন ত্বলা, দেলাই রে,
বেতি মোরা ছিনি লেলাই হো।
কাট্টি ক্যারি তনম দেলাই হো
রামা কোন্‌সা পাপকে ফাল্ পালিও
বেতি হাম্মার হেরা গেলো হো।

রমণী ক্ষ্ম ই খগনা কে হাম্মা ন্যাই ছোড়বো। হামরা দারু পিলাকে পয়সা কে লোভ দেক্যে ই কাম কারকো। ওকরা মারিক্যা শেষ ক্যারি দেবো।

শঙ্কর ক্ষ্ম দাঁড়াও ! আইন নিত্তের হাতে নিলে চলবে না। ওর যা শাস্তি তা আইন মেনেই হবে। তবে তোমাদেরও সচেতন হতে হবে। অত্তনা-অচেনা লোকের খোঁত-খবর সংগ্রহ করে তবেই তাদের প্রশ্রয় দেবে। আর এই খগেনের মত দালালদের চিহ্নিত করতে হবে।

বিন্তী ক্ষ্ম হামরা বেতিতাকে কি হতো মাস্তার?

শঙ্কর ক্ষ্ম পুলিশ কে সব ত্তনাবো। এই খগেনের কাছ থেকে সব খবর বার করে তোমার মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবো। আর হ্যাঁ তোমাদের সকলের উদ্দেশ্যেই বলি, শিক্ষা মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এখন বিভিন্নভাবে লেখাপড়া শেখার সুযোগ এসেছে। শিক্ষা নিয়ে আমাদের সমাত সচেতনতা অবশ্যই বাড়াতে হবে। মেয়েরা যে ফেল্না নয়, তারাও যে সম্পদ এতা সবাইকে বুঝতে হবে বোঝাতে হবে। নারী পাচারকারীদের হাত থেকে মেয়েদের বাঁচানোর একমাত্র রাস্তা সমাতকে শিক্ষিত ও সচেতন করে গড়ে তোলা। চল, এই খগেনকে এক্ষুনি থানায় নিয়ে গিয়ে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবো।

গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোকসঙ্গীত ঃ ঐতিহ্য ও অনুশীলনের ইতিহাস

পরিশিষ্ট - ৩

শব্দার্থ

খণ গানের শব্দার্থ

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
অরা	—	ওরা, তারা
অখে	—	ওকে, তাকে
অঁই	—	ও, সে
অ্যাক্না, অ্যাখ্না	—	একটু
অ্যাল্ঝাল	—	এলোমেলো
অ্যাঁঠ্যাল্	—	এঁটেল্ বা চিটে
অ্যাঁঠ্যা, অ্যাঁঠো	—	এঁঠো
অ্যাস্ছো	—	আসছো
অ্যাস্যাছে	—	এসেছে
অ্যালো	—	এলো
আগেমাগে	—	গোমাগো
আন্হার	—	অন্ধকার
আঁড়িয়া	—	বড় ষাঁড়
আন্সান্	—	আজেবাজে
অ্যাঁড়া	—	ছোট ষাঁড়
আবে	—	আরে/ওরে
আগোর	—	ভারে গরুর গাড়ি সামনে নীচু হলে
আগন্যা	—	উঠোন
আসম্ভব	—	অসম্ভব
ইঁটকাল্	—	ইঁট
ইবার	—	এবার
উখ্রা	—	মুড়্কি
উখ্রানো	—	উপড়ানো
উলানো	—	শুকনো বা কাঠ খোলায় ভাজা
উদাম্	—	অনাবৃত বা নগ্ন

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
উলাড্	—	ভারে গরুর গাড়ি পেছনে উল্টানো অবস্থা
এগ্ল্যা	—	এগুলো/এইসব
এখ্নি	—	এখনি
এইঠে	—	এখানে
ওগ্ল্যা	—	ওগুলো
ওইঠে	—	ওখানে
ওটে	—	ওরে/ঐ
ওরিয়্যা যাওয়া	—	শেষ হওয়া
কঠিন	—	খুব/প্রচন্ড
কালাই	—	কলাই
কাল্ঠা	—	কালো
কাল্ঠি	—	কালোর স্ত্রী লিঙ্গ
কন্ঠে, কুনখানে	—	কোথায়
কুপ্পি	—	কুপি/প্রদীপ
কুট্টিসিলিয়্যা	—	আকণ্ঠ
কুদ্যা	—	লাখিয়া
কুমঢ়া	—	কুমড়ো
কুশিয়্যার	—	আঁখ
কুঁহুরা	—	ঢং/ঠাট্টা/ফাজলামি
কান্ঠা	—	ঘরের পেছন, ছন্চা
কাটোরা	—	বাটি/গোছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি)
কোদু, কোদ্দু কোদ্ধু	—	লাউ
কেদো	—	শস্যদানা
কুঁদা	—	লাফানো

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
কোড়াই	—	ডালের খোসা বা ভুঁষি
কোর্‌তি মছে	—	চাঁপলে মাছ/ মৌরলা মাছের মত দেখতে
কোর্‌্যা	—	করে
কোর্‌্যাছে	—	করেছে
কোরনু	—	করলাম
ক্যাঁজাল্‌	—	কলার থোড়
ক্যাঠ্যা বয়েল	—	অবাধ্য বলদ
ক্যাল্‌ছা	—	কালো
কুমড়া কাট্টা	—	ইজ্জৎ ঢিলা
কুঁড়হ্যা	—	কুঁড়ে
কোহ্যাকে	—	বলেছে
খোঁকি	—	কাশি
খ্যাছি	—	খাচ্ছি
খ্যায়াছে	—	খেয়েছে
খিঁচ্চা, খিঁচা	—	কচি, কাঁচা
খির্‌সাপতি	—	হিমসাগর আম
খ্যাঁচ্চোড়্‌	—	খচ্চর/বদমাশ
খ্যায়্যা	—	খেয়ে
গে	—	গো
গিধ্‌নী	—	শকুন
গোড়িয়্যা	—	চড়ুই পাখী
গুদ্‌রী-ত্যানা	—	ছেঁড়া ন্যাকড়া
গাউন্‌, গাউনা	—	গান
গোরহ্যা বয়েল্‌	—	বাধ্য বলদ
গাঢ়া	—	গর্ত
গেনু	—	গেলাম

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
গোপালভোগ	—	বিশেষ প্রকার
ঘুঁঙ্‌রি	—	ঘুরে ঘুরে পড়া
ঘস্‌কান	—	সরা বা সরে বসা/ ঘেঁসঘঁসি।
ঘোঁচিয়্যা	—	খুঁচিয়ে
ঘাঁটা	—	রাস্তা
ঘাঁস	—	ঘাস
ঘাঁটা ধরা	—	চলে যাওয়া
ঘিনিয়্যা	—	ঘেন্না ধরিয়ে/ নোংরা করা
ঘোড়্‌গাড়ী	—	ঘোড়ার গাড়ি
চাক্‌মা	—	সাজা চেহারা
চক্‌ম্যাকাছে	—	চক্‌চক্‌ করছে
চাক্কা	—	চাকা
চিখ্‌না	—	উজ্জ্বল
চিনা	—	শস্যদানা
চিকাস্‌	—	ভোর
চ’	—	চল্‌
চিকাস্‌ ফাটা	—	ভোরের আলো ফোঁটা
চাউয়া	—	চোয়াল্‌, মুখমন্ডল
চান্‌হি	—	মাথার চাঁদি
চ্যাংড়া পিংড়া	—	ছোট ছেলেমেয়ে
চাহা	—	চাওয়া
চাহ্যা	—	তাকিয়ে
চোড়্‌হ্যা	—	চড়ে
চট্‌কোর্‌্যা	—	তাড়াতাড়ি
চন্নু	—	চললাম
চঢ়ায়	—	উচ্চগ্রামে
চিন্‌হার্‌	—	চেনা, পরিচয়

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
ছেল্যাপিলা	—	ছোট ছেলেমেয়ে
ছেল্যা	—	ছেলে
ছাত্তু	—	ছাতু
ছিলা	—	খোসা ছাড়ানো
ছিল্কা	—	খোসা
ছিত্র্যা	—	চিৎ হয়ে/ছড়িয়ে
ছিম্রি	—	কাঁচা ছোলা গাছসহ
ছোঁড়া	—	ছেলে (যুবক)
ছোল্নি	—	খুন্তি
ছুঁড়ি	—	মেয়ে (যুবতী)
জাল্মাছ	—	চিংড়ি মাছ
জার্	—	ঠান্ডা, শীত
জোল্দি	—	তাড়াতাড়ি
ঝোরি	—	বৃষ্টি
ঝাংটি	—	শুক্নো ডাল বা কাঠি/ফাঁতনা
ঝাউলি	—	ভাঁওতা/ঝামেলা
ঝিল্লি	—	গুড় ও ছাতু দিয়ে তৈরি কাঠির মত মিষ্টি
টে	—	রে (মেয়ের ক্ষেত্রে)
ট্যাঁর্হা	—	বাঁকা, টেরা
টাট্যাছ	—	ব্যথা করছে,
টেসুয়া আম	—	চুঁষে খাওয়ার পাকা আম
ঠাট্কুহুঁরা	—	অঙ্গভঙ্গী যুক্ত ঢং

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
ঠ্যাক্না	—	ঠেকিয়ে রাখার বাঁশ বা কাঠ
ঠাঁসিয়্যা	—	চেপে ধরে
ঠাহর	—	খোঁজ
ডোল্	—	বাল্তি
ডান্ডি	—	দাঁড়িপাল্লা
ডাঁরি, ডাঁঠা	—	ডাঁটা
ঢাউয়া	—	অপদার্থ
ঢ্যাম্না	—	ওপর চালাক
ঢুঁড়া	—	খোঁজা
টিঁসিয়্যা	—	গুঁতিয়ে
ঢিল্যাছে	—	ঢিল মারছে
ঢুয়া	—	বহন করা
তেখ্নি	—	তখনি
তেবে	—	তবে
তুঁই	—	তুমি
তোরা, তুম্রা	—	তোমরা
ত্যাল্	—	তেল
তামাসা করা	—	মজা বা রঙ্গ করা
থোত্না	—	থুত্নি
তেকি	—	থেকে
থাস্রিয়্যা দিলে	—	নাস্তানাবুদ করলো
দারমাহা	—	বেতন, মজুরী
দুপহর	—	দুপুর
দিনমান	—	সারাদিন
দিয়্যাছে	—	দিয়েছে
দিয়েন না	—	দেবেন না।

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
দিয়ারা	—	গঙ্গা নদীর ধার বরাবর প্রত্যন্ত অঞ্চল
ধুরি	—	গরুর গাড়ির অক্ষধুরা, অ্যাক্সেল্
ধোর‍্যা	—	ধারে
ধারুয়া	—	আমগাছের একরকম পরগাছা
ধোক্‌রা	—	পাটের তৈরি কুটির শিল্প
নাড়িহ্যা	—	পাছা
নহক্	—	নখ
নোড়্হ্যা	—	নড়ে
নামো	—	নীচে
নিখাবু	—	খাবো না
নিযাবু	—	যাবো না
নিন্, নিন্দ্	—	ঘুম
প্যাটভাত্তা বিনিময়ে	—	শুধু খাওয়ার কাজ/বেগার
পানিকোঁখা	—	পাঁজর
পাঁঝ্‌রা	—	মুসলিম মাছ বিক্রেতা
প্যাক্‌না	—	ঢং এর কথা
পোঁহ্যাত	—	ভোরবেলা
পহি	—	নয়নজুলী
পয়োস্তি	—	নদীভাঙ্গনে যে দিকে চর জাগে
পালুই	—	পলো
পটল্‌লতি	—	পল্‌তা পাতা, পটল গাছের ডগা
পুছ্‌করা	—	জিজ্ঞাসা করা
পুয়া	—	মাঢায় (ভাজাশস্যদানা) তৈরি মিষ্টি
পাকুয়ান্	—	এক ধরনের ভাজা খাবার
ফ্যাল্লাফাঁই	—	ফালা ফালা হয়ে ছেঁড়া
ফ্যাকম্	—	ভেক্ বা সঙ্ সাজা
ফ্যান্	—	ভাতের মাড়
ফুর্তি	—	তাড়াতাড়ি
ফুড়ুন্	—	ফোড়ন্
ফুলোরি	—	ফুলুরি
ফ্যাক্‌সা	—	ফ্যাকাশে
ফুলুট্	—	বাঁশি, ফ্লুট্
ভোখ্, ভুখ্	—	খিদে
ভরকম্ভর	—	কোমর অব্দি
ভাটিবেলা	—	বিকাল বেলা
ভুলকি মারা	—	উঁকি দেওয়া
ভুচ্‌কা ভুচ্‌কি	—	ছোট ছেলেমেয়ে
ভুকিয়্যা	—	বিদ্ধ করে
ভুতিয়্যা	—	নিভিয়ে
ভুতানো	—	নিভানো
ভ্যাঁট্	—	সাঁপ্‌লা বা শালুকের দানা/ফালতু
ভাতার	—	স্বামী
ভোঁয়ষ্	—	মহিষ
ভোর‍্যা	—	ভরে
ভোচ্‌কা ভোচ্‌কি	—	বাক্স প্যাঁটরা

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
ভোক্‌ন্যা	—	বিদ্ধ করা
ভাক্কু	—	বেকুব বা বোকা
বাতিয়ে	—	বলে
মোয়্‌ল্‌	—	মুকুল
মায়গ্‌	—	স্ত্রীলোক, বৌ
মাইয়া	—	মেয়ে
ম্যালাই	—	অনেক
মির্‌ক্যা	—	মির্‌গেল্‌ মাছ
মাছুয়া	—	হিন্দু মাছ বিক্রেতা
মুড়্‌হি	—	মুড়ি
য্যাছি	—	যাচ্ছি
রাঁন্‌হা	—	রান্না করা
রাম্‌পটল	—	ঢ্যাড়স্‌
রাকাড়্‌হা	—	কথা বলা
র‍্যাত্‌	—	রাত
র‍্যাঁধ্‌নু	—	রাঁধলাম
রুই	—	উঁই পোকা
লাহারি	—	জলখাবার
ল্যাগ্‌ড়্যান্‌	—	ডাল, ডালের ভুঁষি, ছাতুর পুরুষ বিক্রেতা
ল্যাগ্‌ড়্যানি্‌	—	ডাল, ডালের ভুঁষি, ছাতুর মহিলা বিক্রেতা
লোটা	—	ঘটি
লুড়্‌হা	—	ন্যাতা (ঘরমোছার)
লাহা	—	স্নান করা
লাহ্যাতে	—	স্নান করতে
লহক্‌	—	নখ
লা	—	নৌকা

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
লগঘা	—	বাঁশের লগা বা লোগি
লহলা	—	ছোটো রুইমাছ
লুড়িসুড়ি	—	জড়ানো মোচ্‌ড়ানো
লক্‌ মারা	—	চুপ করা
ল্যাওয়া	—	নেওয়া
লিছি	—	নিচ্ছি
লয়্যা	—	নতুন
লরম্‌	—	নরম
ল্যান্‌	—	নিন্‌
লিছে	—	নিচ্ছে
লোড়্যা	—	লড়ে
লাম্বা	—	লম্বা
লাক্‌ড়ি	—	জ্বালানি কাঠ
লিক্যানো	—	নিকোনো
নিক্যাছে	—	নিকোচ্ছে
ল্যাল্‌ঠা	—	লোভী/সম্মানহীন
লোল্‌ক্যা	—	প্রচন্ড লোভে পড়া
লালি	—	গরুকে খাওয়ানের নালি গুড়
ব্যাটা	—	ছেলে, পুত্র
বেটি	—	মেয়ে, কন্যা
বেওয়া	—	মুসলিম্‌ বিধবা
বিহা	—	বিয়ে
বিহান	—	খুব সকাল
বিলাতি	—	মিষ্টি কুমড়ো
বিলাতি বাগুন	—	টম্যাটো
বকন্‌	—	চোটো স্ত্রী গরু
বেজাই	-	অনেক, প্রচুর,

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
ব্যাবাক্	—	পুরো, সম্পূর্ণ
বোগ্‌লা	—	বক
বোতোক	—	হাঁস
বোহিড়্যা	—	কানে কালা বা ঠসা
বেহুদ্দা	—	নির্লজ
ব্যাল্	—	বেল
বুঁট, বদম	—	ছোল
বু'লবো	—	বলবো
বয়্‌ল্	—	বলদ্
ব্যারাম	—	রোগ, অসুখ
বাঁহা	—	বাওয়া
বহা	—	বওয়া
বে	—	রে (ছেলের ক্ষেত্রে)
বাগুন	—	বেগুন
বোয়্‌ড্	—	টোপা কুল/বয়ড়া
ব্যাত্	—	বেত
শাকুর্‌কন্	—	রাঙা বা মিষ্টি আলু
শুধিয়্যা	—	জিজ্ঞাসা ক'রে
শিকোস্থি	—	নদীর ভাঙ্গনের দিক
সাঁনহের বেলা	—	সন্ধ্যা বেলা
সাঁন্‌জ	—	সন্ধ্যাবেলা
সাপাটু	—	সবেদা
সান্‌কোনো	—	উত্তেজিত
সর্‌কান	—	সরা বা সরে বসা
স্যাঁন্‌হিয়া যাওয়া	—	ঢুকে যাওয়া
সান্‌কি	—	মাটির থালা
স্যাংলা	—	চ্যাংড়া, ছেলে
সিয়ান্	—	স্নান
সাঁপ	—	সাপ

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
সুঝেনা	—	দেখনে না পাওয়া দেখে না
সিল্‌হি	—	বালিহাঁস
সিন	—	কিন্তু
সেঁতি করা	—	চুল আঁচড়ানো
সুঝানো	—	বোঝানো
সন্থি	—	পাট্‌কাঠি
সেয়ানা	—	ধান্দাবাজ চালাক
সুঝা	—	দেখা
হাঁটে	—	হ্যাঁরে
হ্যাংলা কথা	—	হাল্কা রসিকতা
হ্যান্টাই ম্যান্টাই	—	হ্যান্টাই, ফালতু, অথহীন
হ্যাঁস্যাল্	—	রান্নাঘর
হুগ্‌লি বেলি	—	কাঁসি থালা বা
হেল্‌তে	—	সাঁতার কাটতে
হ্যালা	—	সাঁতার কাটা
হাব্‌কানো	—	হঠাৎ কামড়ানো
হামি	—	আমি
হামরা	—	আমরা
হামাকে	—	আমাকে
হামাদেরকে	—	আমাদেরকে
হামাঘেরে	—	আমাদের
হুর্	—	ভীড়
হাদিয়্যা গেনু	—	অবাক হলাম
হাব্‌কা মারা	—	হঠাৎ কাম্‌ড়ে খাওয়া
হ্যার্‌মানিয়্যা	—	হঠাৎ, তাড়াতাড়ি

ডোমনি গানের শব্দার্থ

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
অ্যার্‌পন্‌	—	আল্‌পনা
অঙ্গানুয়া	—	উঠোন্‌
আওটালিয়া	—	জ্বাল দিলাম (দুধ)
আনেলা	—	আনতে
আবেলা	—	অবেলা
আসোয়ান	–	আকাশ/আসমান
আঁচলোয়া	—	আঁচল
আধিয়া	—	অর্ধেক
আয়েলা	—	এসেছে
আবিছাউ	—	আসছে
আনার	—	আনারস
ইবের	—	এবার, এ সনে
ইদিশ্‌	—	এদিকে
ইঁনারা	—	ইঁদারা
উদিশ	—	ওদিকে
উঘার	—	নিবারণ
ওস্‌	—	শিশির
ওক্‌রা	—	ওর
ওর	—	শেষ
কুসুর, কুশিয়ার	—	আঁখ
কহ্যালু	—	বললাম
কাম	—	কাজ
কিয়ে	—	কি
কোদো	—	স্থানীয় শস্যদানা

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
কম্মর	—	কোমর
কোদাই	—	চিনা জাতীয় শস্যদানা
কা	—	কি
কাউনি	—	স্থানীয় শস্যদানা
কুহা	—	মাটির কড়াই/গর্ত
কুর্‌থী	—	স্থানীয় শস্যদানা
ক্যাপ্‌ড়া	—	কাপড়
কিন্না	—	কিভাবে
কুট্টি-পিষি	—	ধান, চিঁড়ে কোটা ও ছাতু, আটা পেষা
কুন্ডি	—	জলাশয়/কুন্ড
কারিয়া	—	কালো
ক্যর্‌কাও	—	করলো
কোরা	—	কোল
কেক্‌রা	—	কার
খোটি	—	অচল
খপ্পর	—	খাঁড়া
গুমান্‌	—	অহংকার, গর্ব্ব
গোউয়ে	—	সম্পূর্ণ, গোটা
গাল্‌	—	মুখ করা/খিস্তি
গুল্‌	—	চিৎকার
গোর্‌	—	পা/সমাধী
গাঢ়া	—	পোঁতা
গাপ্তে	—	আত্মসাৎ

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
ঘোঘ্‌রা	—	ঘোম্‌টা
ঘোলি	—	গুলে
ঘির্‌নী	—	কপিকল্‌
চিনা	—	শস্যদানা
চিতানি	—	চিৎ হয়ে
ছটাংভর	—	অল্প, কিঞ্চিৎ
ছ্যালে	—	ছিল
ছৌমাসী	—	ষন্মাসিক্‌ শ্রাদ্ধ
ছানুয়া	—	চানাচুর জাতীয়
ছানালে	—	পশরা সাজিয়ে দোকান খোলা
ছোড়্‌ব্যাইনি	—	ছাড়বো না
ছ্যালাই	—	ছিল
ছুল্‌কো	—	ছুঁয়েছে
জ্যাক্‌সন্‌	—	ইঞ্জেক্‌শন্‌
জওয়ানী	—	যৌবন/স্ত্রী বাচক
জ্যাং	—	নুপূর
জোতিলা হ্যাল্‌	—	হাল বাইতে লাঙ্গল
জাহিন্‌নি	—	যেও না
ঝলামোর	—	চাকচিক্য, উজ্জ্বল
ঝারাউলা	—	চুল আঁচ্‌ড়ানো
টহল্‌	—	দেখাশোনা
টকি	—	সিনেমা
ঠোর্‌	—	ঠোঁট্‌
ডোলা	—	ছোটো পাল্কী
ডুলি	—	খড়ের পাত্র (শস্যরাখার)

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
ঢোলক্‌	—	ছোটো ঢোল
তেক্যারা-লা	—	সেজন্য
তুঁহো	—	তুমিও
তাঁহু	—	তুমিও
তোড়্‌বো	—	ভাঙবো
তুন্‌কা	—	ডগা, আগা
থাম্‌	—	খাম্বা
থোৎনা	—	থুত্‌নি
থ্যারিয়া	—	থালা
দাঁই, দাউনি	—	শস্য মাড়াই
দাবা	—	ওষুধ
দেতোনি	—	দেবে
দেল্‌কাই	—	দিলে
দূর্‌ছাই	—	অপচয়
দাউড়ি	—	দৌড়ে
ধুম্‌না	—	ধূপধুনো
ধানাকে	—	ধানের
নাইহুন্‌	—	নাই/স্নান করা
নদ্দী	—	নদী
নিনো	—	ঘুম
নিন্‌	—	ঘুম
নক্‌শা	—	কান্ড
নেমু	—	লেবু
পই	—	কিন্তু
পইয়া	—	পা
পিন্‌হামে	—	পরণে

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
পিন্হু	—	পরিধান করি
পঁইনা	—	ছোটো লাঠি, পাঁচন
পালি	—	পান
পানা	—	পান
পাইট্	—	জনমজুর
পরাণুয়া	—	প্রাণ, পরাণ
পক্কিরে	—	পেকে
পেনটুল্	—	প্যান্ট/পজামা
ফোক্কা	—	ফোস্কা/খালি
ফেরু	—	আবার
বুঢ়া	—	খারাপ (পুরুষ ক্ষেত্রে)
বুঢ়ী	—	খারাপ (মহিলা ক্ষেত্রে)
বিচ্যামে	—	মধ্যে
বানকাউ	—	বেঁধেছে
বৈঠে, ব্যাইসল্	—	বসতে
বড়কী	—	বড়
বদন্	—	শরীর
বিহানি	—	সকাল
ব্যায়ল্	—	বলদ
বাঁন্হু, বান্হি	—	বন্দনা (করি)
বাঁধ্যাবাই	—	বন্দিব
বোড়ব্যাই	—	ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করা
বৈগনুয়া	—	বেগুন
বেনিয়া	—	পাখা
বেরি-বেরি	—	বারবার
বাহাবেলা	—	হাল বাইতে

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
বন্হন্	—	বন্ধন
ভাখা	—	ভাষা
ভাসান্	—	বন্যা
ভান্সা	—	হেঁসেল্
ভেলা	—	হলো
ভ্যাস্লাই	—	ভাসলো
ভাউজী	—	বৌদি
ভুজা	—	ভাজা
ভিন্সরুয়া	—	সকাল হচ্ছে
ভোর্যারে	—	ভোরে
ভেঁজু	—	পাঠাবো
ভিড়া	—	কাছে
ভুখ্খা	—	খিদে, অনাহার
ম্যাত্কর্	—	করো না
মায়ে	—	আমি
মাঢ়া	—	ভাজা চিনা (শস্যদানা)
ম্যাড়লি	—	মোড়লি
যউব্যান	—	যৌবন
যাইহুন্	—	যাই
রহলুঁ	—	থাকলাম
রেত্	—	স্রোত
রংরেজ বাজার	—	রংরে-বাজার, ইংরেজ বাজার
রোজসহারি	—	জমি বা ক্ষেত তদারকী
রসুয়া	—	রস/রসিক
রাঙাউলে	—	রাঙালে

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
রোপ্‌ক্যাই	—	বুন্‌লো
লেলে, লেলকে	—	নিলো
লেবে	—	নিতে
লেব্‌, লেবো	—	নেবো
লেলেসে	—	নিলে
লাহা	—	স্নান করা
লালাই	—	নিলো
লিহোরা	—	মিনতি
শোর্‌	—	গন্ডগোল
শুক্কি	—	শুক্‌নো
শীষা	—	শীষ (ধানের)
শাট্‌	—	জামা (শার্ট)
সাই	—	স্বামী
সামা	—	ঢোকা
সাইকেবেলা	—	সন্ধ্যাবেলা

আঞ্চলিক শব্দ		শিষ্ট শব্দ
সানি	—	গো-খাদ্য (খড়, খোল, জলের মিশ্রণ)
সুপ্যা	—	কুলো (শস্যরাখার)
সিরুয়াপরব	—	বসন্ত বা নববর্ষ উৎসব
সুম্যারো	—	স্মরণ করো
সিন্না	—	বুক
স্যাতি	—	থেকে, হইতে
সম্‌ধিন্‌	—	বেয়াই/ বউ-এর বড় ভাই
সন্দেশুয়া	—	সংবাদ
সিয়্যান্‌	—	স্নান
হুয়ামে	—	ওখানে
হ্যাসকে	—	হাসতে হাসতে
হাম্মার	—	আমার
হাবা	—	বাতাস
হেলাইছ্যান্‌	—	সাঁতরানো